শ্রীগুরু জ্ঞান মঞ্জুষা

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লা কে ময়লা ছুটে যব আগ, করে পরবেশ॥

দীনাবনত

শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬, মে ১৯৫৯

বন্দে সংসারসারং সুখনিধিমমলং শান্তিদং সৌখ্যসারম্‌,
সম্বন্ধেনহ্যনন্ত প্রমুদিতহৃদয়াঃ শাশ্বতাঃ শান্তিযুক্তাঃ।
অজ্ঞানানাং জ্ঞানরূপং গতিমগতিগতাং ভাবনং ভাবুকানাম্‌,
নীতিজ্ঞানানাং সুনীতিং রসমরসবিদাং শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মম্‌॥

উৎসর্গ-পত্র

পরম কৃপালু, সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ
শরণজী (শ্রীপ্রেমমঞ্জরীজী) মহারাজের
শ্রীকরকমলে ।

কি দিব তোমারে প্রাণনাথ স্বামী সন্ত আপ্তকাম ।
ভজন সুখের মুক্ত আগার কল্যাণ গুণধাম ॥
শ্রীযুগল রসে মগ্ন সতত দীন অকিঞ্চন ।
পতিত পাবন সুখদ শরণ দয়াল উদার পণ ॥
জীবজড়তা-ক্লান্তি বিহীন নিত্যানন্দঘন ।
সন্তোষধীঃ রিক্ত পরম দুর্লভ মুনিধন ॥
বিমল পরাণ শান্ত কোমল মৃদুল স্বভাব শুচি ।
দীনতা কাতর সরস চিত্ত শ্রীনামে সতত রুচি ॥
সাধক সিদ্ধ সুজান অমান ভজনানন্দময় ।
শ্রীসিয়ালাল স্বামীর শ্রীপদ সেবি জিনিলে দ্বন্দ্ব ভয় ॥
শ্রীবৈষ্ণব রসিকাচার্য্য তাপস পরম কর্ম্মবীর ।
ভাগবৎ রস সুপান করতঃ সুখে দুখে মতিধীর ॥
প্রেম পয়োধি চরিত সিন্ধু শম দম আদি সাধন ধাম ।
দানী শিরোমণি করুণাকুঞ্জ সিয়ারাম নামে আপ্তকাম ॥
দাসী শুভা প্রভু দুষ্টা কপট মদমান আর কামেতে রত ।
কি দিবে তোমারে না জানে অবলা তুমি যে স্বামী পূর্ণ সতত ॥

বড় কৃপা করে প্রভু যে কথা কহিলে দাসীর গোপন মনে ।
সেই কথার কুসুমে গাঁথিয়া মাল্য পরাণু যুগল চরণে ॥
তোমার পরশে পূর্ণ হউক সকলি অপূর্ণ মম ।
যুগ্ম চরণে বারে বারে রাখি মোর মিনতি অনুপম ॥

শ্রীসদ্‌গুরু কৃপা প্রকাশ

★

১। পরম ভাগবৎ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(শ্রীজানকীবল্লভ শরণজী মহারাজ)
প্রণীত
শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

★

২। দীনাবনত শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

(১) শ্রীসীতারাম নাম বিলাস
(২) শ্রীপ্রেমলতা চরিত সুধা
(৩) শ্রীনাম পীযূষ ধারা
(৪) শ্রীগুরু পাদপদ্ম বন্দন (হিন্দিতে)
(৫) শ্রীকৃপাকুঞ্জ কথা

★

অল্প কয়েকখানি কপি আছে। অনুরাগী পাঠক
অনুসন্ধান করিতে পারেন।

★

পরশমণি

শ্রীসীতানাথ-সমারম্ভাং রামাচন্দ্রার্য্য-মধ্যমাম্ ।
অস্মদাচার্য্যপর্যন্তাং বন্দে (শ্রী) গুরু পরম্পরাম্ ॥

*　　　　*　　　　*

বন্দউঁ গুরুপদকঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি ।
মহামোহ-তমপুঞ্জ যাসু বচন রবি কর নিকর ॥

*　　　　*　　　　*

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

*　　　　*　　　　*

দয়ালু, গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং
সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্,
আপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধাস্য বিদ্বান্ ।

*　　　　*　　　　*

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশতে মহাত্মনঃ ॥

*　　　　*　　　　*

তুলসী হরি গুরু করুণা বিনা বিমল বিবেক না হই ॥

*　　　　*　　　　*

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নবম্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্তবদ্ধ্যাসূয়তে সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

*　　　　*　　　　*

বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান
জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু ।
গাবহি বেদ পুরাণ
সুখ কি লহহি হরিভগতি বিনু ॥

পথের আলো

যাঁহাদের শান্ত সুনির্ম্মল দিব্যালোকে নব নব অমিতানন্দের পথে সুখে বিচরণ করিয়াছি—একান্ত দীনাবনত চিত্তে তাঁহাদের আজ বারংবার স্মরণ করি।

১। অমিত পীযূষাধার লোকসুমংগল শ্রীযুগল নাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম।

*

২। সন্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাস কৃত
শ্রীরামচরিত মানস।

*

৩। সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ কৃত
চতুষ্ট গুটিকা।

*

৪। সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী
(শ্রীপ্রেমলতাজী) মহারাজ কৃত
১। বৃহৎ উপাসনা রহস্য।
২। শ্রীসদ্‌গুরু শব্দ যথার্থ জ্ঞান।

*

৫। সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী
(শ্রীপ্রেমমঞ্জরীজী) মহারাজ কৃত
১। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম বিজ্ঞান।
২। শ্রীসদ্‌গুরু উপদেশ রত্নাবলী।

*

৬। পরম ভগবৎ অনন্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(শ্রীজানকীবল্লভ শরণজী মহারাজ) কৃত
শ্রীসীতারাম নাম বৈভব।

সূচীপত্র

অনাবধানতা বশতঃ তৃতীয় উৎসের পর ষষ্ঠ উৎস হইঁয়া গিয়াছে।

* মাংগলিক

কঠিন কলুষে রিক্ত পরাণে
প্রেমরূপ তুমি এসো।
বন্ধন যুত খণ্ড জীবনে
ভূমা রূপে তুমি এসো ॥

জীব জড়তায় মরি গো যখন
স্বরূপ ভুলি অমল চেতন
অঞ্জন জ্ঞান নয়নে ভরিয়া
ভাস্বর তুমি এসো ॥

অজ্ঞান তমে হইয়া মগন
অপরে যখন করিনা গণন
দ্রবিত করিয়া হিয়ার বাঁধন
করুণেশ তুমি এসো ॥

কপট মিথ্যা দম্ভ ছলনা
আমারে ভুলায় সহজে কত না
ও হে মংগল শান্ত কোমল
সুন্দর তুমি.এসো ॥

জীবন যখন শতেক ধারায়
অমিত সুখের ভজন হারায়
সন্ন্যাসী তুমি একতারা হাতে
শ্রীনাম গাহিয়া এসো ॥

---

* মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে রচিত।

কঠিন কলুষ রিক্ত পরাণে
প্রেম রূপে তুমি এসো।
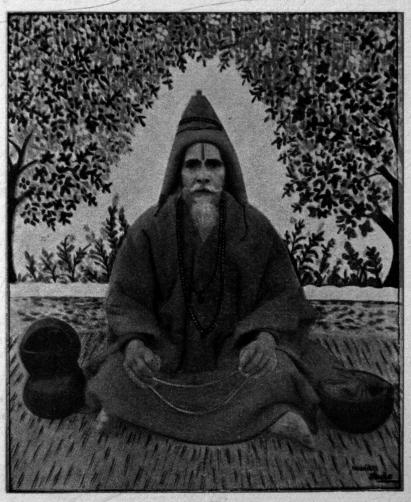
অখিল তরণ-তারণ ভগবৎপাদ শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য বালব্রহ্মচারী
পরমহংস শিরোমণি মহর্ষিবর অনন্ত শ্রীসদ্‌গুরু
ভগবান শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজ
যূথেশ্বরী শ্রীপ্রেমমঞ্জরীজী।

মাধুকরী

পরম করুণাময় দীনদয়াল স্বামী শ্রীবৈষ্ণব শিরোরত্ন অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজের জন প্রতি নির্হেতুক কৃপা করুণাধারার সুখ স্পর্শে ও নিরন্তর সুস্নিগ্ধ প্রেরণা পীযুষ বর্ষণের সুখময় ফল স্বরূপ এই দীন গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণব সন্ত সমাজের যৎ কিঞ্চিৎ সেবার সৌভাগ্য লাভ করতঃ কৃত কৃতার্থ হইল। বস্তুতঃ নিষ্কিঞ্চন রসিক চূড়ামণি শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের কণকপ্রভ রসানন্দঘন শ্রীঅঙ্গের পুলকময় সৌরভে জন হৃদয় সন্ততঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং সেই সুষমামণ্ডিত লীলাতনুর অন্তরালে যে পরম নির্ব্বিষয় সুনির্ম্মল শ্রীযুগল ভজনরসাশ্রিত চিত্তটি অনন্ত কল্যাণ গুণ ধাম সর্ব্ব সুখাশ্রয় নিত্য কিশোর-কিশোরী শ্রীযুগল সরকার শ্রীসীতারামের অশেষ মাধুর্য্যমণ্ডিত নিত্যরাসবিহারে সুমজ্জিত—তাহার দীনতম করুণা সুধা বিন্দুরে পরশে সর্ব্ব কলিকলুষ বিদূরিত হয় এবং সেই অমিয়স্রাবী সুখবিলাসে জন হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিব্য লীলাঙ্গনে অবশভাবে নৃত্য করিতে থাকে। পরম কৃপালু সন্ত শিরোমণির অহেতুক কৃপা করুণায় জন হৃদয়ে যে পরানন্দময় ভজন সুরটি ঝংকৃত হয়—তাহারই সুখময় স্পন্দনে—অর্ব্বাচীন নরপশুও দিব্য ভাব ও ভাষার তরঙ্গ-ভঙ্গে মন্দাকিনীর তর তর গতিতে বহিতে থাকে। বস্তুতঃ অখিল লোকপাবন

চিদানন্দময় সু স্বামীর করুণা কথার দিব্য মহিমা সর্ব্ব উপমা রহিত—সর্ব্ব মান বর্জ্জিত—অমিতানন্দময় শ্রীযুগল ভজন রসের কারুণ্যে এবং উৎসব মুখর মুক্ত ধারায় সদৈব মন বাণী পার। শ্রীসদ্‌গুরু প্রাণনাথের করুণা পীযূষধারা এই হীনমতি দুষ্ট কপট লেখককে যে ভাবে নাচাইয়াছে—একান্ত স্বাতন্ত্র্য-বিহীন লেখকের লেখনী মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই ভাবেই চলিয়াছে—সত্য বলিতে কি—গ্রন্থের ভাব-ভাষা ও তাহার রূপ ও প্রকাশ বস্তুতঃ তাহার সকল বিষয়ই অনন্তৈক রসপূর্ণ শ্রীগুরু কৃপা করুণার অতি দীনতম তুচ্ছ প্রকাশ।

এই দীন গ্রন্থখানির নামকরণ হইতে ইহার আলোচ্য বিষয় বস্তুটি কিঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অনন্ত বৈচিত্র্যময় শ্রীগুরু করুণা ধারার সুখময় গতিটি আপন মাধুর্য্য গরিমায় পরিপূর্ণ অকল। সেই দিব্য করুণা রস দেশ-কাল ও পাত্র ভেদে অনন্তানন্তময় নব নব রূপ-রসে জন হৃদয়ে রসায়িত হইয়া থাকে এবং সেই বিশিষ্ট সুখানন্দময় রসধারার যিনি সুভোক্তা—তিনি উক্ত রসানুস্যূত আনন্দময় স্ফূর্ত্তিটি হৃদয়ে অনুভব করতঃ অনাবিল প্রেম-রসে আপ্তকাম হইয়া সুখাস্বাদন রত মূক হইয়া যান—সামান্য ভাব ও ভাষায় তাহার যথাযথ বিস্তার করিতে সক্ষম নহেন। তথাপি অনাবিল আনন্দ রসধারার বৈচিত্র্য হইল এই যে ইহা স্বতঃই জন হৃদয় মথিত করিয়া স্তবকে স্তবকে রসময় বাণীর আকারে বদন পথ হইতে নির্গত হইয়া সাধু সমাজকে সেবা করিয়া নিজ সুখাস্বাদনকে বার বার নব নব রূপ-মাধুর্য্যে ভোগ করিয়াও যেন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। বাস্তবিক বলিতে কি

প্রতি ভজনানন্দী সাধুর দিব্যানুভূতিটি তাঁহার একান্ত নিজস্ব ধন—যাহা তিনি অনন্য ভজন আশ্রয় করতঃ লাভ করিয়া থাকেন। এতৎ কারণে সেই প্রেমিক শ্রীবৈষ্ণব ও তাঁহার মধুময় ভজন রসের মধ্যে দিব্য 'কুঞ্জ ক্রীড়া'টি সাধুর নিজস্ব ভজন ধন। সাধুর এই সত্যানুভূতির সাথে অন্য প্রেমিক চিত্তের আনন্দোৎসবমুখর রসাস্বাদনের কিছু কিছু সুসাদৃশ্য থাকিতে পারে কিন্তু ভজন পন্থার বিভিন্নতা হেতু রস বিশেষের আস্বাদনেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। সাধুর অহৈতুকী কৃপায় সাধুর ভজন প্রাণের সাথে সঙ্গ ও সুসখ্য করিতে পারিলে সাধুর হৃদয়স্থিত ভজন রহস্যের পূর্ণ কলস হইতে কথঞ্চিৎ সুপান করা যায় নচেৎ জনসমাজ স্ব স্ব মতি ও ভজনানুসারে ইতর বিশেষ রসপানে যথাযোগ্য সুখানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরু শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যটি মূকাস্বাদনবৎ অর্থাৎ ভাব ও ভাষার—জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত এবং উক্ত শব্দটির গুরুত্বের অভিব্যক্তিটিও অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়। ব্রহ্ম-জ্ঞান সম শ্রীগুরু-জ্ঞানও একান্ত স্বয়ংসিদ্ধ সৎ বস্তু—মহদনুগ্রহের ফল স্বরূপ সে দিব্য জ্ঞান আপনা আপনি হৃদয়ে প্রকাশিত না হইলে—অন্য কোন সাধন ভজন বা উপায় অবলম্বনের দ্বারা তাহা লব্ধ হইবার নহে। নিত্য সৎ বস্তু সততই দ্বৈত রহিত—সর্ব্ব প্রকার উপমা শূন্য—সর্ব্ব প্রকার বাক্য জ্ঞানের অতীত বস্তু—কিন্তু সেই বস্তুর যথার্থ রূপটিকে নিরূপণ কল্পে শ্রুতি শাস্ত্রের অন্ত নাই এবং এই অন্তহীন ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামগ্রিক জ্ঞান দ্বারাও সেই সৎ বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে অদ্যাবধিও নিরূপিত হইল না এবং আগামী

ভবিষ্যতেও হইবে না। শ্রীগুরু শব্দের অন্তর্নিহিত রূপ ও রসটিও আচার্য্যগণ নিজ নিজ অনুভূতি অনুসারে—অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে বর্ণনা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই এবং এই তৃপ্ত হইতে না পারার কারণটি হইল যে মহাত্মাগণ যে বস্তুটি ধরিতে চাহেন—সেটিকে হাতের মধ্যে পাইয়াও যেন ধরিতে পারিতেছেন না—প্রেমের অন্তর্নিহিত নিত্য মিথুনের অন্তরালে বিরহের উৎকট জ্বালায় হৃদয় মন যেন দগ্ধ হইয়া যায়—কখনও কখনও আবার সেই উপমা রহিত স্বয়ং সিদ্ধের কৃপা পীযূষ ধারায় অনির্বচনীয় সুখাস্বাদনে হৃদয় মন ভরিয়া যায় এবং এই অনাবিল আত্যন্তিক সুখ ধারাটিই হইল সেই পরিপূর্ণ নিরুপম স্বয়ং সিদ্ধ রসের সুদিব্য সুখময় পরশ। সাধুর সমগ্র ভজন সত্তা এই আনন্দ রসাধারে চিরাশ্রিত থাকে।

শ্রীগুরু শব্দটি অদ্বৈত জ্ঞান বাচক শব্দ। শ্রীগুরু ও বিমল জ্ঞান এই দুইটি শব্দ আপাতঃ ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ সদাই এক। শ্রীগুরু বিনা পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞান হইবার নহে—কারণ পরমার্থ তত্ত্ব ও বিশুদ্ধ জ্ঞান একই পর্য্যায় বাচক শব্দ এবং তাহা হইলে দেখা গেল যে শ্রীগুরু—জ্ঞান ও পরমার্থ তত্ত্ব—এই তিনটি একই বস্তু সত্তার বিভিন্ন রূপ। একটি অট্টালিকাকে ঋজু ঋজু সন্মুখ দৃষ্টিতে দেখিলে অট্টালিকাটি যেরূপ পরিপূর্ণ দেখায়—তির্য্যক দৃষ্টিতে দেখিলে সেই বস্তুটিই অন্যরূপ দেখায়—পুনরায় বস্তুটিকে একই সমান্তরাল রেখা হইতে দেখিলে বস্তুটি আবার ভিন্ন রূপে প্রতীয়-মান হয়। এই ভিন্ন রূপে দেখা করার অর্থ হইল এই যে সেই একক বস্তুটি ভিন্ন দেশ-কালের সীমায় বিভিন্ন রূপ-রসে অর্থাৎ

বিভিন্ন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে দ্রষ্টার মনে প্রতীয়মান হয়। শ্রীগুরু—জ্ঞান ও পরমার্থ তত্ত্ব—এই তিনটিই এক বস্তু—বিভিন্ন রসের সেবনে—বিভিন্ন দেশ-কালের পরিমাণে—কেবল মাত্র ভিন্ন রূপ-রসে জন হৃদয়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীগুরু মন্ত্রের অন্তর্নিহিত যে দুইটি রূপ সমগ্র গুরু সত্ত্বাকে অধিকার করিয়া আছে—তাহাদের একটি হইল ব্যক্ত ও অপরটি হইল অব্যক্ত অর্থাৎ একটি প্রকট রূপ আর একটি গুপ্ত অর্থাৎ একটি স্থূল লীলাতনুতে সান্ত ও আর একটি বীজাকারে অনন্ত। এই সান্ত ও অনন্ত যদ্যপি ভেদাভেদ শূন্য তথাপি লোক ব্যবহারে ইহাদের লীলা অঙ্গন এক নহে। শ্রীগুরু আচার্য্য সান্ত লীলাতনু আশ্রয় করতঃ লোকসংগ্রহার্থে যে অমিত আনন্দময় অনবদ্য লীলারসের চরিতটি সুপ্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহার কূটস্থ বীজাকারের নিত্য লীলা হইতে ভিন্ন। পুনরায় প্রকট ও গুপ্ত এই দুইটি লীলা আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ ইহাদের মধ্যে কোন প্রার্থক্য নাই। শ্রীগুরু শব্দের অন্তর্নিহিত এই দুইটি রূপ—মধুর রসাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ হইতে এই দীন গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে। নিম্নে স্বল্প কথায় এই দুইটি বিশেষ দিক লক্ষিত হইতেছে।

আদ্যাশক্তির লীলা নিকেতন শ্রীগুরু আচার্য্যের লীলাবয়বটি সদৈব সৎ-চিৎ আনন্দময়। এই লীলাতনু আধার করতঃ বীজ অর্থাৎ মহাকারণরূপী (স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাতীত) সর্ব্ব রসাশ্রয়ী আদ্যাশক্তি শ্রীজানকীজীর নিত্য লীলা সহচরীটি অমিত আনন্দকন্দ রসরাজ ও রাসেশ্বরী—নিত্য কিশোর-কিশোরী শ্রীযুগল রঘুনন্দনে ও জনক নন্দিনীর—শ্রীযুগল লীলা রস

স্ফূরণ—বর্দ্ধন ও বিকাশন হেতু—এক অকথনীয় আনন্দ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। যদ্যপি আপাতঃ দৃষ্টিতে সামান্য নরের ন্যায় ক্ষুৎ-তৃট-পিপাসা ক্লিষ্ট শ্রীগুরু চরিতটি—অশেষ শ্রীগুরু কৃপা ব্যতিরেকে কখনই আস্বাদিত হইবার নহে।

মহাকারণে বা বীজাকারে শ্রীগুরু হইলেন অমিত রসানন্দঘন শ্রীযুগল সীতারামের নিত্য লীলা সঙ্গিনী এবং এতৎ কারণে কাম-ক্রোধ-কষায়-অম্ল প্রভৃতি মদাভিমান যুক্ত মিথ্যা পুরুষ জ্ঞান বিবর্জ্জিত—পূর্ণ চিৎ শক্তিময় নখ-শিখ শৃঙ্গারিত বিমল আনন্দ-স্বভাব-সুন্দর অনন্য শ্রীযুগল ভজন নিরতা আত্ম-সমর্পিতা রসিকা নাগরী বিশেষ। এই সুদিব্য রসঘন চেতনাই হইল মাধুর্য্য রসের কণ্ঠহার স্বরূপ—শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য কিঙ্করী—সঞ্চারী রসের দিব্য অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রসিকা কিশোরীটি—শ্রীগুরু মহারাজের বীজ রূপ বা গুপ্ত রূপ বা নিত্য রূপ। শ্রীগুরু মহারাজের সীমায়িত লীলাতনুটি তাঁহার দিব্য প্রকট রূপ।

প্রকট রূপে প্রণতপাল আশ্রয়দাতা শ্রীগুরু আচার্যের লীলাটিও বিচিত্র রসদীপ্ত। তিনি অকারণে জন হৃদয়ে অজস্র রূপে তাঁহার সুখময় লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। এই অমিত রসানন্দঘন বৈচিত্র্যময় রূপে—তিনি কখনও পিতা—কখনও মাতা—কখনও স্বামী—কখনও ভর্ত্তা—কখনও বা বন্ধু ভ্রাতা—কখনও আবার শিক্ষক বা আচার্য্য ইত্যাদি অনেকানেক রূপে জন হৃদে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীসদ্‌গুরু ভগবানের রূপ অমিত—লীলা অমিত—যে যেরূপ আধার—তাহার মধ্যে তিনি সেই আকারে রূপায়িত হইয়া বিশিষ্ট অনুরাগীকে সুখ

দিয়া থাকেন—এবং প্রতি রূপেই তিনি পরিপূর্ণ অকল অবস্থায় বিরাজমান থাকেন। ভজনানন্দী সাধু—আশ্রয়দাতা—প্রেমদাতা মন্ত্রদাতা—জ্ঞানদাতা—শ্রীনাম দাতা—অনন্ত কল্যাণ গুণধাম—দয়া-মায়া ভক্তবৎসলতার সুনিকেত—শ্রীবৈষ্ণব প্রাণারাম শ্রীসদ্‌গুরু মহারাজকে—নিজ ইষ্টাধিক জ্ঞান করতঃ তাঁহার নিত্য পূজা ভোগারতি করিয়া অমিত সুখানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরু মহারাজের লীলাতনুটি শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ প্রধান রসের আশ্রয় স্থল হইলেও জন হৃদয়ে তাঁহাকে অধিকাধিক বাৎসল্য রসধারার মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে জ্ঞান করিবার পশ্চাতে শক্তিশালী কারণ বিদ্যমান। স্নেহময়ী জননী যেরূপ নিজ শিশু সন্তানের সর্ব্বসুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তথা ভোজন-শয়ন-উপবেশন—তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কৃত করণের প্রতি নিত্য সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং তাহার পরিবারভুক্ত—সন্তানের পিতা মামা-দাদা-ভাই ইত্যাদি স্বজন বান্ধবগণের সহিত যথাযথ সম্বন্ধের পরিচয়—নিজ শিশু সন্তানকে উপদেশ করিয়া থাকেন—সেইরূপ বাৎসল্য রসের সুসিদ্ধ আনন্দঘন রস মূর্ত্তির দিব্য প্রতীক স্বরূপ লীলাতনুধারী শ্রীগুরু মহারাজ নিজ জনকে পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ অর্থ পঞ্চকের সাথে মধুর ভজন রসের অনুশীলনে সম্বন্ধ যুক্ত করেন। অর্থ পঞ্চক অর্থাৎ ব্রহ্ম কী? মায়া কী? জীব কী? ব্রহ্মে ও জীবের নিত্য সম্বন্ধ কী? অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি উপায় কী? এবং এই প্রাপ্তি পথে বিরোধী কী? এই সকল তত্ত্বের সহিত আচার্য্যপাদ তাঁহার সুসেবককে সুনিপুণ রসাশ্রিত ভজন মাধ্যমে যোগ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে সুশিষ্যকে অনন্যৈক

আনন্দরেসঘন পরম পবিত্র শ্রীযুগল ভজনে দীক্ষিত করতঃ সর্ব্বতোভাবে তাহার মন মল দূর করিয়া থাকেন। ইঁহাই হইল যথার্থ প্রপঞ্চ শূন্য—সর্ব্ব মদাভিমান রিক্ত—অকাম ও আপ্তকাম সুসিদ্ধ জননীর প্রতীক—বাৎসল্য রসঘন শ্রীগুরু মহারাজের দিব্য চরিত। এই অনন্তানন্ত বাৎসল্য রসধামের একটি বিচিত্র বিলাস হইল এই যে সন্তানের সর্ব্বাপরাধে ক্ষমা ও সন্তানের প্রতি অহৈতুকী করুণা বর্ষণ। নিজ সন্তানের জন্য জননীর চিন্তা যেরূপ সর্ব্বকালের—সর্ব্ব সময়ের—সেইরূপ বাৎসল্য রসাধার শ্রীগুরু মহারাজের নিজ সন্তানের জন্য মংগল কামনা সর্ব্বকালের—সর্ব্বক্ষণের। আশ্রয়দাতা সুস্বামী হিসাবে এবং বাৎসল্য রসধারার সুদিব্য মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে—শ্রীগুরু মহারাজ অনন্ত করুণার নিত্যধাম। শ্রীগুরু মহারাজের ন্যায় এরূপ কৃপাল স্বামী আর কে আছে?

শ্রীগুরু বীজে অনন্ত চিদ্‌ঘন শক্তি বিদ্যমান। শ্রীগুরু মহারাজের এই নিত্যরূপটির কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। সেই নিত্যরূপে সকল চেতন প্রাণীই শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য কিঙ্করী। বস্তুতঃ সর্ব্ব মনপ্রাণ সমর্পিতা দীনা কিঙ্করী স্বভাবটিই হইল নিত্য জীবের সুখময় পরিচয়। নিত্য জীবের শুদ্ধ মুক্ত চিদানন্দঘন স্বরূপের সুসিদ্ধ জ্ঞানই হইল আত্মজ্ঞান। আত্ম বুদ্ধ জীবে—ঈশ্বরের চেতনা সহজভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই বিমল আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ভজন যথার্থ ভজন পর্য্যায়ে পড়ে না। সুনির্ম্মল রসসিক্ত—সর্ব্ব মদ-মান বিবর্জ্জিত চিত্তই হইল জীবাত্মার মুক্ত স্বভাব। জীব এই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীযুগল ভজনরসাশ্রিত করতঃ নিত্যানন্দে

বিরাজ করে। সে অবস্থায় দ্বন্দ্ব-ভয়-শোক-কাম-ক্রোধাদি কিছুই থাকে না—নিরন্তর মধুময় শ্রীযুগল ভজন রসে মন প্রাণ আপ্লুত থাকে। শ্রীগুরু মহারাজের এই যে নিত্য রূপ—লীলাতনুধারী শ্রীগুরু আচার্য্য—তাহার সুসিদ্ধ বিজেতা। তিনি সুনিপুণ বৈদ্যাচার্য্যের ন্যায় শিষ্যের ভবরোগ যথাযথ নির্ণয় করতঃ এবং তাহাকে ভজন জ্ঞান উপদেশ করতঃ শিষ্যের সর্ব্ব জড়তা-আবিলতা দূর করিতে তৎপর হয়েন। শ্রীগুরু উপদিষ্ট ও করুণা সিদ্ধ ভজন ভাব—শিষ্যের মধ্যে যতটুকু সঞ্চারিত হয়—শিষ্যের ভজনানুভূতি তৎপরিমাণেই হয়,—এবং মন মলও তৎপরিমাণে বিদূরিত হয়। এই ভজন ভাবই হইল আত্ম-জ্ঞানের পরিচায়ক, কারণ পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত জীবের শ্রীযুগল ভজন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই যে ভাল লাগে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীগুরু ব্যতিরেকে শিষ্যের হৃদয়স্থ অনন্ত মলভাণ্ডার বিদূরিত করতঃ আত্মজ্ঞান রূপ সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্তিকা কে জ্বালিবে ?

শ্রীগুরু শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য্যের অভিব্যক্তিতে অনন্তৈক চিদ্‌ঘন শক্তি পরা প্রেম স্বরূপিণী শ্রীরামবল্লভা জানকীজী এবং তাঁহার অনন্তৈক নিত্য লীলা সঙ্গিনীগণের সুদিব্য প্রতীক স্বরূপ আচার্য্যপাদগণ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। আদ্যাশক্তি—আচার্য্য ও শ্রীগুরু—এই তিনটিই এক শক্তির ভিন্ন লীলার ভিন্ন রূপ। অপর পক্ষে পরম হ্লাদিনী শক্তি অনন্তৈক প্রেম প্রধানা জানকীজীর নিত্য সহচরীগণের মধ্যে শ্রীতিলক-কণ্ঠী আত্মনাম-মন্ত্র-বিন্দু-শ্রী প্রভৃতি পঞ্চ সংস্কার দিব্যমান। পঞ্চ সংস্কার রূপ নিত্য পরিকর ব্যতিরেকে অনন্তৈক রস কদম্ব

জানকীজীর লীলা কখনই প্রকট হইতে পারে না। বস্তুতঃ দিব্য পরিকরগণই হইল নিত্য লীলার প্রাণ। শ্রীগুরু-আচার্য্য ও অনন্তেক রস কদম্ব জানকীজীর সহিত পঞ্চ সংস্কারের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রেম ধর্ম্মাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাগণের বিচারে এই পঞ্চ সংস্কারের যে মহান দান তাহা বস্তুতঃ মন বাণী পার। পঞ্চ সংস্কারের সুকৃপা ব্যতিরেকে অনন্ত প্রেমময় শ্রীযুগল ভজন কখনই সিদ্ধ হইবার নহে। পঞ্চ সংস্কার হইল শ্রীযুগল সরকারের নিত্য লীলা রূপ—এই পঞ্চ সংস্কার বিহনে রসরাজের সমগ্র লীলা মৃত দেহে শৃঙ্গার করণের ন্যায় অর্থহীন। বস্তুতঃ দিব্য প্রেমধাম পঞ্চ সংস্কারের কথা সামান্য জড় ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ অনন্ত হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে পঞ্চ সংস্কারই হইল আচার্য্য শিরোমণি এবং ভেদ রহস্যের সুরসিক বিজ্ঞেতা। অশেষ শ্রীগুরু কৃপা-করুণা ব্যতিরেকে এ রসতত্ত্বের পূর্ণানুভূতি সম্ভব নহে।

শ্রীগুরু জ্ঞানের অন্তরালে শ্রীগুরু মহারাজের প্রকট ও গুপ্ত—এই দ্বিবিধ রূপের কথাই যথাশ্রুত যথামতি বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-জ্ঞান কথার সুসিদ্ধ অর্থ হইল একান্ত ভজন। জ্ঞান কথার দিব্য রূপই হইল অনন্ত প্রেমময় শ্রীযুগল ভজন। যে জ্ঞান বিমল ভজনে পর্য্যবসিত হইল না—তাহা জ্ঞান নহে—জ্ঞান নাম ধেয় কোন ভার বিশেষ—তাহা প্রপঞ্চ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। শ্রীগুরু রূপ-রসের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যমণি হইল সরস শ্রীযুগল ভজন। দিব্য ভজন ভাবনা ব্যতিরেকে শ্রীগুরু-জ্ঞান বৃথা। শ্রীগুরুর দিব্য রসঘন লীলা রূপটি হইল অনন্ত ভজন ধাম।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এই ভজনের রূপ কি এবং ইহার সাধন উপায় কি?

বাস্তবিক উপরি উক্ত প্রশ্ন দুইটির গুরুত্ব ও অভিব্যক্তি সামান্য নহে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী মহাত্মাগণ আপন আপন অনুভবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাগণ এতৎ কারণে শ্রীযুগল ভজনে—অর্থ পঞ্চকের জ্ঞানকে অপরিহার্য্য মনে করেন। কারণ যথোপযুক্ত রসের সম্বন্ধ বিনা পরমার্থতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করা সহজ সাধ্য নহে। এই দীন গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব রসাশ্রিত রসিকাচার্য্য শ্রীসদ্‌গুরু ভগবান এ কঠিন হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করিয়াছেন সেই রূপ ভাবে প্রশ্ন দুইটির সামগ্রিক রূপ বিচার হইয়াছে। একান্ত প্রেমধর্ম্মী রসাশ্রিত মধুর ভজনের প্রাণ হইল—শ্রীযুগল সরকারের মধুময় শ্রীযুগল নাম। শ্রীযুগল নামই হইল রসরাজ শ্রীশৃঙ্গারের পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই কথাটির যথাযথ মর্ম্মার্থ অনুভব করা একান্ত মদনুগ্রহ সাপেক্ষ। কারণ ইহাই রসানন্দের অনুপম ভেদ।

এই দীন গ্রন্থের উপাস্য ধর্ম্ম হইল মধুর রস কারণ রসিক বৈষ্ণবাচার্য্যের সুসিদ্ধ অনুভব-জ্ঞানে—শ্রীগুরুই হইলেন পূর্ণ রস। শ্রুতির ভাষায় যাঁহাকে বলা হয় রসো বৈ সঃ। মধুর রসের অভিব্যক্তিতে সমগ্র গ্রন্থখানি বিবেচিত হইয়াছে। সুসিদ্ধ মধুর ভজনের উপায় ও অবলম্বন—সকল দিকই মধুর রসের আশ্রয়ে শ্রীগুরু কৃপা প্রেরণায় স্তবকে স্তবকে রূপায়িত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীগুরু-স্বরূপ বাক্য জ্ঞান দ্বারা নিরূপিত হইবার নহে। জ্ঞানের প্রকাশ যেরূপ কর্ম্মে—শ্রীগুরু জ্ঞানের প্রকাশ সেইরূপ শ্রীগুরু ভজনে। কারণ ভজন কথাটি যে

জ্ঞানের সুসিদ্ধ রূপ—ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীগুরু জ্ঞান মঞ্জুষা নাম ধেয়য় দীন গ্রন্থটি রসরাজ শ্রীগুরু মহারাজের বিবিধৈক ভজনে পর্য্যবসিত। যেহেতু সুসিদ্ধ ভজনই হইল শ্রীগুরু জ্ঞানের উন্মুক্ত দান—শ্রীগুরু জ্ঞান মঞ্জুষা—রূপে রসে অনন্তৈক বৈচিত্র্যময় শ্রীগুরু মহারাজের একান্ত ভজন বন্দনা, স্তব-স্তুতি, প্রেম-প্রার্থনা, ভজন-রস-বিচার, ছাড়া কিছুই নহে। এই ভজনে শ্রীগুরু মহারাজের স্থূল রূপ ও নিত্য বা বীজ রূপ—এই দুইটিই রূপই অশেষ মন্দমতি অনুসারে বিবেচিত হইয়াছে।

শ্রীগুরু শিষ্যের সম্বন্ধটিও বিচিত্র। এই সম্বন্ধ সূত্রটি অনাদি সিদ্ধ—ইহার মধ্যে আকস্মিকতার কোন প্রশ্ন নাই। যেরূপ অনূঢ়া কন্যার বিবাহের বহু সম্বন্ধ হইতে পারে—এবং শেষে হয়ত দেখা যাইবে যে পূর্ব্বে যাহাদের সাথে সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাহারও সাথে কন্যার বিবাহ না হইয়া অন্য একজন যাহার কথা পূর্ব্বে একবারও চিন্তা পর্য্যন্ত করা হয় নাই—এরূপ এক পুরুষের সাথে কন্যার সম্বন্ধ হইল—এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ বলা হইয়া থাকে যে বিবাহের পাত্র-পাত্রী পূর্ব্ব হইতে স্থিরকৃত ছিল—মায়ামুগ্ধ অল্পজ্ঞ জীব যাহার বিষয় সম্যক পরিচিত ছিল না। শ্রীগুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ উক্তিটি খাটে। শ্রীগুরু শিষ্যের সম্বন্ধ—নিজ নিজ পূর্ব্ব ভজন সংস্কার অনুযায়ী হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে হঠাৎ বা ভাগ্যের কোন প্রশ্ন উঠে না। •

মধুর রসাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাগণের নিকট শ্রীগুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভজন বিচারে দ্বিবিধ। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটি নিত্য ও লীলাতনুধারী স্থূল সম্বন্ধটি বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ

ভজনে শ্রীগুরুর সাথে শিষ্যের সম্বন্ধটি কখনও কান্তা-কান্তের ন্যায় কখনও মাতা ও পুত্রের ন্যায় কখনও বা প্রভু ও ভৃত্যের ন্যায় হইয়া থাকে। মধুর রসের উপাসকগণ শ্রীগুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটি কান্তা-কান্ত সম্বন্ধের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞান করিয়া থাকে। কান্তাকান্ত সম্বন্ধটির মধ্যে বাৎসল্য ও দাস্য সম্বন্ধ সুখগতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে—মধুর রস সর্ব্ব রসের শিরোমণি এবং একান্ত মিলন স্থল। মধুর রসাশ্রিত সন্তগণের নিকট শ্রীগুরু মহারাজ—স্বামী—প্রাণনাথ—প্রাণবধূ ইত্যাদি রূপেই বিশেষ ভাবে আস্বাদিত হইয়া থাকেন এবং সুসেবকের দীনতম চরিতটি হইল সর্ব্ব-মদমান বিবর্জ্জিতা-একান্ত স্বামী পদারতা নিত্য সেবিকার ন্যায়। এই কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান রহিত—এবং শিষ্যরূপী নায়িকা কান্তা—শ্রীগুরুরূপী প্রাণনাথ কান্তের সহিত যদ্যপি সর্ব্বতোভাবে সম—তথাপি সঞ্চারী রসাশ্রিতা প্রেমধর্ম্মচারিণীগণের নিকট শ্রীগুরুরূপী প্রাণনাথ কান্তের অঙ্কশায়িণী হইবার বিন্দুমাত্র চিন্তা-ধ্যান কদাপি না করিয়া—তাঁহার শ্রীযুগল পদপঙ্কোজের শ্রীরজের সেবায় অবিরাম নিমগ্ন থাকিতে চাহে। ইহাই শিষ্যের সুসিদ্ধ নায়িকার রূপ। এরূপ একান্ত দীনা পতিপরায়ণা নারীর একমাত্র আশ্রয়ই হইল অনন্ত কল্যাণ গুণধাম সর্ব্বসুখাশ্রয় শ্রীযুগল সীতারামের প্রকট রূপ শ্রীগুরুরূপী প্রাণনাথের একান্ত ভজন।

সঞ্চারী রসাশ্রিতা সুসিদ্ধ নিত্যরসবিহারিণী নায়িকা শ্রীগুরুর লীলাতনুর মাঝে এক সাথে তিনটি বিভিন্ন রূপ ও রসের আস্বাদন করিয়া থাকে। একটি আচার্য্য অপর দুইটি যথাক্রমে শ্রীযুগল রসরাজ রাসেশ্বরী সীতা ও রাম রূপে। শ্রীগুরু মূর্ত্তি মাঝারে

এ তিনটি রূপ সদাই বিরাজমান। সুসেবকের প্রেম ও ভজনের রতি অনুসারে—শ্রীগুরুর দিব্য মূর্ত্তিতে এ সকল দিব্য আস্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীগুরুর নিত্যরূপই—ভজন সুখে—কখনও শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্য রূপে কখনও অনন্ত কৃপাল স্বামী শ্রীরাম রূপে কখনও আবার অনন্ত প্রেমের মংগলময় নিকেত শ্রীজানকীজী রূপে লীলায়িত হইয়া থাকে।

মধুর রসের উপাসকগণের আশ্রয় ধর্ম্ম হইল প্রেম—প্রার্থনা ও দীনতা। রসিক সন্তগণের হৃদয় প্রেমরসে সদাই দ্রবিত—কামক্রোধাদি রূপ সকল মন মল প্রেমরসে সিক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ভজন পন্থার শরণ লইয়া থাকে—এমত সরস হৃদয়ে দীনতার সুশীতল ফল্গুধারা সদাই সুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। একান্ত দীনতা বিনা হৃদয়ে প্রেম আসে না! এই দৈন্য ভক্তিই হইল সন্ত রসিক সমাজের ভজনীয় রস।

চিত্ত একান্ত দীনতায় পরিপূর্ণ না হইলে অনন্য ভজন কখনই সম্ভব নহে—হৃদয় পরা প্রেমে জর্জ্জরিত হইলে চিত্ত একান্ত দীনতায় স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়।

মধুর রসের যাঁহারা অনুশীলন করেন শ্রীগুরু প্রাণনাথের শ্রীপাদপঙ্কোজে একান্ত শরণাগতি তাঁহারা সহজে লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অমিত আনন্দকন্দ শ্রীগুরু কান্ত মাঝারে শ্রীযুগল নিত্য রসের দিব্য উৎস সদাই সুখে লীলায়িত হইতেছে। প্রাণনাথ শ্রীগুরুর রতি-রাগ ও প্রেমে তনু মন একান্তভাবে জর্জ্জরিত না হইলে অনন্তৈক সুখ সাগর শ্রীযুগল রস পান করা সহজ হয় না। শ্রীগুরু কান্তকে প্রেম করাই হইল সুসিদ্ধ ভজনের মধুময় ফল। শ্রীগুরু প্রাণনাথকে শ্রীযুগল

রসরাজ রূপে পূর্ণ আস্বাদনে করিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে ভজনের পরিপক্কতা লাভ করিতে এখনও বিলম্ব আছে।

বস্তুতঃ শ্রীগুরুর লীলাতনু রূপ রসাঙ্গনটি শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য মিলন কুঞ্জ। শ্রীগুরুর লীলাতনুই হইল শ্রীযুগল রস অর্থাৎ শ্রীগুরু প্রাণারামই হইল নিত্য শ্রীযুগল রসরাজ। এই কারণে রসিক সন্তগণ কণ্ঠে মধুময় শ্রীযুগল সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন করেন এবং অন্তরে শ্রীগুরু রসরাজের মধুর মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন রহেন। শ্রীগুরু রসরাজের লীলাতনু প্রত্যক্ষ দর্শন সুখে সন্তগণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন এবং সেই রসনিধি শ্রীগুরু প্রাণনাথের শ্রীমূর্ত্তিখানি হৃদয়ে চিরস্থায়ী করতঃ তাহাতেই শ্রীযুগল লীলা রসের সমগ্র বিলাস উপভোগ করতঃ আপ্তকাম হয়েন।

আচার্য্যপাদগণের সিদ্ধ বিবেচনায় অশেষ আনন্দকন্দ শ্রীগুরু মহারাজ ব্যাপক রূপে অশেষ রসকদম্ব রসরাজ শ্রীশৃঙ্গার। শ্রীগুরু জ্ঞানে পূর্ণ রসের উপলব্ধি না হইলে শ্রীগুরু জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ নহে। শ্রীগুরুকে জানা কথার অর্থ হইল তাঁহার সুসিদ্ধ ভজন রসকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করা। কেবল মাত্র তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ও তাঁহার বসন-ভূষণ জানিলে শ্রীগুরু মহারাজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না—বস্তুতঃ তাঁহার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—এই বিবিধ ভজন যথাযথ, আস্বাদন না করিলে শ্রীগুরু কৃপালুকে জানা যায় না। বলা বাহুল্য এই মহান আত্মা আপনাকে জন-হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত না করিলে—এই অনন্তানন্ত রসকদম্বকে জানিবার আর অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরু জ্ঞান বিচার—তাই স্বয়ং পূর্ণ রস বিচারে অবলীলাক্রমে পর্যবসিত হয়।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের দুইটি সুখময় বিলাস। এই দুইটি গতি আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন বিবাদ নাই—স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একটি অপরটির পরিপূরক—একটিকে না হইলে অপরটির যেন চলে না। জ্ঞান-ভক্তি যেরূপ একটি অপরটির উৎকর্ষের পরিচয়—দুইটি সমগ্র ক্রিয়ার ফল হইল শ্রীযুগল ভজন রসের পূর্ণাস্বাদন।

প্রাণারাম শ্রীসদ্‌গুরু মহারাজের শ্রীঅঙ্গ ভূষণের রূপও দ্বিবিধ। বহিরঙ্গ রূপে শ্রীগুরু মহারাজের বসন ভূষণাদি সর্ব্ব কামনা-বাসনা শূন্য একান্ত বিষয় বৈরাগ্যের পরিচয় বহন করে—অপর দিকে অন্তরঙ্গ রূপে—অনন্তৈক রসকদম্ব শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য লীলার সুষমামণ্ডিত শৃঙ্গারের পরিচয় দান করে। বস্তুতঃ লীলাতনুধারী শ্রীগুরু মহারাজের সমগ্র বস্তু সত্ত্বা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভজনের প্রতিফলিত রূপ এবং এই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভজন সুসিদ্ধ অবস্থায় পূর্ণ শ্রীশৃঙ্গার রসের সুদিব্য প্রতীক।

শ্রীগুরু মহারাজ ও শিষ্যের সম্বন্ধ সূত্রের কথা পূর্ব্বে সামান্য বিবেচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীগুরু মহারাজের পূর্ণ রূপটি তাঁহার একান্ত কৃপাপাত্রের হৃদয়-মন ও চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যথার্থ বলিতে কী এই রূপ অমিত ভাগ্যবান সুসেবক অনন্তৈক রসমাধুর্য্য নিকেতন শ্রীগুরু রস রূপ সুধা সিন্ধু হইতে অমিয় ধারা নিরবধি নীরবে পান করিতেছে। এ পানের যেন কোন শেষ নাই—কারণ দেশ-কালের সীমায় পরিমিত বস্তু সত্ত্বার শেষ আছে—কিন্তু যে অপার চিদঘন দিব্য রস অশেষ হইতে অশেষে পর্য্যবসিত হইতেছে—তাহার শেষ কোথায়?

এই দীন গ্রন্থখানি রচনার পশ্চাতে কোন বিশেষ কারণ বা উদ্দেশ্য নাই। কাহাকেও কোন কথা শুনাইবার অভিলাষ এ দীন লেখকের নাই—একমাত্র স্বান্তঃসুখ লাভার্থে এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই গ্রন্থের উপাস্য রস প্রধানতঃ মধুর—এতৎ কারণে গ্রন্থখানি বহুলাংশে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী সকল সম্প্রদায়ের অনুকূল গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইবে—কারণ অন্যান্য রসগুলি মধুর রসের অন্তর্গত।

আর একটি কথা বিশেষ সঙ্কোচের সাথে নিবেদন করিবার বাসনা করি। সেটি হইল এই যে কতকগুলি পদ সংস্কৃত আকারে আপনা আপনি রূপায়িত হইয়াছে—ইহার মধ্যে লেখকের কোন হাত নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক আছে তাঁহারা নিঃসংশয়ে উক্ত পদগুলির মধ্যে নানা রূপ দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিবেন। তাঁহাদের চরণে এ দীন লেখকের এই মিনতি যে, এ দীন গ্রন্থখানি সাহিত্য বা কাব্য নহে—ইহা একান্ত প্রাণের ভজন। স্বতোৎসারিত ভজন যে রূপ ও রসে আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার ছন্দ—গতি—বস্তুতঃ তাহার প্রতিটি শব্দই মদনুগ্রহের দান ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—এতৎ কারণে সে বিষয়ে দীনমতি লেখকের বিশেষ কোন হাত নাই। উক্ত পদগুলি যথার্থ সংস্কৃত সাহিত্য পদবাচ্য নহে—কতকটা সংস্কৃতের আকারে রূপায়িত হইয়াছে মাত্র। সাহিত্য-কাব্য বা সংস্কৃত পদ রচনা করিবার আদৌ ইচ্ছা লেখকের নাই—ভজন ভাব আপনার স্বাধীন বৃত্তিতে যেভাবে উন্মুক্ত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে—ভাব-ভাষা ও রচনা সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

সন্ত শিরোমণি তুলসীদাসজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিতে বাসনা জাগে—

কবি ন হোউঁ ন চতুর কহাহউঁ।
মতি অনুসার রামগুণ গাউঁ॥

পরিবেশক প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ও তাহার প্রতি কর্ম্মীর প্রতি এ দীন লেখক অবনত মস্তকে অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ ধন্য হইল। তাহাদের সর্ব্ব প্রকার সহযোগিতার ঋণ কোনদিন পরিশোধ হইবার নহে।

যথাসাধ্য আয়াস ও চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপায় স্থানে স্থানে ভুল ক্রটি রহিয়া গেল—এই সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত দোষ-ক্রটিগুলি সুধী পাঠক সমাজ নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই ভরসা।

সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত এ হীনমতি লেখকের রচনা পাঠ করিয়া যাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্রও আনন্দ লাভ করিবেন তাঁহারা যথার্থই পয়োগ্রাহী সন্ত মরাল বিশেষ। এমত উদার হৃদয় পাঠক সমাজের প্রতি দ্বারে দ্বারে বিনয়াবনত চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্য প্রেম-রতি ভিক্ষা করি।

ইতি—

শ্রীজানকীবল্লভ কুঞ্জ
২নং ব্যানার্জ্জীপাড়া,
উত্তরপাড়া।

শ্রীগুরু-পদ-পঙ্কোজে সমর্পণমস্তু
শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগুরুদত্ত নামঃ শ্রীসিয়ারাম শরণ
(শুভশীলা)

শ্রীগুরু জ্ঞান মঞ্জুষা

প্রথম উৎস

শ্রীগুরু বন্দনা

(১)

বন্দে বোধময়ং নিত্যং সকল-কলাগুণাতীতম্
কারুণ্যামৃতসাগরং সন্তত শ্রীযুগল-লীলাপ্রবিষ্টম্ ।
কন্দর্প-কান্তিকমনীয়ং মায়া-মানবকমভীষ্টপ্রদম্
জন-উর-রঞ্জনকারিণং শ্রীগুরু-ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

বন্দে প্রসন্নবদনং স্মিতহাস্য-শোভিগণ্ডম্
মোদময়মখণ্ডসরসিত-চিত্তং শরণ্যম্ ।
কামাদিরোহিতং জিতষড়গুণং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্
শ্রীজানকীজানেঃ প্রিয়ম্বরং শ্রীগুরু-আপ্তকামম্ ॥

বন্দেঽনাময়ং গলিতহেম-প্রভা-দীপ্তিমন্তম্
অরি-খল-দল-গঞ্জনং দিব্যবিবেক-বিরাগযুতম্ ।
ভাস্বরং জ্ঞানঘনং সদা সীতারাম-ধ্যান-নিরতম্
অশেষ-প্রেমাম্বুপুরং শ্রীসদ্‌গুরু-কৃপালম্ ॥

বন্দেঽতুলিত-বলধামং পুরুষপুরাণ-প্রসিদ্ধম্,
অমিত-বিনোদযুক্তং রসানাং রসোত্তমম্ ।
কলি-প্রভাবমুক্তং সুমধুরং বাৎসল্যনিধিম্,
দিব্যানন্দময়ং রূপং শ্রীহরিগুরু-দয়ালম্ ॥

বন্দে শেষ-মহেশ-সুরেশ-বন্দিতাং শ্রুতিনুত্যতাম্,
শ্রীকৈঙ্কর্য্যনিপুণাং শ্রীসাকেত-বিহারিণীম্ ।
স্বধর্ম্মানুশীলনাং প্রমোদ-কুলামেকনিষ্ঠাম্,
রসিকানাং শিরোরত্নাং যুথেশ্বরীং শ্রীপ্রেমমঞ্জরীম্ ॥

বন্দে শ্রীগুরুচরণমণির্ব্বচনীয়-সুখাবহম্,
সকল শুভগুণসদনং ললিত-চরিতং শোকসন্তাপহম্ ।
নিষ্কিঞ্চিনং রাগদ্বেষাপগতং কর্ম্মসু-কুশলম্,
কবিভির্ব্বন্দিতম্ লোকাভিরামং শ্রীগুরুদেবম্ ॥

বন্দে সংশয়ভ্রমাপহং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যং করুণেশরূপম্,
প্রীতি-প্রতীতিসুগেহং কল্যাণকল্পদ্রুমম্ ।
শাশ্বৎ-ধর্ম্মস্বরূপং চিদানন্দময়রূপধরং
সত্যং সত্যব্রতং সত্যসন্ধ্যং শ্রীগুরু-পরমাত্মনম্ ॥

বন্দে ব্যাপকং বিশ্বরূপং প্রশান্তং মহান্তম্,
দ্বন্দ্বাতীতং ভক্ত্যাবগমং সুন্দরং বরেণ্যম্ ।
সর্ব্বদুঃখাপহং কৈবল্য-প্রেমদায়কমকামম্ ।
নির্ব্বান-মুক্তিগেহং শ্রীগুরু-অখিল-লোকপতিম্ ॥

(২)

বন্দে শ্রীগুরুম্, আচার্য্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ।
জ্ঞানবিজ্ঞান-নিকেতং বন্দে সর্ব্বশ্রুতি-শিরোমণিম্ ॥
বন্দে কৃপাকরুণাপীযূষার্ণবং শুদ্ধসত্ত্বমনাময়ম্,
লোকোপকারায় বন্দে দিব্য-কল্যাণ-কারিণম্ ॥
বন্দে অকামং পূর্ণকামম্, আপ্তকামং পরাত্মনম্ ।
পূর্ণাৎ পূর্ণতরং বন্দে শ্রীগুরুং সদা প্রিয়ম্ ॥
বন্দে শান্তং সৌখ্যরূপং সুমধুরং বচনাদতীতম্ ।
সর্ব্বরসালয়ং বন্দে শোভাঢ্যং গুণমন্দিরম্ ॥
বন্দে ভক্তজনেপ্সিতার্থং মানুষং দেহমাশ্রিতম্ ।
অনাদি-পুরুষং বন্দে পরমাং শক্তিরূপিণীম্ ॥
বন্দে মহামোদনিকেতং সর্ব্বেশ্বরং করুণাময়ম্ ।
জন্ম-মরণ-বিনাশায় বন্দে বন্দীবিমোচনম্ ॥
বন্দে অশেষ-পাবনতীর্থং সাক্ষাৎ ইষ্টদৈবতম্ ।
যস্য নাম মহোল্লাসঃ তং বন্দে তপোনিধিম্ ॥
বন্দে সুগোপ্যং রসালয়ং গুরুং প্রেমভক্ত্যানুগম্যম্ ।
পঞ্চপ্রাণাধিকো যো বৈ তং বন্দে কান্তনিলয়ম্ ॥
বন্দে সর্ব্বকারণপরং হরিং গুর্ব্বেতি নাম-ধ্যেয়ম্ ।
সদালাপরতং নিত্যং বন্দে গুরুং ভাগবতোত্তমম্ ॥
বন্দে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বানুগং সর্ব্বসুখপয়োনিধিম্ ।
দুর্লভং হরিগুরুং বন্দে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥
বন্দে জঙ্গমতীর্থং মুদা পাবনং পতিতানাম্ ।
শুভশীলাপালকং বন্দে শ্রীগুরুম্, পরমেশ্বরম্ ॥

(৩)

পূর্ণানন্দস্বরূপিনীং সুদীপ্ত-প্রেমভামিনীম্ ।
বিহার-রাসরঙ্গিনীং ভজে মোদ-বর্দ্ধিনীম্ ॥
অকাম-জন-রঞ্জিনীং অযুত-রূপ-ধারিনীম্ ।
মমতা-মদ-মর্দ্দিনীং ভজে চিত্ত-নন্দিনীম্ ॥
সুমত্তগজগামিনীং নুপূর-চরণ-কিঙ্কিনীম্ ।
দারুণ-ভয়হারিণীং ভজে স্বরূপহ্লাদিনীম্ ॥
কান্ত-শ্রীরাম-সঙ্গিনীং ভজন-দিবস-যামিনীম্ ।
লীলা-দিব্য-শালিনীং ভজে বিশ্ববিমোহিনীম্ ॥
অনেক-বিঘ্ননাশিনীং শান্তিসুধা-দায়িনীম্ ।
সরস-স্নিগ্ধভাবিনীং ভজে সিয়াজু-নন্দিনীম্ ॥
তিলক-ভাল-শোভিনীং মধুর-বেশ-ধারিণীম্ ।
চিকুর-কুটিল-নাগিনীং ভজে সাকেত-বিহারিণীম্ ॥
বিচিত্র-চরিত-কারিণীং সুতপ্ত-হেম-বর্ণিনীম্ ।
চটুল-মৃগ-নয়নীং ভজে ইষ্ট-প্রদায়িনীম্ ॥
অটুট-সেবা-কারিণীং রতি-চকোর-চাঁদিনীম্ ।
প্রিয়া-জনকনন্দিনীং ভজে কুঞ্জ-স্বামিনীম্ ॥
দয়া-ধর্ম্মপালিনীং প্রেম-ভক্তি-দায়িনীম্ ।
অশেষ সুখকারিণীং ভজে কান্তমোদিনীম্ ॥
নিজ-স্বরূপ-ধারিণীং প্রেমমঞ্জরী-হ্লাদিনীম্ ।
দুঃখ-শোক-তারিণীং ভজে বিশেষ-রসানুগামিনীম্ ।
নৃত্য-গীত-গায়তীং সদা রসরাজ-ধ্যায়তীম্ ।
মোদময়ীং পরাং ভজে শুভশীলা-গতিপ্রদাম্ ॥

দ্বিতীয় উৎস

শ্রীগুরু পরতত্ত্ব

(১)

অতি বিচিত্র শ্রীগুরু তত্ত্ব বেদ-বাণী-বিধি পার ।
নেতি নেতি কহি তন্ত্র পুরাণ গাহে যশ মতি অনুসার ॥
তদপি সন্ত সুজান বিনু অভিমান নিজ মন সুখ হেতু ।
প্রকট করিল শ্রীগুরু তত্ত্ব বিজ্ঞানী কুল কেতু ॥
স্বয়ং প্রকাশ শ্রীগুরু জ্ঞান আপনি না দিলে ধরা ।
মূঢ়মতি জন কেমনে বুঝিবে সে অনাবিল সুখ পারা ॥
'গু' কার গুহ্য আত্ম স্বরূপ 'রু' কার সগুণ সাকার ।
স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই রূপে শ্রীগুরু পরতত্ত্ব সদা অবিকার ॥
সূক্ষ্ম রূপে রসময় সে যে নিত্য দিব্য পূরণ কাম ।
অজ অবিনাশী চেতন অমল মংগল শুচি ধাম ॥
লীলারসে রত রসিক নাগর অনাবিল সুখরাশি ।
আত্ম রমণ সুপান হেতু হইল যুগল বিলাসী ॥
এক অদ্বৈত অনাদি সিদ্ধ পর রস অবিকার ।
পূর্ণ অকল সৎ নিৰ্ম্মল রস বিশেষ সার ॥
নির্গুণ রূপে রসো বৈ সঃ সগুণে আনন্দকন্দ ।
অগুণ সগুণ এই দুই রূপে অভেদ অখণ্ডানন্দ ॥

একেরই বিলাস অগুণ সগুণ পৃথক কভু যে নয়।
আত্মস্বরূপ বিস্তার হেতু এক যে বহুধা হয়॥
শ্রীগুরু তত্ত্বে এই দুই রূপ পর রসে সদা লীন।
সূক্ষ্ম রূপে অপৌরেষেয় স্থূলেতে শক্তি অনাদি নবীন॥
এই দুই ভেদ পরম গভীর গূহ্য বস্তু সার।
অগুণে সগুণ সগুণে অগুণ নিত্য লীলার দ্বার॥
আদ্যাশক্তি হ্লাদিনী পরা জনগণে কৃপা করি।
সগুণ ব্রহ্ম প্রকট হইল মানব দেহ ধরি॥
স্থূলরূপে গুরু আচার্য্য আদি কল্যাণ-গুণধাম।
ভাগবৎ প্রেম বিস্তার হেতু ধরে নরতনু হইয়া অকাম॥
নিত্য-জ্ঞানের আচার্য্য গুরু অশেষ দিব্য শকতিময়।
চরিতসিন্ধু বেদের ভাষ্য অনুপম মোদময়॥
শ্রীগুরুপাদ সত্য শুচি বিমল জ্ঞানের পূর্ণ নিকেত।
প্রেমবারি সুধা সিঞ্চন করি বদ্ধ জীবে করেন সচেত॥
শ্রীযুগল বস অনন্তানন্দ নাহি তার আদি শেষ।
সেই হেতু গুরু বিবিধ প্রকারে বিস্তার করেন করুণা বিশেষ॥
শ্রীগুরু কৃপাল জননী সম চির সুধাময় বাৎসল্যধাম।
সন্তান সেবায় অবিরল ধায় হইয়া পূর্ণ আপ্তকাম॥
অযুত জন্মের মনোমল আর দুষ্ট ব্যাধি করিয়া নাশ।
সুসেবক হৃদে—নির্ম্মল চিতে—আত্ম জ্ঞানের করেন প্রকাশ॥
জননী সম শ্রীগুরু দয়াল নিত্যানিত্যের দেয় যে জ্ঞান।
ব্রহ্ম মায়া ও জীবের স্বরূপ শিখান জীবেরে হইয়া অমান॥
বিমল বিচার বিবেক বিনা শ্রীযুগল রসে নাহিক সুখ।
আত্মজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি হরণ করেন সেবক দুখ॥

জননী সম শ্রীগুরু সুজান বিবিধ প্রকারে সু-অন্ন দেন।
ভজন বিধি প্রেম ও প্রীতি মিষ্টি মধুর সুপেয় দেন॥
'গু' কার 'রু' কার উভয়ে হরষে হৃদয়-তম করে যে দূর।
শ্রীগুরু তত্ত্ব চেতন প্রাণে প্রকট করিল শ্রীসাকেতপুর॥
শ্রীগুরু তত্ত্বে দুইটি শব্দ যুগল রসের বারতা কহে।
পরামাদ্বৈত শ্রীগুরু তত্ত্ব পর-রসময় নির্গুণ নহে॥
'গু' কার মাঝারে প্রকট শ্রীরাম 'রু' কারে জনক নন্দিনী।
যুগল রসধাম জানকী শ্রীরাম শ্রীগুরু তত্ত্বের ভাষ্য হ্লাদিনী॥
নরতনুধারী শ্রীগুরু কৃপাল সিয়াজু শ্রীরাম কান্তা।
মূঢ়মতি জনে বুঝিবে কেমনে আদ্যাশক্তি পরমানন্তা॥
জানকী রূপেতে শ্রীগুরু দয়াল জীব চরাচরের পঞ্চপ্রাণ।
জীবের উদয় জীবের বিলয় শ্রীগুরু মাঝারে বুঝিল সুজান॥
অপৌরেষেয় শ্রীগুরুদেব পরম পুরুষ অনাদি রাম।
অভেদ রূপেতে জানকী হইয়া চরিত করেন সু-সুখধাম॥
শ্রীগুরুরূপী আচার্য্য মাঝারে এই দুই রূপ সতত নন্দময়।
প্রেমের নয়নে যে জন হেরিবে সরস আনন্দে হইবে লয়॥
শ্রীগুরু সিয়ারাম একই শব্দ নাহিক বিন্দুমাত্র ভেদ।
সাধক সুজান এ যুগল রসেতে রহে সতত পরম অখেদ॥
শ্রীগুরু তত্ত্বে ব্রহ্ম তত্ত্বে যে করে মনেতে ভিন্ন বিচার।
শ্রীগুরু কৃপার দিব্য পরশ হউক তাহার জীবনাধার॥
শ্রীগুরু কৃপা-রজ-বারি পানে সকল সংশয় হইবে দূর।
শ্রীগুরু তত্ত্ব ব্রহ্ম তত্ত্ব দুয়ে মিলে হ'বে পরম মধুর॥
নরতনুধারী শ্রীগুরু মাঝারে যে দেখে সদা যুগল রূপ।
ধন্য সে জন রসিক সুজান দিব্য জ্ঞানের অমিয় কূপ॥

(২)

রসো বৈ সঃ

অখণ্ড আনন্দ মূর্ত্তি দিব্য রসের স্ফূর্ত্তি
চিদ্ঘন মোহন বিলাস।
ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্যে ভরা সর্ব্বদুখ শোকহরা
রসঘন যুগল প্রকাশ ॥

শ্যাম বর্ণ শৃঙ্গার স্নিগ্ধ সুমনোহর
নির্ব্বিশেষ রসের বিষয়।
অবশে হইল পীত মহাভাবে জরজর
লভিয়া রসের আলয় ॥

পীত প্রেমাধার হয় শ্যাম শৃঙ্গার মধুময়
পীত-শ্যামে শ্রীযুগল সরকার।
শ্রীগুরু সরিতে হায় শ্যাম সুন্দর সদা ধায়
একথা বিচিত্র অতি প্রেমের আগার ॥

এক মাজে দুঁহকার মিলন নিগূঢ় সার
দেহভাবে বোঝা নাহি যায়।
বিষয় প্রপঞ্চ ত্যজি শ্রীযুগল নামে মজি
হৃদ্মাঝে প্রেমের উদয় ॥

শ্রীযুগল রস মূর্ত্তি মধুর উদার কীর্ত্তি
নিরবধি করুণার ধাম ।
আশ্রিত রসেরে ভজি বহুরূপে সাজি সাজি
রঙ্গ রসে লভেন বিরাম ।।

রসো বৈ সঃ সর্ব্ব রসাশ্রয় হয়
আনন্দ বিস্তার হেতু করেণ প্রণয় ।
পূর্ণ আপ্তকাম প্রভু রিক্ত ভাব নাহি কভু
তথাপি লীলার বশে অতীব সদয় ।।

ভক্তে ভক্তিমান শ্রীগুরু ভগবান
জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ নামানন্দময় ।
বিষয় আশ্রয় ভাবে প্রেম প্রেমাধার রূপে
জন মনে পূর্ণ সত্ত্বময় ।।

দ্বিজোত্তম নরোত্তম শ্রীগুরু পরমোত্তম
সর্ব্ব রসের প্রকৃষ্ট উচ্ছ্বাস ।
সেই হেতু জয় দিই শ্রীগুরু চরণে মুই
গুরু যে সবার অধিক দীন হরিদাস ।।

কহে দাসী শুভশীলা কর নাথ মধু লীলা
অন্তরে বসিয়া সদা যুগল রূপেতে ।
জন্মে জন্মে মাগি লব রতি রাগ নব নব
চরণ কমলে নিত্য পরম পুনীতে ।।

তৃতীয় উৎস

শ্রীগুরু পাদপদ্ম স্মরণ

(১)

*রুচিরবিশালং স্নিগ্ধকোমলং দয়িতপরমং মোদবরমং
শুভগুণধামং কল্যাণযুতং জ্ঞান-উদারং শান্তি-প্রদম্ ।
শুভশীলাধ্যেয়ং মনোহর-রূপং ত্রিগুণাতীতং রসঘনম্
ভজ নিত্যানন্দং শ্রীগুরুচরণং চিন্ময়সত্ত্বং ব্রহ্মপরম্ ॥

সরসিতচিত্তং মদমানরিক্তং সদাপ্রসন্নং প্রেমপুরম্
কাঞ্চনপ্রভং সরল-সুমুক্তং সুন্দরশীলং নন্দলায়ম্ ।
শুভশীলনাথং নয়নাভিরামং করুণা-অমিতং শাশ্বৎদিব্যম্
ভজ সবসুখসারং শ্রীগুরুচরণং অমিয়-রসালং ব্রহ্মপরম্ ॥

অতিবলধামং শমনত্রিতাপং কামকমনীয়ং ক্লান্তি-হরম্
যোগীন্দ্রগীতং বেদশ্রুতিনুতং হরিহরবন্দ্যং একরসম্ ।
শুভশীলা-নন্দং কৈবল্যধামং সংশয়হরং লোকপালম্
ভজ প্রেমমন্দিরং শ্রীগুরুচরণং নানৃৎ সত্যং ব্রহ্মপরম্ ॥

ওঙ্কারমূলং শ্রুতিনিধানং মন্ত্রপুনীতং করুণেশরূপং
ভক্ত্যাবগম্যং বিজয়সুগেহং দুষ্টৈকৃতান্তং স্বজনে সুমিত্রম্ ।

শুভশীলাপেয়ং সুধা-মকরন্দং ভবরুজবন্ধং শুভগপুরম,
ভজ সুখনিধি-অমলম শ্রীগুরুপদাব্জং জন-হৃদি-মঞ্জুলবিত্ত-পরম, ॥

ভবদাবাগ্নি-শীতলং সরসমলয়ং কামবীজাপহং
সুনীতি-সুগেহম্
সংসৃতিনাশং ধ্রুবাস্মৃতিপ্রদদং সন্তোষারিরলং আপ্তকামম, ।
শুভশীলাজীবনং বৈষ্ণববিনোদং পরমানন্দং মোক্ষালয়ম,
ভজ গোগিরাতীতং চিন্ময়লোকং শ্রীগুরুচরণং তীর্থবরম, ॥

সংসারসারং বিষয়বিরাগং জননীসুবাচ্যং বাৎসল্যগেহম,
জনককৃপালম অতুলবিভবং নির্ভরসুখং বচনমোদকম, ।
শুভশীলানুগতং মহিমান্বিতং কান্তবরেণ্যং সুগোপনীয়ম,
ভজ আনন্দকন্দং জনসুখানন্দং শ্রীগুরুচরণং ব্রহ্মপরম, ॥

রাগ-দ্বেষমুক্তং শক্ত্যানিবদ্ধং কুশলীসুভক্তমং একরসম,
শমদমচরিতং ভজননিকেতং ধর্ম্মনিপুণং বর্ম্মবরম, ।
শুভশীলাইষ্টং তমহন্তারম অশরণশরণং করুণালয়ম,
ভজ অখিলানন্দং পরাগতিদিব্যং শ্রীগুরুচরণং ব্রহ্মবরম, ॥

নখদলচন্দ্রং বিমল-অমৃতং চিত্তপ্রসাদং দানপরম,
ভক্তিললিতং অব্যয়ানন্দং অবিরলসরসং সত্যযুতম, ।
শুভশীলাকান্তং চেতন-অমলং নির্ম্মলবোধং তিমিরহরম,
ভজ সবসুখসারং শ্রীগুরুচরণং পুনীতদয়িতং ব্রহ্মপরম, ॥

*মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে লিখিত

(২)

*সরল-উদারং ভবনদীপারং দিব্য-আধারং সদা-অবিকারম্ ।
সুখনিধিসারং দয়াঅবতারং শ্রীগুরুপদাব্জাং সততং নমামি ।।
শত-শশীদীপ্তং প্রীতিরসলিপ্তং প্রেমানলতপ্তং আপ্তকামম্ ।
দিব্যলোকসপ্তং নির্ভরপ্রাপ্তং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং স্মরামি ।।
অচপল-চপলং মানস-মরালং কান্তকৃপালং সংশয়ব্যালম্ ।
চরিতরসালং বিভববিশালং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং ভজামি ।।
জ্ঞানগুণধামং নয়নাভিরামং পরিগীতসামং দায়ককামম্ ।
খলদলেবামং স্বজনেসহায়ং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং রটামি ।।
সংসারমিত্রং করুণেশপাত্রং দিব্যচরিত্রং প্রেমপবিত্রম্ ।
কিরণে-সুছত্রং কৃপারসপাত্রং শ্রীগুরুচরণং সততং বদামি ।।
পরমেশইষ্টং ভজনপ্রকৃষ্টং দাতৃ-অভীষ্টং সুন্দরনিষ্ঠম্ ।
সদাপ্রবিষ্টং লীলাপারমেষ্ঠ্যং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং জপামি ।।
জ্ঞানপ্রকাশকং ভক্তিপ্রদায়কং নীতিবিধায়কং
বিরতিদায়কম্ ।
অখিলনায়কং অপারলায়কং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং বৃণোমি ॥
নির্ব্বানরূপং মুক্তি-অনূপং বিজ্ঞানকূপং দেবতাসুভূপম্ ।
বিনীতসুচুপং ছন্দানুষ্টুপং শ্রীগুরুপদাব্জং সততং নমামি ।।
মদমানহীনং পরিহিতেলীনং দয়াপ্রবীণং ক্ষমানিধানম্ ।
বাৎসল্য-সুপীনং অনুরক্তদীন শ্রীগুরুচরণং সততং জপামি ।।
গোগিরাতীতং চিন্ময়সত্ত্বং শ্রুতিপূজিতং অচল-সুবিত্তম্ ।
শুভশীলাচিত্তম্ পরানন্দসিক্তং শ্রীগুরুচরণং সততংস্মরামি ।।

---

*মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে রচিত

(৩)

জয় জয় সুন্দরে কল্যাণ কামতরু
রক্তিম শতদল গুরুপাদ পদ্ম ।
মুক্তির আহ্বানে ছোটে যত অলিদল
বন্ধন হোল ক্ষয় দর্শনে সদ্য ।।

দিব্য জ্ঞানের জয় ভকতি সুনির্ম্মল
অনায়াসে হয় স্থির চঞ্চল চিত্ত ।
রজনী মোহের হয় অবসান সত্য
শ্রীগুরু চরণ রজে হইল যে সিক্ত ।।

উজ্জ্বল পরকাশী জীব চিরমুক্ত
জড়তা বিহীন তনু চিন্ময় নিত্য ।
সিন্ধু সরস তাহে গাহে রাগ মল্লার
শ্রীগুরু চরণ রজের দান মহাসত্য ।।

আনন্দ নিকেত ঘন পর ধাম পূর্ণ
যুগল রসের বিলাস সদা নির্দ্বন্দ্ব ।
শ্রীগুরু চরণ কমল নাম মহামন্ত্র
জন্ম মরণ ত্রাস হয় এবে বন্ধ ॥

শ্রীগুরু চরণ রজ ভব রোগ বৈদ্য
দিব্য সরস অতি মধুময় মিষ্ট ।
যাহার সুপানে হয় মোহ নিশা ভঙ্গ
আনন্দ সরিৎ ধারায় জীব পায় ইষ্ট ।।

শ্রীগুরু চরণ রজ ধাম মহামন্ত্র
ভজন পথিকবরের ধন সদা গুপ্ত।
সাধন সমর মাঝে শান্তি সুনিকেতন
চিত্ত সরস ধারায় হয় অনুলিপ্ত ॥

শ্রীগুরু চরণ রজের স্পর্শে সুহর্ষ
উল্লাসে ভরে উঠে সকল সুঅঙ্গ।
নন্দ প্রবাহ বহে রিমি ঝিমি ছন্দে ॥
কে বোঝে রসের এই মহারস রঙ্গ ?

শ্রীগুরু চরণ রজে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি মণিনীলকান্ত।
অপবর্গ মুক্তি পাঁচ কিংবা গতি নির্ব্বাণ
সবার মিলন স্থল শ্রীগুরুপদ পান্থ ॥

শ্রীগুরু চরণ রজ পাবন সুতীর্থ
সবার অধিক হয় হতে জপ যজ্ঞ।
সাধক সমাজগণের প্রাণ শুভ পঞ্চ
বুঝিবে কেমনে বল মূঢ়মতি অজ্ঞ ॥

শ্রীগুরু চরণ রজ সরস পবিত্র
যাহার প্রসাদে জীব লভে পরমার্থ।
চেতন অমল হয় জড় দেহ পিণ্ড
ইহার সাধন বিনা নরতনু ব্যর্থ ॥

শ্রীগুরু চরণ রজ অকাম সুমিত্র
সরল সুগম সে যে জনে অনুরক্ত।
নিত্য নবীন সদা পরম অভয়-লোক
অকথিত সুখে ভরে দীন অতি চিত্ত ॥

মঞ্জু মোহন সে যে পরম সুদিব্য
কল্যাণ গুণধাম সগুণ সুমনোহর।
শীতল অমল হায় জ্ঞানের সুদীপশিখা
শ্রীগুরু চরণ রজ পরম করুণাকর ॥

শ্রীগুরু চরণ রজে যতেক সুধর্ম্ম
সকল মতের হয় এই মহাবাক্য।
বিবেক বিচারময় সরল সুমার্গ
শ্রীগুরু কৃপাল নিজে সুন্দর সাক্ষ্য ॥

শ্রীগুরু চরণ রজের ধ্যান মহামোক্ষ
বিমল হৃদয়ে ভাসে জ্যোতি দিবারাত্র।
সংশয় মোহজাল হয় শত ছিন্ন
এমন প্রকাশ যন নাই কোন পাত্র ॥

শ্রীগুরু চরণ রজের করুণা সুদিব্য
রঞ্জনে জন মন সদা সুখকন্দ।
জয় জয় জয় জয় অমিয় সুনির্ঝর
ভিখারী করুণাকণার দাসী শুভা মন্দ ॥

(৪)

জয় জয় মঙ্গল পুণ্যে শুভগময়
গুরুপাদ-পদ্মের যাই বলিহারি।
করুণা সুমঞ্জুল আনন্দ সুখমূল
ভবভয় মোচন জনরঞ্জনকারী ॥

শান্ত সুনির্মল রূপে রসে ঝলমল
পরম উদার বেশে প্রভু অবতারি।
সবসংশয় ভঞ্জন রিপুদলে গঞ্জন
বিশ্রাম চিৎ মন সদা অবিকারী ॥

জ্ঞান সু-অঞ্জন নবারুণ প্রেমঘন
প্রভুপদ কমল বৈভব ভারী।
নিত্য অবিনাশী শোভা সুখরাশি
অকারণ বিলাসী কহে বেদ চারি ॥

ভকতি প্রেমের দ্বার রজনী তিমির পার
সরস স্রোতের সার মন-বচ হারী।
আত্মস্বরূপ বোধ জন্মমরণ রোধ
অসীম অনন্ত যাহা নররূপ ধারি ॥

দুর্লভ এ নরতনু প্রভুর কৃপায় লাভ
দুর্লভ গুরুপদ পঙ্কোজ রেণু।
বিমল ভজন ধাম সাধন সু-প্রাণারাম
আয়াস বিহীন সে যে কলি-কামধেনু ॥

মাধুরী সুমনোহর দীন আরতিহর
শ্রীগুরু-চরণ কমল সুধা মকরন্দ।
নন্দিত অলিদল প্রীতি-প্রতীতি বল
উচ্ছল চিত্তে নাই কোন দ্বন্দ্ব ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ বিকাব যতেক হয়
সরস সুসঙ্গে গাহে প্রেমগীতি ছন্দ।
মনমল চকিতে সুদূরে পলায়ে যায়
শ্রীগুরুচরণ রজের মহিমা সুবন্দ্য ॥

প্রাণ বল মন বল ভজন বিবেক বল
শ্রীগুরু চরণ রজ সহায় সুশক্তি।
সুমঙ্গল রজকণা সাধন যতেক নানা
সংশয় নাশ করি দেয় হৃদে ভক্তি ॥

করুণা প্রেমের বান জাগায় সরস গান
শ্রীগুরু চরণ রজ কলিমল হারী।
এ যে কথা অবিশ্বাস্য শুনি মূঢ় করে হাস্য
দানবদলন গুরু-পদ-পঙ্কোজ বারি ॥

পরানন্দ অবিরাম ঝরে সদা নিঃকাম
শ্রীগুরু চরণ রজ পূর্ণ পরধাম।
নিজ জনে দয়া করি দেখান হরষে হরি
সবার উপরে সত্য গুরু প্রাণারাম ॥

গুরু পদ রজকণা সিদ্ধ সমুজ্জ্বল
দিব্য জ্ঞানের ধাম ভাস্বর অনির্ব্বাণ।

জগৎ কল্যাণকর অমোঘ পরশ
বাণীর অতীত সে যে পতিত পাবন ॥

স্নেহের সুকল্পলতা অমিয় মমতা মাখা
গুরু পদ রজকণা বাৎসল্য নিধান ।
যে জন লভিল হায় পুলকিত মন কায়
হরষে ভাসিল সুখে হইয়া অমান ॥

পরম পবিত্র ধাম ভজন সু-অবিরাম
গুরুপদ মঞ্জুল অভয় নিকেত ।
স্মরণ-মনন তায় সুরভিত সুষমায়
অন্তে মিলায় সুখে শ্রীধাম সাকেত ॥

আদি হীন অন্তহীন পরিণাম সুখলীন
গুরুপদ কমলের মোহন বিলাস ।
শ্রীগুরু কৃপাদানে সুসেবক সুখে জানে
গোপ্য পরম যাহা তাহার বিকাশ ॥

নির্গুণ অসীম যাহা সগুণে প্রকাশ তাহা
গুরুপদ পঙ্কোজের বিভব অতুল ।
যাহার পরশকণা রচে সুজ্ঞানাঞ্জনা
এ হেন সম্পদ কথা ভাবিয়া আকুল ॥

থৈ থৈ থৈ থৈ ভরা সুধা মধু থৈ
গুরুপদ পঙ্কোজ পরাগ অহেতু ।
শুভশীলা দীনা-দাসী যাচে কণা কৃপাশশী
দেহ নাথ দয়া করি ভবসার সেতু ॥

(৫)

জয় জয়তি শ্রীগুরু চরণ কমল অকাম জন মন রঞ্জনম, ।
জয় জয়তি সব সুখধাম পূরণ কাম ভবভয় ভঞ্জনম, ॥
জয় জয়তি দীনবন্ধু দানবদলন কল্মষ কলি গঞ্জনম, ।
জয় জয়তি চিৎ-বোধি অমল কর রস সরিৎ সুমজ্জনম, ॥

জয় জয়তি কল্যাণ তরুবর ভ্রম-সংশয়হর অভয় সুলোকম, ।
জয় জয়তি বিমল-জ্ঞান-ঘন মোহ-তিমির-মোচন সুখসারম, ॥.
জয় জয়তি অভিমত-প্রদ শমন ত্রিতাপ-মদ-মহামোহ নিকেতম,
জয় জয়তি তারক মন্দমতি সন্তোষ শান্তি সুধা নিকুঞ্জম, ॥

জয় জয়তি প্রেমভক্তি-রতি-নিত্যানন্দ সুদায়কম, ।
জয় জয়তি গোষ্পদীকৃত-ভবসাগর নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রদম, ॥
জয় জয়তি মধুর-মঞ্জুল বিমল-গুণধাম-চেতন নিত্য-অনুপম, ।
জয় জয়তি শ্রীসদ্‌গুরু পদারবিন্দ গতি অশরণ দীনজন শরণম্ ॥

জয় জয়তি ব্রহ্ম পূরণ অগুণ সগুণ উদার শান্ত রূপধরম, ।
জয় জয়তি অমিত সুখনিধি গুরু পিতু মাতু প্রাণনাথম, ॥
জয় জয়তি পদ নখশশী দিব্য প্রকাশী শ্রুতি পুরাণ সুআলয়ম, ।
জয় জয়তি পরমার্থ-গতি শাশ্বৎ স্বামী মনবাণী পারম, ॥

জয় জয়তি অগাধ আনন্দ মতি সকল শুভগুণ সুসদনম্ ।
জয় জয়তি নিগম-রসাল বল্লী ভজন অনন্য সুদায়কম্ ॥
জয় জয়তি জনমন সরস কর চরিত নেম সুপাবনম্ ।
জয় জয়তি বিরতি বিজ্ঞান ধাম নিত্য মাংগলিক পরানন্দম্ ॥

জয় জয়তি অমৃত অশেষ সুনিকেত রসেশ ভবন সুদিব্যম্ ।
জয় জয়তি সৎ-চিৎ-আনন্দ অমিত সুখকন্দ নির্ভরলোক সুসুখম্ ॥
জয় জয়তি সকল রহস সার কল্যাণ উদার সুন্দর গুণ মন্দিরম্ ।
জয় জয়তি অবিরল ভজন-শীল মুক্তি অনুপ ধাম সুশান্তম্ ॥

জয় জয়তি শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রাণ শম-দম আচার সুপুনীতম্ ।
জয় জয়তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস শরণাগতি সরস লোক সুরম্যম্ ॥
জয় জয়তি হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিনী অকারণ জন-জীবন
সুনিত্যম্ ।
জয় জয়তি জগদাধার বিশ্ব ব্যাপক সত্যসার সুসত্ত্বম্ ॥

জয় জয়তি শ্রীনাম ভজনাগার বিষয় বিরাগ পরানন্দ রসালম্ ।
জয় জয়তি সকল বিঘ্ননাশিনী মুদদায়িনী গীত অনবদ্যম্ ॥
জয় জয়তি কৈবল্য প্রীতি পরেশ রতি সদানন্দ পরধামম, ।
জয় জয়তি সদা জয়তি জয় শ্রীগুরুচরণ রজ নিত্য পবিত্রম্ ॥

জয় জয়তি অপার করুণাধার পদ পঙ্কোজ পরাগ রেণু
জন-জীবনম, ।
জয় জয়তি কন্দর্প অগণিত পরাপ্রেম দয়িত চপল-চিৎ-সুশান্তম, ॥
জয় জয়তি শ্রীপদ শরণাগতি যাচত শুভাশীলা মূঢ়মতি
পাপসুপুঞ্জম, ।
জয় জয়তি শ্রীধাম নিত্য রসালয় শ্রীগুরু চরণারবিন্দম, ॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ।

(৬)

এ ভব মরুপথে বিজন তমসা রাতে
সঙ্গ দ্বন্দ্ব ভ্রম দারুণম্ ।
সহায় সম্বল হীন বুদ্ধি বিষয়-লীন
শ্রীগুরু চরণ পূত শরণম্ ॥

কামিনী কাঞ্চন জাল চারিদিকে সুবিশাল
রচিল ফন্দ অতি মোহনম্ ।
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নিধান মমতা ক্রোধ
শ্রীগুরু চরণ ত্রাতা অবলম্বনম্ ॥

আত্মসুখ পরবশ হৃদয় মলিন নীরস
জড়তা গ্রন্থি অতি কঠিনম্ ।
কে দিবে দিব্যজ্ঞান শিখাবে ভজন গান
বিনা শ্রীগুরু চরণ মৃদু কোমলম্ ॥

কপট দম্ভ মান সদা অতি বেগবান
দহিছে পরাণ মন সন্তপ্তম্ ।
বিনয় দীনতা বারি কে দিবে আহা মরি
বিনা শ্রীগুরু চরণ সুখ সদনম্ ॥

শ্রদ্ধা বিশ্বাস হীন অসৎ কর্ম্মে লীন
মন্দ বিমুখ মতি প্রবলম্ ।
মিথ্যা মলয় বাত অজ্ঞান তিমির রাত
কুহক স্বপন অতি মধুরম্ ॥

কৃপণ স্বভাব শীল নিঠুর কঠিন দিল
অশুচি চৌর্য্য মতি ভীষণম্, ।
ভুলি দাসত্ব অঙ্গিকার প্রভু সাজি বার বার
লজ্জা সরম নাহি লবেশম্, ॥

দুষ্ট কপট মন বাহিরে মরাল পণ
কালিমাসিক্ত তনু নখশিখম্, ।
কে আছে পিতা মাতা ধুইবে মন ব্যথা
বিনা শ্রীগুরু চরণ সুধামম্, ॥

জীবন যতন সার হরি লবে সব ভার
অকাম অহেতু নিশিদিনম্, ।
নিত্য স্বরূপ দান করি কে দিবে ত্রাণ
বিনা শ্রীগুরু চরণ রসরাজম্, ॥

শান্ত সুখনিধি কান্তি সব বিধি
কে দিবে নন্দপরা মোদকম্, ।
কামনা-বাসনা ভয় কাহার ঈক্ষনে ক্ষয়
বিনা শ্রীগুরু চরণ কৃপা মঞ্জুলম্, ॥

দারুণ কঠিন দিন জীবন ভজনহীন ।
কণ্টক বিজড়িত পথ মন্দম্, ॥
বিনু শ্রীগুরু কৃপাবারি দুর্জনে সংহরি ।
অবলা শুভারে কে করে সুখরম্যম্, ॥

ষষ্ঠ উৎস

শ্রীগুরু কৃপা

অতি বিচিত্র শ্রীগুরুকৃপা শত মুখে বলা নাহি যায়।
এ যে মন বাণী পার অমিয় আগার চেতন অমল হায়॥
আনন্দঘন কৃপার স্বরূপ জড়তা বিকার হীন।
অঙ্গ মাঝারে খেলে নিতি সুখে হইয়া হরষে লীন॥
ভ্রম সংশয় দ্বন্দ্ব নাশিয়া সে যে হীনবলে দেয় শকতি।
শ্রীতি প্রতীতির আসন রচিয়া বহিয়া আনে যে ভকতি॥
মনমুখী জীব তৎসুখে ভাসে শ্রীগুরু করুণা কৃপায়।
ঝলমল করে চেতন পরশে উজল চিকণ শোভায়॥
জ্ঞান দীপ জ্বালি অন্ধ তমেরে সহজে করে যে দূর।
জীবের স্বরূপ বিমল অনুপ বুঝিল যে প্রেমাতুর॥
কিঙ্করী ব্রত ধর্ম্ম জীবের শ্রীনাম ভজন আধার।
মদ মান হীন সহজানন্দ জ্ঞান বিমল বিচার॥
দীনতা বিনয় শ্রীগুরু কৃপার আশীষ পরমানন্দ।
শম দম নেম নিষ্ঠা আচার অযুত সুখমাকন্দ॥
পূর্ণ করে রিক্ত আধার শ্রীগুরু করুণা বারি।
অকাম হৃদয়ে যে পান করিল লভিল শ্রীগুরু হরি॥
মৃত প্রাণে জাগে নবীন ধারা শ্রীগুরু কৃপার পরশে।
কল্মষহীন সরস চিত্ত হরি গানে মাতে হরষে॥

শ্রীগুরু কৃপার বিভব দানে হলাহল সুধা হয় ।
বিঘ্ন প্রতিকুল দূরে যায় চলি ভজন সুখের হয় ॥
শ্রীগুরু কৃপার অযুত কাহিনী দিব্য রসেতে ভরা ।
যে জন বুঝিবে মজিবে ভিতরে হইবে প্রেমের পারা ॥
শ্রীগুরু কৃপার ধন্য পরশে সেবক সবার প্রিয় যে হয় ।
সুখমূল হয় উদয় তাহার বিরহ শতেক যাতনাময় ॥
ভাগবৎ রসের ঢল ঢল ধারা উজান বহিয়া নামে ।
জীবন যতন পূর্ণ হইল শ্রীগুরু ভজন গুণগ্রামে ॥
রসের উৎস শ্রীগুরু কৃপা গতি যে পরমানন্দময় ।
সম্বিৎ সুখ অজস্র ধারায় জানায় অযুত জয় ॥
শ্রীগুরু কৃপার স্নিগ্ধ পরশে ত্রিতাপ শীতল হয় ।
পঙ্গু করে গিরি লঙ্ঘন—মহাকবি—মুক হয় ॥
শ্রীগুরু কৃপার মঞ্জু পরশে সাধন সিদ্ধ হয় ।
গুরু কৃপা বিনা ভজন ব্যর্থ শুষ্ক নীরসময় ॥
শ্রীগুরু কৃপা বারি পাবন তীর্থ মুক্তি স্বরূপ জানি ।
মিলিল সেথায় রসিক সুজান হৃদয়পদ্ম দানি ॥
শ্রীগুরু কৃপার সুদীন বাহক ভাগবতী কৃপারস ।
সবার উপরে শ্রীগুরু কৃপা সকলে তাহার বশ ॥
বেদ বাণী পার শ্রীগুরু কৃপার মূঢ়মতি কিবা জানে ।
সে দিব্য কৃপার ভিক্ষা মাগিছে শুভশীলা কাতর প্রাণে ॥
ভজন বিহীন জ্ঞান বিহীন ধর্ম্ম বিহীন প্রাণ ।
শ্রীগুরু কৃপা ভরোস করিয়া গাহিনু এ দীন গান ॥
সজ্জন সাধু করুণা করিয়া ক্ষমিয় সকল অপরাধ ।
অন্তর্যামী আশীষ বরষি পুরাও দাসীর মনের সাধ ॥

সপ্তম উৎস

শ্রীগুরু দিব্য মূরতি স্মরণ

বিমল জ্ঞানের ধাম অপৌরুষেয় রূপ নাম
শ্রীগুরু মূরতি ঘন মোহন উদার।
ললিত চিন্ময় তনু জড়তা বিকার বিনু
দিব্য ভজন ভাবের সরস আধার॥

দ্বন্দ্বহীন শোকহীন পররসে লয় লীন
সকল সংশয় পারের কল্যাণ নিধান।
শ্রীঅঙ্গ অনুপম মঞ্জু কুসুম সম
হেরিলে উপজে হিয়ে রতির বিকাশ॥

শিরোপরি কেশ রাশি সরস সুখেতে ভাসি
ললনার নীপে দেয় সরম অশেষ
শ্রীভালে তিলক দিব্য রূপে রসে মহাকাব্য
শৃঙ্গার মধুর অতি পরম রসেশ॥

বংকিম যুগল ভুরু শ্রবণ সুঠাম চারু
সীতারাম লীলা কথার সুদিব্য আধার।
চিত্তে সুপ্রবেশ করি মন প্রাণ লয় হরি
প্রেমের বিলাস হয় মোহন অপার॥

সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ সন্তোষে পরমানন্দ
বিমল ভজন রসে দিব্য সমুজ্জ্বল।
পেলব অধর দ্বয় সদা মৃদু হাস্যময়
ভকতির সুরধুনী যেন বহে সুনির্ম্মল॥

কোমল উন্নত নাসা কম্বু কণ্ঠ গ্রীবা খাসা
যুগল তুলসীমাল অতি মনোহর।
সুমধুর অংশদ্বয় প্রশস্ত সুগোল হয়
পতিত পাবন বক্ষ প্রেমেতে কাতর॥

উদাসী তাপস বেশ পীতবর্ণ অবিশেষ
শম দম নিয়মাদির সুখের আগার।
প্রপঞ্চ বিষয় রসে মন মভু নাহি মিশে
বিরতি সাধুর হয় ভজন আধার॥

শ্রীযুগল পাদদ্বয় ধর্ম্ম পথে সদা রয়
অচল অটল সদা আপন নিষ্ঠায়।
মুক্তি উদার পণ বিশ্ববাসী নিজ জন
তৃণবৎ জ্ঞান করে মান প্রতিষ্ঠায়॥

সত্যের উদার স্ফূর্ত্তি শ্রীগুরু কল্যাণ মূর্ত্তি
বেদ বাণী পার হয় স্বরূপ তাহার।
অপার আনন্দকন্দ চিৎঘন সদানন্দ
তরিতে অধম জনে আসে বারবার॥

শ্রীযুগল রাসলীলা শ্রীঅঙ্গে করে খেলা
কভু বা জানকী রূপে কভু রঘুনাথ।

কভু বা পিণাকপাণি ভক্ত মাঝে শিরোমণি
কভু বা কমলাপতি হইল শ্রীনাথ ॥

চরিত করিতে লীলা পরমেশ রূপ নিলা
মনোহর সুন্দর শান্ত সুমধুর ।
সসীম আধারে প্রভু আদি অন্তহীন তবু
রহস্য কেমনে বুঝে মতি অচতুর ॥

দীনতায় ঝর ঝর প্রীতিরসে সুধাকর
ত্যাগ ও সন্ন্যাস ব্রতে অতীব মহান ।
শ্রীগুরু মূরতি মাঝে মোদময় বংশী বাজে
পরম মঙ্গল ধাম করুণা নিধান ॥

গুরু মাঝে নিত্যরূপ কহে বেদ সন্তভূপ
বিরাজে মুদিত সদা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় ।
যে হেরিল যে বুঝিল মহাবাক্য এ সরল
সংসৃতির পরপারে সে গাহিল জয় ॥

নামরূপ লীলাধাম সুদিব্য মধুর ললাম
শ্রীগুরু সসীম মাঝে মিলন অশেষ ।
শ্রীনাম জীবন হয় অনুপম সুখময়
নিত্য সম্ভোগ করে শ্রীযুগল রসেশ ॥

শুভশীলা দীনা দাসী অজ্ঞান সুমন্দ রাশি
শ্রীগুরু মূরতি ধ্যান করে মতি অনুসার ।
সাধক সুজন দ্বারে কাতর মিনতি করে
করুণা কণার ভিক্ষা জীবন আধার ॥

অষ্টম উৎস

নমো নমো নমো

নমো নমো নমো শ্রীগুরু অনুপম
কঞ্জ চরণ নাথ হে।
দিব্য নখ কণা পীযুষ অঞ্জনা
দেহ গো শরণ স্বামী কান্ত হে॥ ১

অমিয় পীত পট অঙ্গ বিভূষণ
রসিক নাগর মহারাজ হে।
দ্বিভুজে শোভে অতি উজল ধনুবান
অভয় নিকেত বরদানী হে॥ ২

তিলক শৃঙ্গারিত শুভগ ললাট
বিন্দু চন্দ্রিকা শ্রী সাথ হে।
কাম বিনিন্দিত মুখপদ্ম বিরাজিত
সিন্ধু সুতা প্রিয় চরিত হে॥ ৩

শোভিত শিরপরে রুচির অঞ্চল
নয়নে কাজর মধুর হে।
স্নিগ্ধ তনু ঘিরি দীনতা বরবারি
উদার প্রেমিক প্রভু সুকবি হে॥ ৪

শরণাগত দীন স্বভাব সুমনোহর
দিব্য রসে সদা মদন হে।
কামনা বাসনা সব সহজে দূরে রখি
সরস কিঙ্করী অমল হে॥ ৫

করুণা বরিষণ বিমল হৃদি মাঝে
সবার সুখালয় নিত্য হে।
আনন্দ রসঘন ও যুগ নয়ন
মুক্তি বারতা মুদ বিরাজ হে॥ ৬

অনন্য ভজনে অগাধ মতি ধর,
বিমল অনুরাগ অকথ হে।
পুলক জাত মনে গাহিয়া জয়গান
শুদ্ধ চেতন স্বরূপ হে॥ ৭

কিঙ্করী ব্রতে সদা মাতিয়া মজিয়া
জিত মদকাম পূর্ণ হে।
অসত্য নশ্বর জড়তা বিকার
কল্মষ কলি রিক্ত হে॥ ৮

শ্রীনাম জাপক চতুর চূড়ামণি—
বিমল জ্ঞানধাম উজল হে।
ভেদ ভক্তির করি সুচয়ণ
যুগল প্রীতিরসে অদ্বৈত হে॥ ৯

আনন্দ রাশি জানি জীবের স্বরূপ
ভজন সীতারাম আধার হে।
অষ্টযাম সেবা সহজ মোদময়
ভর্ত্তা রঘুনন্দ হে।। ১০

ভজন লীলাতনু অরূপ ভাবময়
বর্জ্জিত দেশ-কাল হে।
করি কুঞ্জে কুঞ্জে রসের বিহার
চিত্ত বিরাম অশেষ হে।। ১১

চির কল্যাণময় শান্তি সদন
চিণ্ময় সদা সুখধাম হে।
করুণা রসের দিব্য মূরতি
অজস্র সুধার তটিনী হে।। ১২

নমো নমো নমো মুগ্ধ পরাণ
ভজন রসের চির সৌধ হে।
নমো নমো নমো করুণেশ স্বামী—
কারণ রহিত উদার হে।। ১৩

নমো নমো নমো ব্রহ্ম সগুণ
বেদ-বিজ্ঞ সুধর্ম্ম হে।
নমো নমো নমো ভকতি অনুপম
খল দল গণে বর্ম্ম হে।। ১৪

নমো নমো নমো পরম ললাম
ধীর ধীর সুনর্ম হে।
নমো নমো নমো প্রজ্ঞাঘন রূপ
আলয় পূর্ণ উপরাম হে।। ১৫

নমো নমো নমো স্মরণ মনন
ভজন আত্মরমন হে!।
নমো নমো নমো দীন অকিঞ্চন
ভাব অগম পরাসত্য হে।। ১৬

নমো নমো নমো শাশ্বৎ নমো
নাম ও নামীর মিলন হে।
নমো নমো নমো পূরণ কাম
নররূপী গুরু ব্রহ্ম হে।। ১৭

নমো নমো নমো বিভব বিলাস
তীরথ জঙ্গম-রাজ হে।
নমো নমো নমো পাবন পরম
জন হৃদি কৈরব চন্দ হে।। ১৮

নমো নমো নমো জীবন যতন
উপাসনা পাতিব্রত্য হে।
নমো নমো নমো করম ধরম
নিষ্কাম প্রেম প্রদায় হে।। ১৯

নমো নমো নমো একরস সম
জাপক নাম তাপস হে।
নমো নমো নমো বেদ শ্রুতি সাম
স্নিগ্ধ সুধা সার হে ।। ২০

নমো নমো নমো জানকী শ্রীরাম
রস প্রধানের বিলাস হে
নমো নমো নমো বাৎসল্য ধাম
আরতি হরণ শরণ হে ।। ২১

নমো নমো নমো আনন্দ নিকে
হ্লাদিনী পরাশক্তি হে।
নমো নমো নমো দয়িত অনুপম
স্বামী পদ চিৎ মগ্ন হে ।। ২২

নমো নমো নমো জন অঘ ক্ষম
পরা প্রকৃতির মূরতি হে।
নমো নমো নমো গুঞ্জন নাম
রঞ্জন সীতারাম হে ।। ২৩

নমো নমো নমো বরাভয় নমো
ভঞ্জন ভবভার হে।
নমো নমো নমো ত্রিতাপ আরাম
লোচন অভিরাম হে ।। ২৪

নমো নমো নমো মঙ্গলধাম
সত্য সরস মোহন হে।
নমো নমো নমো নিত্য নূতন
চিদানন্দময় বোধ হে॥ ২৫

নমো নমো নমো বৈষ্ণব প্রাণ
বাষ্পব্যাকুল নয়ন হে।
নমো নমো নমো শ্রীরাম ভজনে
গদ্ গদ, গিরা কণ্ঠ হে॥ ২৬

নমো নমো নমো কিঙ্করী নমো
চরণে নূপুর মধুর হে।
নমো নমো নমো রুচির লাবণ
কিঙ্কিনী সরস গুঞ্জে হে॥ ২৭

নমো নমো নমো মদমান হীন
ললনা মুগ্ধা রসিকা হে।
নমো নমো নমো সবভূতে সম
কুঞ্জ কেলির স্বামিনী হে॥ ২৮

নমো নমো নমো দীন জনন
তরণ তারণ নিকেত হে।
নমো নমো নমো পুনীত পাবন
বৈষ্ণব শিরতাজ হে॥ ২৯

ননো নমো নমো কিশোরী প্রাণধন
কিশোরী ভজন আগার হে ।
নমো নমো নমো সিয়ারাম নমো
নিত্য লীলার আলয় হে ॥ ৩০

নমো নমো নমো দিব্য জীবন
মিথিলা কন্যা সুধ্যান হে ।
নমো মনো নমো কান্তা শ্রীরাম
সুখের স্বামিনী নিত্য হে ॥ ৩১

নমো নমো নমো রঘুনাথ নমো
শ্রীরাম পরম পুরুষ হে ।
নমো নমো নমো যুগরস নমো
শ্যাম ললাম সুপীত হে ॥ ৩২

নমো নমো নমো দম্পতি নমো
পর রস-সার নন্দ হে ।
নমো নমো নমো শ্রীগুরু স্বামী নমো
বর্দ্ধন রতি রাস হে ॥ ৩৩

নমো নমো ন.মা আচার্য্য নমো
ভেদ ভকতির সুধাম হে ।
নমো নমো নমো প্রাণনাথ নমো
জানকীবল্লভ দয়িত হে ॥ ৩৪

নমো নমো নমো শ্রীগুরু পদে নমো
অপার মহিমা অকথ হে ।
নমো নমো নমো দিব্য পরশ
কামনা বিহীন ভজন হে ॥ ৩৫

নমো নমো নমো চিত্ত সুধীর
কল্যাণ কলা কীর্ত্তি হে ।
নমো নমো নমো সুখ ললাম
মূরতিবন্ত প্রেম হে ॥ ৩৬

নমো নমো নমো শাশ্বৎ স্বামী
কর্ত্তা বিধাতা ভর্ত্তা হে ।
নমো নমো নমো কাণ্ডারী মম
জীবন তরণী সুধর হে ॥ ৩৭

নমো নমো নমো স্নিগ্ধ সঘন
করুণা বরুণা আলয় হে ।
নমো নমো নমো পুলক চিত্ত
সন্তোষ পরানন্দ হে ॥ ৩৮

নমো নমো নমো ললিত গুণগ্রাম
দহন কলি কালিমা হে ।
নমো নমো নমো দ্যুতিকারী নমো
ভিতর বাহিরে উজল হে ॥ ৩৯

নমো নমো নমো বিরাট বিভূময়
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ হে।
নমো নমো নমো সগুণ অগুণ
সাকার নিরাকার হে। ৪০

নমো নমো নমো অদ্বৈত পরম
রসময় রসরাজ হে।
নমো নমো নমো অগির অনয়ন
সত্য সার তত্ত্ব হে॥ ৪১

নমো নমো নমো পরম মনোরম
চরিত সগুণ রসাল হে।
নমো নমো নমো সেবা ললাম
চির দাসীত্ব কামনা হে॥ ৪২

নমো নমো নমো বন্ধন হীন
অংশী প্রভু অংশ হে।
নমো নমো নমো নন্দন রাম
বিগলিত প্রেমাধার হে॥ ৪৩

নমো নমো নমো করুণা নিধান
শ্রীগুরু প্রণব মন্ত্র হে।
নমো নমো নমো মঙ্গল ধ্যান
শ্রীগুরু মূরতি মধুর হে॥ ৪৪

নমো নমো নমো বাণী অনুপম
গুরুদেব জয় রক্ষ হে।
নমো নমো নমো আরতি হরণ
নির্ভর প্রেমধাম হে॥ ৪৫

নমো নমো নমো কোটি ব্রহ্মা সম
সৃজন শকতি সদন হে।
নমো নমো নমো কোটি বিষ্ণু সম
প্রণত পাল সুস্বামী হে॥ ৪৬

নমো নমো নমো নিমেষ মাঝারে
ভুবন বিশ্ব সংহর হে।
নমো নমো নমো কাম রতি সম
অযুত অধিক কান্তি হে॥ ৪৭

নমো নমো নমো রাসরাজ নমো
পরানন্দময় ভাব হে।
নমো নমো নমো ক্ষুদ্র অনুত্তম
সবভূতে তব প্রকাশ হে॥ ৪৮

নমো নমো নমো জ্যোতির্ম্ময় নমো
দ্যুতি অনুপম অপার হে।
নমো নমো নমো নামরূপ ময়
দ্যুলোক ভূলোক গোলক হে॥ ৪৯

নমো নমো নমো শরণপাল নমো
কামতরু বরদাত্রী হে।
নমো নমো নমো পূর্ণ দেবময়
জনক জননী ধাত্রী হে॥ ৫০

নমো নমো নমো ব্রহ্মবিদ নমো
ধর্ম্ম কাম পরমার্থ হে।
নমো নমো নমো কবি কোবিদ
সুরপতি স্বামী গুরুদেব হে॥ ৫১

নমো মমো নমো সংসৃতিহর
অমোঘ শুচি দরশ হে।
নমো নমো নমো হরিহর নমো
শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণ হে॥ ৫২

নমো নমো নমো অৰ্দ্ধ নয়ন
জ্ঞান সূর্য্য প্রকট হে।
নমো নমো নমো দয়াল অনুপম
ভকতি শারদ চন্দ্র হে॥ ৫৩

নমো নমো নমো জীবন দেবতা
মন্ত্রদাতা গুরু অশেষ হে।
নমো নমো নমো সরসিত নমো
যুগল উপাসক মুক্ত হে॥ ৫৪

নমো নমো নমো অভয় কুঞ্জকর
দলন দুষ্ট মহাবীর হে।
নমো নমো নমো সুধীর বিনীত
কর্ম্মে কুশল তাপস হে॥ ৫৫

নমো নমো নমো ভকতি ভগবান
ভাগবৎ গুরুদেব হে।
নমো নমো নমো শক্তি স্বরূপ
আদি দেবতা পরম হে॥ ৫৬

নমো নমো নমো অঞ্জন জ্ঞান
যাঁহার দিব্য পরশ হে।
নমো নমো নমো বিশ্রাম মন
যাঁহার প্রীতির স্মরণ হে॥ ৫৭

নমো নমো নমো বেদশ্রুতি সাম
প্রকট মূরতি ললাম হে।
নমো নমো নমো স্নেহ ভালবাসা
প্রীতি-প্রতীতির আলয় হে॥ ৫৮

নমো নমো নমো সুস্বামী নমো
জীবন দাতৃ গুরুদেব হে।
দেহ হে শরণ ও যুগ চরণ
যাচে শুভা দাসী দুষ্টা হে॥ ৫৯

কি দিয়ে পূজিব তোমারে দেবতা
স্বরূপ তোমার অগম হে।
মাধুরী বিলাসে তুমি অনুপম
বিভবে তুমি অপার হে ॥ ৬০

তোমার গুণগ্রাম শ্রবণে পশি পশি
করিল দাসীরে মুগধ হে।
স্মরণে মননে নিতি রাখি সুখে
বন্দনা গীতি বাঁধিল হে ॥ ৬১

দীনা প্রেমহীন কপট মলিন
কাঞ্চন কামে সদা নিরত হে।
আপনার জানি ওহে দয়াময়
চরণ পদ্মে রাখিও হে ॥ ৬২

ধর্ম্ম অর্থ কাম বা মোক্ষ
নির্ব্বাণ সুখ চাহি না হে।
ভুক্তি মুক্তি নিরাদর করি
ও শীতল চরণ মাগির হে ॥ ৬৩

নিত্য নিরাকার নিরঞ্জণ বিভু
অজ অদ্বৈত কেহ বা কহে।
গো-গিরাতীত চিন্ময় রূপ
বেদ পুরাণের বিদিত নহে ॥ ৬৪

নির্গুণ রূপে ভরে না হৃদয়
সগুণ সুখের উৎস হে।
নির্গুণে তুমি প্রণব বিন্দু
সগুণে ব্রহ্ম গুরু হে।। ৬৫

অগুণ সগুণ তোমার বিলাস
স্থূল ও সূক্ষ্মের বিচার হে।
সর্ব্বগুণের হইয়া অতীত
নির্গুণ তব স্বরূপ হে।। ৬৬

নির্গুণ মাঝে সগুণ বিরাজে
বিন্দু মাঝে যথা সাগর হে।
সীমিত সগুণে লীলাতনু ধরি
তুমি এক রসে বিচর হে।। ৬৭

সবারে সরস সঙ্গ করি দান
তুমি একান্ত রিক্ত হে।
চিত্ত ভরিয়া ভাগবৎ রসে
তুমি অনন্য ভক্ত হে।। ৬৮

তোমার মাঝারে সাধ্য সাধন
আসিয়া মিলল পরম উদার।
সাধন পারে বসি তুমি রসতম
জীবেরে শিখাও ধর্ম্ম বিচার।। ৬৭

তুমি বেদ প্রভু ধর্ম্ম তুমি
তুমি কল্যাণনিধি ভগবান।
তুমি অকিঞ্চন প্রেমময় প্রভু
তুমি জ্ঞান দীপ অনির্ব্বাণ ।। ৭০

প্রতি অনু মাঝে সতত ব্যাপিয়া
জীবে জীবে তুমি করুণাময় ।
ভাব রূপে তুমি প্রকাশ মনেতে
স্মরণ সাথে সাথে তোমার উদয় ।। ৭১

গুরুত্ব তোমার সকলি ফেলিয়া
তুমি দীনতম সবার উপর ।
প্রেম ভালবাসার সৌধ শিখরে
কুঞ্জ রচিলে সুখের সাগর ।। ৭২

তুমি দেব প্রভু তুমি সুরপতি
তুমি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর।
তুমি বাসুদেব তুমি সীতাপতি
সকল অধিক তুমি যে নর ॥ ৭৩

অস্থি মজ্জা রক্তে মাংসে
গঠিত তোমার কোমল তনু।
তাই তুমি প্রিয় দেবতা হইতে
শরণ দেহ, শরণ দেহ, পাদপদ্ম,
পরাগরেণু ॥ ৭৪

কত কুটিলে তুমি করিলে সরল
সুধা তরঙ্গ কত গরল হ'লো ।
কত অসাধু দুষ্ট হলো মুনিবর
কত সংসৃতি তাপ কত জড়তা গেল ॥ ৭৫

কত নির্ধনে তুমি দিলে বুক
কত মূক জনে দিলে গো ভাষা ।
কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত প্রাণে তুমি দিলে গো আশা ॥ ৭৬

শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
তুমি জাগ্রত সদা রক্ষী ।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের
তুমি নির্ম্মল রূপ সাক্ষী ॥ ৭৭

তুমি অনন্ত চির বসন্ত
জন মন রুচি প্রান্তরে ।
ফুল ফলে সদা নবীনতা গাহি
মাধবী কুঞ্জ গুঞ্জরে ॥ ৭৮

ধরার মাঝারে তুমি যে অ-ধারা
অন্তহীন মাঝে তব সান্ত রূপ ।
মোহন রূপ রসে গোপ্য থাকি সদা
তুমি রহস্য অনাদি অনুপ ॥ ৭৯

তোমার লীলা প্রভু রুচির অনুপম
গাহিল বেদ আর পুরাণ শ্রুতি-সাম।
চিত্ত ভরিয়া যে জনা শুনিল
হ'লো নিরবধি আপ্তকাম॥ ৮০

তোমার করুণা রস করিয়া সুপান
যে জন জানিল তোমার মরম।
তোমার তেজ মাঝে মিলিত হইয়া
হারালো দ্বৈত সত্ত্বা পরম॥ ৮১

তুমি সুখমূল তুমি সুখাধার
তুমিই একান্ত সত্য সৎ।
কারণ হীন তুমি প্রকৃতি পরাবর
এই জানি প্রভু সন্ত মত॥ ৮২

কাতর হৃদয়ে শরণ মাগি প্রভু
হৃদি মাঝে বস আসন পাতি।
মোর সকলে কর্ম্মে সকল মর্ম্মে
দেহ ধরা নাথ দিবস রাতি॥ ৮৩

তোমার পদ রজে সিনান করি
গাহিব তব জয় অপার সুখে।
ঊর্দ্ধে অধে সমুখে পশ্চাতে
নমো নমো নমো কহিব মুখে॥ ৮৪

নয়নে বহে ধারা বিবশ তনমন
তোমার স্মরণে সমাধি লয়।
এই সুখ প্রভু দেহ দয়া করি
দাসী শুভশীলা বারেক কয়॥ ৮৫

যতন বিহীন সেবা ব্রত দান
জ্ঞান ভকতি বিন্দু নাই।
নিঠুর করমে ভজন ঝুরি যায়
কল্মষ কলির পূর্ণ সাঁই॥ ৮৬

তোমারই কৃপা বলে তোমারে জানাই
চরণে বার বার প্রণতি মম।
অন্তকালে প্রভু স্মরণ দিও নাথ
রুচির কান্ত দয়িত অনুপম॥ ৮৭

অতুল রূপ রাশি সন্ত বেশভূষণ
কণ্ঠে বিরাজে যুগল নাম।
তিলক ভালে পরি উজল মনোহর
নয়নে করুণার দিব্য ঠাম॥ ৮৮

অধর পুটদ্বয়ে অভয় হাসি
কর সরোজে মুক্তি দান।
অঙ্গে অঙ্গে লাবণি রসধারা
নখ মণিদল জ্যোতিষ্মান॥ ৮৯

ওরূপ দেখিয়া সকল ভুলিব
তোমার মাঝারে হইব লয় ।
দোঁহাকার প্রভু মিলন মধুর
যুগে যুগে তাহা কভু না ক্ষয় ॥ ৯০

তোমার মাঝারে নিত্য রহিয়া
সেবিব তোমার চরণ দ্বয় ।
এ দীন মিনতি তব কাছে প্রভু
ইহার অধিক কিছুই নয় ॥ ৯১

তাই গাই সুখে প্রাণনাথ স্বামী
মোর জীবন মরণ করম ধরম ।
এ দীন দাসী পরে করিয়া কৃপা
লহ লহ দেব বিদায় প্রণাম ॥ ৯২

দীনে দয়া করি আপনি আসিলে
পতিতে বরণ করিলে হে ।
দাসীর সকল কাম কলুষ
কণ্ঠে ধারণ করিলে হে ॥ ৯৩

তোমার দানের নাহিক শেষ
দাসী যে সদা অযোগ্যা হে ।
সুরভি স্নিগ্ধ তোমার চরিত
পবিত্র প্রেমের আধার হে ॥ ৯৪

তোমার করুণা অতি বিচিত্র
মানে না বাধা নিষেধ হে ।
কপট ত্যজিয়া যে লয় শরণ
আনন্দ মগন সু-কর হে ।। ৯৫

না চাহিতে তুমি ভরে দাও প্রাণ
সম্ভোগ-সুখে অকথ হে ।
তোমার পরিচয় করুণা তোমার
দাসী কহে শুভা মন্দ হে ॥ ৯৬

তুমি জীবনাধার পরম গতি
সরস সুখের ভরোস হে
জপ তপ সব কর্ম্ম ভুলিয়া
কবে লভিব তোমার স্মরণ হে ॥ ৯৭

তুমি সুধন্য তুমি সুধন্য
তুমি সুধন্য ধন্য হে ।।
সকল জ্ঞানের অগম প্রভু
প্রেম ভকতির সদন হে ।। ৯৮

দাসী যে তোমার গরল সাগর
অবগুণ রাশির সুধাম হে ।
তোমার পরশে তোমার হরষে
লভিল দিগ্‌ দরশ হে ॥ ৯৯

দাসী শুভশীলা দীন অবলা •
ও পদরজের চাতক হে ।
ও দীন দয়াল করুণা সিন্ধু
চরণ কোণে রাখিও হে ।। ১০০

নবম উৎস

জয় গুরু জয় রে

কুন্দ কুসুম গৌর তনু কোমল চিৎ মৃদুল রে।
স্নেহ বিগলিত ধবলধার পূর্ণানন্দ ধাম রে॥
অমিয় সিন্ধু মথিত করি কাহার অরুণ উদয় রে।
দয়াল স্বামী নিত্য নূতন সে যে গুরুদেব রে॥ ১

বিমল জ্ঞানের তরুণ তপন তেজ পুঞ্জ কুঞ্জ রে।
মধুর কণ্ঠে গুঞ্জে ধ্বনি বেদমন্ত্র সার রে॥
বিকার রহিত শুদ্ধ চেতন কাহার দিব্য সত্ত্বা রে।
মনের আরাম নিত্য বিরাম সে যে গুরুদেব রে॥ ২

প্রেম লীলার মোহন বিলাস চরিত মোদময়ী রে।
পীযূষ প্লাবন স্নিগ্ধ নয়ন সরস চিত্তহারী রে॥
কোটি চন্দ্র বিনোদ যাহার অধর পুট হাস্য রে।
দীন তারণ শঙ্কা হরণ সে যে গুরুদেব রে॥ ৩

মর্ত্ত্যলোকের রসের আলয় মুক্ত মায়াতীত রে।
দ্বন্দ্বাতীত সুখের কন্দ সামগীতি নন্দ রে॥
সুধার ক্ষরণ অরূপ রতন যাঁহার মুখ পদ্ম রে।
নিত্যকালের কান্ত সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ৪

উৎস প্রাণের সদাই নবীন কালধর্ম্ম হীন রে।
তীর্থপতি ধর্ম্মতরু সাধ্য সাধন ধাম রে॥
বেদ-শ্রুতির অগম যাঁহার একরস স্ফূর্ত্তি রে।
প্রেমাম্বুধি বাৎসল্যনিধি সে যে গুরুদেব রে॥ ৫

কামদাতা কল্পলতা সর্ব্ব গুণাগার রে।
শান্তিময় কান্তিময় অভয় আলয় দিব্য রে॥
যোগ-জ্ঞান-বিরতি-ধ্যান যাঁহার প্রকট মূর্ত্তি রে।
সুখে দুখে অকাম স্বামী সে যে গুরুদেব রে॥ ৬

এক আসন মোহন অতি লাজে চতুর্ম্মুখ রে।
দ্বিভূজ মাজে বিরাজ করেন রমাপতি বিষ্ণু রে॥
ভাল-লোচনহীন তবু রুদ্র সংহার কর্ত্তা রে।
নিত্য লোকের সৃজন পালন করেন গুরুদেব রে॥ ৭

দিব্য জ্যোতির ছটা যাঁহার পদ নখের কণে রে।
পদ তলের স্নিগ্ধ পরশ শমন বিজয় কারী রে॥
অঙ্গ ভূষণ যায় না কথন দিব্যানন্দময় রে।
দীনবন্ধু শোভাসিন্ধু সে যে গুরুদেব রে॥ ৮

তৃপ্তি যাঁরে দেখে দেখে কভু নহে শান্ত রে।
শরণ যাঁহার গলায় হৃদয় পাপ তাপ পুঞ্জ রে॥
যাঁহার নামে শ্রবণ মাঝে বাজে রম্য বীণ রে।
সে যে শ্রীনামাবতার কৃপাল গুরুদেব রে॥ ৯

সঙ্গ যাঁহার দুষ্ট দলন শীতল করা ঝর্ণা রে ।
পুরাণ কথার সরিৎ ধারা যাঁহার মধু ভাষণ রে ॥
পরশ যাঁহার ছিন্ন করে হিয়ার কঠিন বাঁধন রে ।
জনকললীর মূর্ত্ত প্রকাশ সে যে গুরুদেব রে ॥ ১০

অনুশাসন যাঁহার মানি কালের সুঠাম নৃত্য রে ।
নীল গগনে চাঁদের হাসি ত্রিবিধ সমীর মুক্ত রে ॥
স্বয়ং প্রকাশ যাঁহার স্বরূপ সবার মাঝে শক্তি রে ।
কালাতীত লোকাতীত সে যে গুরুদেব রে ॥ ১১

ভূভার হরণ যাঁহার চরণ বেদতরু মূল রে ।
কন্দ সুখের নিত্য নিকেত সত্য সত্যসন্ধ রে ॥
সীমার মাঝে অসীম যিনি লীলাতনুধারী রে ।
অকাম অমান কৃপানিধান সে যে গুরুদেব রে ॥ ১২

অন্তহীন যাঁহার স্বরূপ কয় বেদ সন্ত রে ।
সান্ত হ'য়ে জন হৃদে করেন সুখে নিবাস রে ॥
অনু মাঝে পূর্ণ রূপে সদাই যাঁহার বিলাস রে ।
বিশ্বব্যাপী সত্ত্বা সে যে শ্রীগুরুদেব রে ॥ ১৩

জ্ঞান-বিজ্ঞান যাঁহার নয়ন ভক্তি হৃদ পদ্ম রে ।
বক্ষ মাঝে আলয় পেলো যতেক দীন দুঃখী রে ॥
যুগল সরকার যাঁহার স্বরূপ অনন্তানন্দ কন্দ রে ।
পরম পুরুষ মহামানব সে যে গুরুদেব রে ॥ ১৪

ভজন শিখান ভক্ত হ'য়ে দিব্য লীলা অরূপ রে ।
স্বয়ং নারায়ণ সে যে সীতা সীতাপতি রে ॥
চিৎ-সায়রে প্রেমের তুফান যাঁহার করুণ প্রকাশ রে ।
দিব্য জ্ঞানের সুখের সদন সে যে গুরুদেব রে ॥ ১৫

হংস মাঝে মরাল যিনি যোগী পরমার্থী রে ।
জনগণের গরল পানে যাঁহার কণ্ঠ নীল রে ॥
যুগাবতার ধর্ম্মাবতার দযাবতার যিনি রে ।
পরম প্রিয় পরম আপন সে যে গুরুদেব রে ॥ ১৬

স্বার্থরহিত ভালবাসার গগন চুম্বি সৌধ রে ।
সাধু গুণের পূর্ণ গেহ সন্ত শিরতাজ রে ॥
পরাবিদ্যার দিব্য নিকেত যাঁহার বিমল বুদ্ধি রে ।
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা সে যে গুরুদেব রে ॥ ১৭

অতুল বল যাঁহার ভূজে অভয় কর কমল রে ।
মধুর ভাবের মন্দাকিনী যাঁহার প্রীতি সরস রে ॥
যুগল পদে পরানুরতি যাঁহার সেবা অষ্টযাম রে ।
পরম রমণীয় সে যে শ্রীগুরুদেব রে ॥ ১৮

যে চায় না কিছু দেয় যে সবি শ্রীসম্পদ সাধন রে ।
সিদ্ধ করণ যাঁহার শাসন সাক্ষী নারদ ব্রহ্মা রে ॥
প্রসাদ যাঁহার গরম গতি উচ্চ-নীচে বিতরে রে ।
সকল দ্বন্দ্ব পারের সে যে শ্রীগুরুদেব রে ॥ ১৯

পর দুঃখে যাঁহার হৃদয় ফল্গু সম উজল রে।
সুখ দুঃখে সম ভাব মানাপমান এক রে ॥
নিজ পর নাইকো যাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান রে।
সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ সত্ত্ব সে যে গুরুদেব রে ॥ ২০

দুহাত তুলে কাতর প্রাণে যে ঘরে ঘরে ফিরে রে।
'আমি তোদের সবার তরে নিত্য কালের দাস রে ॥'
যাঁহার বুকে জগণের কোমল পরশ আসন রে।
দানী চিন্তামণি সে যে শ্রীগুরুদেব রে ॥ ২১

যাঁহার দশেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণে নিত্য নামের বিলাস রে।
দেবতা হতে যাঁহার অধিক পতিত পাবন শক্তি রে ॥
বহুর মাঝে নিত্য থাকি যিনি পূর্ণ রিক্ত রে।
পরমাদ্বৈত সে যে হন ব্রহ্মরূপী গুরু রে ॥ ২২

যাঁহার নামে শমন পালায় ভব সাগর শুখায় রে।
যাঁহার চরিত পুরাণাদির দিব্য গাঁথা রম্য রে ॥
যাঁহার অধিক নাইকো কিছু সবার অধিক যিনি রে।
পরম প্রিয় কান্ত মোদের সে যে গুরুদেব রে ॥ ২৩

চির মধুর কৈঙ্কর্য্য নিপুণ বিমল স্বভাব শুচি রে।
জনক ললীর প্রিয় সখী জীবাত্মার স্বরূপ রে ॥
প্রেমের পুজায় নিত্য নূতন যাঁহার উদয় সত্য রে।
সর্ব্ব রসের মিলন সে যে শ্রীগুরুদেব রে ॥ ২৪

যাঁহার যোগক্ষেম বহন কারণ সুরপতি ইন্দ্র রে।
আপ্তকাম রিক্তকাম যিনি দাম চাম হীন রে॥
ভরা সুখের উৎস যিনি মন সন্তোষ ধাম রে।
যুগল সরকার সীতারাম সে যে গুরুদেব রে॥ ২৫

ন্যায় নীতি জ্ঞান বিজ্ঞান সত্য শুচি বিমল রে।
প্রেমধর্ম্ম শিখান যিনি দিয়া যুগল নাম রে॥
শান্তি ধামে যাত্রা পথে যাঁহার বংশী বাজে রে।
সে যে আনন্দ স্বরূপ মুক্ত স্বভাব শ্রীগুরুদেব রে॥ ২৬

রস রাজের মূর্ত্তি যিনি সর্ব্ব রসের আধার রে।
নিত্য রসে মগ্ন যাঁহার তন মন প্রাণ রে॥
রসালয়ে ভেসে চলে যাঁহার নামের তরী রে।
রস বিশেষ সে যে হন শ্রীগুরুদেব রে॥ ২৭

জনে জনে ক্ষমা যিনি দয়া মায়া প্রেম রে।
সেবা সুন্দর জননী সম যাঁহার করুণ চিৎ রে॥
পুলকানন্দে নাচি গাহি যুগল নামের সুযশ রে।
দিবস রাতি কাটে যাঁহার সে যে গুরুদেব রে॥ ২৮

কলি কালে সর্ব্বযুগের যিনি মিলন সেতু রে।
পঞ্চ রসের পূর্ণপাত্র যাঁর সাধন ভজন রে॥
অঙ্গ অঙ্গে, যুগল সরকার, যাঁহার অনুভব রে।
নিত্য কালের কবি সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ২৯

ধন ধাম বিভব বিলাস যাঁহার কাছে তুচ্ছ রে।
একমাত্র প্রেমভক্তি যাঁহার প্রাণের কাম্য রে॥
অগুণ মাঝে সগুণ যিনি সবা হ'তে দীন রে।
নিত্য কালের বন্ধু সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩০

প্রিয়তম যাঁহার অধিক নাইকো কেহ নাই রে।
যাঁহা হ'তে অধিক সুন্দর খুঁজলে নাহি মিলে রে॥
মধুর হাত মধুর যিনি পরা মধুময় রে।
নর নারায়ণ সে যে হন শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩১

নিজগুণ শুনলে পরে যাঁহার অধিক সঙ্কোচ রে।
পরগুণে যাঁহার হৃদে উঠে প্রেমের তুফান রে॥
জনে জনে সম প্রীতি যাঁহার দিব্য চরিত রে।
প্রেমানন্দপুর সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩২

ধীর বীর সহনশীল যাঁহার অধিক নাইকো রে।
রাগদ্বেষহীন যিনি পূর্ণ নিরাসক্ত রে॥
উপাসনা প্রেমের ভজন বিরতি সরস ভক্তি রে।
অচল পথের নিত্য পথিক সে যে গুরুদেব রে॥ ৩৩

লীলা কমল বিনা যিনি দিব্য লীলাধাম রে।
তনুর মাঝে নিবাস করি নাইকো দেহভাব রে॥
ভোগের মাঝে থাকি যিনি পূর্ণ যোগীরাজ রে।
জ্ঞানী শিরোমণি সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩৪

যঁাহার পরশ দেয়গো প্রাণে সঞ্জীবিনী সুধা রে।
অন্ধে নয়ন খঞ্জে চরণ যঁাহার দিব্য সঙ্গ রে॥
যঁাহার শরণ নিলে পরে সকল ভয় পালায় রে।
সর্ব্ব অভাব রিক্ত করা সে যে গুরুদেব রে॥ ৩৫

শ্রীনাম-রূপ-লীলা-ধাম যঁাহার মাঝে প্রকট রে।
রসবিস্তার হেতু যঁাহার ভবে উদয় হোল রে।
নিত্য রসের দিব্য উজল যঁাহার দিব্য স্বরূপ রে।
মায়া-মানবক তিনি শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩৬

সংসার রূপ মরু মাঝে যিনি দ্রাক্ষা সম মিষ্ট রে।
ভাগবতের প্রাণ যিনি সিদ্ধ সুজান রসিক রে॥
দিব্য আ কর্ষণ যঁাহার অঙ্গে অঙ্গে বিরাজ রে।
রাজাধিরাজ বৈষ্ণব শিরতাজ সে যে গুরুদেব রে॥ ৩৭

অন্ত যঁাহার পা য়না কেহ তবু নীরব অতি দীন রে।
সবাই ভাবে!আমার তিনি—আমার তিনি—আমার রে॥
সবার মাঝে থাকি যিনি সবা হ'তে মুক্ত রে।
সে যে সত্য—নিত্য বস্তু—শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩৮

ইষ্ট হ'তে অধিক যিনি সেবক কাছে সত্য রে।
চির বাস যাহার অঙ্ক লভি লাজে রাজবেশ রে॥
কণ্ঠী তিলক শুভগ শৃঙ্গার স্বামী সীতারাম রে।
নিত্য লীলার সঙ্গী সে যে শ্রীগুরুদেব রে॥ ৩৯

তন্ত্র মন্ত্র বেদশাস্ত্র যাঁহার মাঝে লয় রে।
দীন হীন যাঁহার স্বভাব নাইকো কোন মান রে ॥
সবারে যিনি কর জোড়ে প্রণাম করেন নিত্য রে।
যুগল প্রেমের নিত্য দাসী সে যে গুরুদেব রে ॥ ৪০

কাল যাঁরে ডরায় দেখে করেন স্তুতি পূজা রে।
যাঁহার কাছে কাম ক্রোধ গাইলো যুগল নাম রে ॥
অহিংসা যাঁহার পঞ্চ প্রাণ প্রধান বল সহায় রে।
যুগল প্রেমের দীন কাঙাল সে যে গুরুদেব রে ॥ ৪১

সংসার ধর্ম্ম শিখান যিনি দিয়া নিষ্কাম ব্রত রে।
ত্যাগের পথে যাঁহার শিক্ষা সূর্য্যসম দীপ্ত রে ॥
ধর্ম্ম পথে পূর্ণ প্রেম শরণাগতি বারতা রে।
যাঁহার কণ্ঠে নিত্য বাজেসে যে গুরুদেব রে ॥ ৪২

জীবের স্বরূপ কিঙ্করী প্রধান সেবা যুগল ভজন রে।
যুগল প্রেমে অদ্বৈত সাধন এই সত্য সার রে ॥
সীতাপতির ভোগ রাগ আর যুগল নাম রে।
জনে জনে শিখান যিনি সে যে গুরুদেব রে ॥ ৪৩

সখ্য রসে সুদাম যিনি দাস্যে হনুমৎ রে।
বাৎসল্যে যশোদা আর মধুরে জনকললী রে ॥
শান্ত রসে শম্ভু সম সম-চিত্ত যাহার রে।
নররূপী সে যে হেন শ্রীগুরুদেব রে ॥ ৪৪

সুত অধিক বক্তা যিনি শ্রোতা পরীক্ষিৎ রে।
বলীর অধিক দানী যিনি লেখক গণপতি রে ॥
শঙ্কর সম পূজ্য যিনি রস সীতাপতি রে।
সে যে পরামার্থ গতি শ্রীগুরুদেব রে ॥ ৪৫

একের মাঝে দুয়ের মিলল প্রেম প্রেমাধার রে।
এক অঙ্গে সীতাপতি জানকী অন্য অঙ্গে রে ॥
কভু শ্রীমিথিলেশ কিশোরী, কভু রঘুনাথ রে।
যাঁহার লীলায় দিব্য প্রকাশ সে যে গুরুদেব রে ॥ ৪৬

কুবের হ'তে ধনী যিনি, বেগী বায়ু হ'তে রে।
সংহার লীলায় প্রলয় হ'তে যাহার অধিক শক্তি রে ॥
কোটি কাম রতি হ'তে যিনি অধিক মধুর মূর্ত্তি রে।
সে যে দীনের আলয়, নিষ্কিঞ্চন, শ্রীগুরুদেব রে ॥ ৪৭

সর্ব্ব জ্ঞানের সার যিনি বিদ্যা পারমিতা রে।
ভুক্তি মুক্তি যাঁহার সদা চরণ রজসেবে রে ॥
যাঁহার কৃপায় পঙ্গু সুখে গিরি লঙ্ঘন করে রে।
সে যে কৃপাবতার শ্রীগুরু, শ্রীগুরুদেব রে ॥ ৪৮

যাঁহার স্মরণ জাগায় প্রাণে আনন্দের বন্যা রে।
কাম ক্রোধাদি যায় রে গলে বিনা আয়াস শ্রমে রে ॥
ত্রিভুবনে সুখের স্মরণ যাহার তুল্য নাইকো রে।
সে যে প্রাণের প্রাণ, সুখের সুখ, শ্রীগুরুদেব রে ॥ ৪৯

যাঁহার শরণ পেলে মানব জীবন হয় ধন্য ধন্য রে।
শরণ মাত্রে দেন যিনি পরমাগতি মোক্ষ রে॥
সর্ব্ব সাধন সর্ব্ব কৃত্য যাহার কাছে তুচ্ছ রে।
সে যে হন রসনিধি শ্রীগুরুদেব রে॥ ৫০

কলি কালের ঔষধ-পথ্য শরণ সদ্‌গুরু রে।
জপ যাগ তীর্থ ব্রতে নাই কিছু কাম রে॥
গুরু তুষ্টে ব্রহ্ম তুষ্ট এই কথা সার রে।
গুরু রুষ্ট হলে পরে নাই কোন ত্রাণ রে॥ ৫১

ছল কপট ত্যাগ করি যে ভজে শ্রীগুরু রে।
তাঁর সম ভাগ্যবান নাইকো ভবে নাই রে॥
গুরুদেবের উচ্ছিষ্টান্ন সহিত অনুরাগ রে।
ভোজন করি জয় কর মিথ্যা বিষয় বাসনা রে॥ ৫২

শ্রীগুরু চরণ রজে কার সুসজ্জন রে।
ভাব দেবে প্রকট হয় এই জড় দেহে রে॥
গুরুপদ বারি পান যে করে সুখে রে।
হৃদ্‌গ্রন্থি ছিন্ন হয় কয় শ্রুতি সন্ত রে॥ ৫৩

ভয় কিরে ভয় কিরে ভয় কিরে ভয় রে।
নরতনুর মুখ্য লাভ শ্রীগুরু চরণ রে॥
নাই বা হোল সাধন ভজন সহায় গুরুদেব রে।
এমন কৃপাল মহাজনের জয় গাহ জয় রে॥ ৫৪

তামস তনু মলিন মন প্রেম বিহীন চিৎ রে।
কুটিল কালের সঙ্গ করি স্বরূপ গেলাম ভুলি রে ॥
রোগ শোক জরা মরণ ক্লিষ্ট জীবে দেখি রে।
বৈষ্ণব প্রাণারাম আসি অভয় মন্ত্র দিলেন রে ॥ ৫৫

সদ্‌গুরু নাম দাতা মধুর রসের ভাবুক রে।
যাঁহার পিছে আত্মজ্ঞান সদাই সুখে ধায় রে ॥
নিষ্কাম সেবা অষ্টযাম যাঁহার শুচি ধ্যান রে।
সে যে দয়াল প্রভু শ্রীগুরু সন্ত শিরতাজ রে ॥ ৫৬

গুরু গুরু গুরু বলি সদ্‌গুরু জয় রে।
গুরু ভক্তি ভগবান ভাগবৎ হয় এক বাণী রে ॥
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় রে।
নাচি গাহি বল সবে জয় গুরু জয় রে ॥ ৫৭

স্বার্থ পবমার্থ গুরু তন মন প্রাণ রে।
বিদ্যা গুরু অবিদ্যা গুরু গুরু মন্ত্র সাব রে ॥
জ্ঞান গুরু, ধ্যান গুরু, ভজন গুরুদেব রে।
শ্রীগুরুদেবের জয় গাহি বল জয় গুরু জয় রে ॥ ৫৮

গুরু মূর্ত্তি ধ্যান আর শ্রীযুগল নাম ভজন রে।
সবার অধিক সুগম মার্গ পরম সরস সুখদ রে ॥
গুরু রাম গুরু রাম গুরু সীতারাম রে।
সদ্‌গুরুর জয় গাহি বল প্রাণদাতা গুরু রে ॥ ৫৯

গুরু বিনা ভব নদী কেমনে হবি পার রে ।
হ'তে পার রুদ্র সম কিংবা ব্রহ্ম সম উচ্চ রে ॥
রাম কৃপা বিনা নাহি সদ্‌গুরু লাভ রে ।
সিয়ারামের জয় গাহি বল জয় গুরু জয় রে ॥ ৬০

আচার্য্য রূপী গুরুদেব পূর্ণ শক্তি ধাম রে ।
শক্তি সে যে শক্তিমানের পরম প্রিয় প্রাণ রে ॥
শক্তি সনে শক্তিমানের নিত্য রাস লীলা রে ।
শক্তি শক্তিমান রূপী শ্রীগুরু প্রাণ রে ॥ ৬১

পরাশক্তি জনকললী হনুমৎ সেব্য রে ।
গুরুদেবের বীজ রূপ নিত্য অপৌরেষেয় রে ॥
আচার্য্য রূপী সদ্‌গুরু হন মারুতি লাল রে ।
পবন সুতের জয় গাহি বল জয় গুরু জয় রে ॥ ৬২

গুরু কবি গুরু কাব্য গুরু ভাব ভাষা রে ।
গুরু, গুরু, গুরু, গুরু, গুরু বিশ্বব্যাপী রে ॥
আগে গুরু পিছে গুরু, গুরু সর্ব্বদিকে রে ।
দয়াল স্বামী গুরুদেব দিব্য প্রেম মূর্ত্তি রে ॥ ৬৩

এমন তনু এমন জন্ম আর কবে মিলবে রে ।
রাম কৃপায় যদি পেলি সদ্‌গুরু চরণ রে ॥
সর্ব্ব ভাব ত্যজি এবার সদ্‌গুরু জপ রে ।
মানব তনুর শ্রেষ্ঠ সাধন গুরু মূর্ত্তি ধ্যান রে ॥ ৬৪

সদ্ গুরু, সদ্ গুরু, সদ্‌গুরু রাম রে।
জনকললীর মূর্ত্ত প্রকাশ শ্রীগুরু আধার রে॥
প্রেম প্রেমাধার হন এক রূপে এক রে।
বড় ভাগে লাভ হয় সদ্‌গুরু শরণ রে॥ ৬৫

সদ্ গুরু বলরে মন প্রেমে অনুরাগে রে॥
আর পাবি না এমন সময় এমন নরতনু রে॥
মুখে শুধু বল সুখে দিয়া করতালি রে।
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু জয় রে॥ ৬৬

সেই ক্ষণ সেই লগন সেই তিথি বার রে।
কাতর হৃদয় যখন লয় শ্রীগুরু শরণ রে॥
ওরে এমন তর সুখের সাধন কভু নাহি মিলবে রে।
শ্রীগুরু চরণ বন্দি, বল জয় গুরু জয় রে॥ ৬৭

দিন যায় মাস যায় বরষ বিতায় রে।
দিনে দিনে ক্ষয় হোল শক্তি বুদ্ধি তেজ রে॥
চলার পথে অকাম বন্ধু গুরু বিনা নাই রে।
এমন কৃপা সিন্ধু ছেড়ে মন কেন বৃথা ভ্রমিস রে॥ ৬৮

ভ্রম সংশয় দূরে ফেলি আয় সবে ছুটি রে।
লোক লাজ মান ত্যজি অকাম প্রাণে আয় রে॥
দয়া-সিন্ধু মোদ-সিন্ধু সুখ-সিন্ধু ধাম রে।
গুরুদেবের জয় গাহি নাচ পরানন্দে রে॥ ৬৯

গুরু গুরু গুরু নামে মনের শঙ্কা যায় রে ।
প্রাণে বল আসে আর মনে তেজ আসে রে ॥
স্বরূপ দর্শন হয়রে তখন চিত্ত মাঝে জীব রে ।
আপন সত্ত্বায় সুখে ভাসি ভজে গুরু প্রাণ রে ॥ ৭০

নাম দাতা প্রেম দাতা জয় গুরু জয় রে ।
নিত্য অকল নিরঞ্জন মন বুদ্ধি পার রে ॥
পরাশক্তি বিদ্যা মায়া সবই গুরুদেব রে ।
গুরুদেবের শরণ লয়ে লভ মায়াপতি রে ॥ ৭১

গুরুদেব চায় না কিছু ধন ধাম সুখ রে ।
একমাত্র নামের কাঙাল হন গুরুদেব রে ॥
সীতাপতির জয় গাহি রট গুরুদেব রে ।
মহামায়ার স্তুতি করি বল জয় গুরু জয় রে ॥ ৭২

অন্ত কালে গুরুদেব দিবেন অভয় ক্রোড় রে ।
যম দূতে শাসন করি দিবেন পরম ধাম রে ॥
সাকেতধামে নিত্য সুখে কিঙ্করী ব্রতে রে ।
মিলবে সেবা সুখাধার পরানন্দ ময় রে ॥ ৭৩

সেথায় কাম নাই ক্রোধ নাই দেশ কাল নাই রে ।
এক রসে থাকি সদা যুগল সরকার মাঝে রে ॥
নিত্য ভাবে কুঞ্জ কেলি যুথেশ্বরী গুরু রে ।
প্রেম দশায় ভজে সবে যুগল সীতারাম রে ॥ ৭৪

জনকললীর কৃপায় হায় যুথেশ্বরীর অলি রে।
পরমানন্দে লুটরে মন যুগল ভজন রস রে॥
কুঞ্জ কেলির জয় গাহি বলি জয় যুথেশ্বরী রে।
রসাশ্রিতা হয়ে তখন লভ মহাভাব রে॥ ৭৫

গুরু বিনা কি দিবে এমন চিন্ময় তনু রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিতে নারে ভজন তনু সিদ্ধ রে॥
হরি গুরু বিনা গরল কে করে পান রে।
গুরু বিনা মৃত জনে কে দেয় প্রাণ রে॥ ৭৬

গুরু কৃপা, গুরু সেবা, গুরু ভজন সার রে।
গুরু, গুরু, গুরু, গুরু, গুরু নাম জপ রে॥
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বলি রে।
শ্রীগুরু চরণতলে জীবন বিকাও রে॥ ৭৭

গুরু গুরু গুরু জপে হৃদয় তম যায় রে।
পরানন্দ সরিৎধারায় ভাসে জীব সত্তা রে॥
গুরু মাঝে যুগল নাম যুগল মাঝে গুরুর।
নিত্য সুখে বিনোদ-করে প্রেমানন্দে ভাসি রে॥ ৭৮

সন্ত সুজান বৈষ্ণব প্রাণ দিব্য কৃপারু ধাম রে।
শুভশীলা দুষ্টা কুটিল পরম ক্রূর গতি রে॥
দয়াবতার সন্ত সমাজ দেহ দান দেহ রে।
শুভশীলার বিনয় শুনি দেহ শ্রীগুরু চরণ রে॥ ৭৯

দশম উৎস

তুমি যে আনন্দকন্দ

[শ্রীগুরু আচার্য্য আনন্দাংশে শুচি সুন্দর বিমল জীবাত্মার স্বরূপে নিত্যরাসে অনন্ত সুখধাম শ্রীযুগল সরকারের সহিত যে প্রেমবিনোদ করিষা থাকেন—সেই অপ্রাকৃত দিব্যরসের দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত ।]

ও শান্ত কোমল অরুণ চরণ নন্দন পথগামী ।
মরকৎ মণি নখ শশী পরে হেরি নাশে মদকামী ॥
গুঞ্জে ও পদে নূপুর যুগল ।
সংশয় হর অতি সুখমূল ॥
বন্ধন কাটি জন্ম অমৃত পীত পট উজ্জ্বল স্বামী ।
সুন্দর তনু পীন পয়োধর স্বামিনী তোমারে নমি ॥

দিব্য ভূষণ রমণীমোহন কণ্ঠে তুলসী মাল ।
মুখারবিন্দ কুসুম কুন্দ সরস প্রেমের জাল ॥
কৃপা বরিষণ নয়ন সঘন ।
নাসিকা দিব্য তিল সুমন ॥
অধরচন্দ ভ্রু-যুগল স্পর্শে শ্রবণ প্রান্ত ।
সীমাহীন তুমি করুণেশ স্বামী লীলাতনু ধর সান্ত ॥

৩

উদার ললাটে বৈষ্ণব তিলক শ্রী-বিন্দু সাথ।
হেরিয়া যাহারে লজ্জা লভিল শত কোটি রতিনাথ॥
অলক চিকণ শির পরে শোভে।
গুণ-গুণ রত অলিগণ লোভে॥
অমিয় সিন্ধু সিয়ারাম নাম বদনে গাহিয়া স্বামী।
অবিরল প্রেমে মগ্ন হইয়া হেরিতেছো নাম-নামী॥

৪

মূরতি মধুর সলাজ বধূর কান্ত বিরহ ব্যাকুল।
অনুক্ষণ শুধু পিরিতি শ্যামের কামনা সরস অতুল॥
রটি স্বামী নাম কহি স্বামী কথা।
মরমী প্রেমের বুঝিবে সে ব্যথা॥
মানস সঙ্গ করি নিশিদিন বধূ কাটে যে তোমার বেলা।
বিরহী প্রেমের ওগো পাগলিনী সহে না দারুণ জ্বালা॥

৫

গগন নীলের পানেতে চাহি সহসা কাহারে কহ।
তুমি কী আমার দয়িতে রেখেছো বক্ষে জোড়িয়া কহ॥
শুনি সে কথা গগন নীরব।
দুষ্টামি করে চন্দ্র করব॥
কান্ত বিহনে নববধু মনে সরমে পড়ে না দাগ।
চিত্ত ভরিয়া স্বামী পদে দেয় দম্পতি অনুরাগ॥

৬

আপনার মনে খেলে একাকিনী বর বধু দুই সাজে।
মিথিলা কিশোরী রূপেতে কখন কখন বা রঘুরাজে॥
সঞ্চারী রসে হইয়া মগন।
ভুলেছে আত্ম সুখের যতন॥
বর্দ্ধন রতি রাস সরস এই আশে শুধু রয়।
নিঃশেষে দিয়া আপনারে তুলি গাহে যে স্বামীর জয়॥

৭

কনক আসনে যুগলে বিরাজে দুঁহু করে দিয়া কর।
নয়নে বরষে প্রেমের তুফান হিয়া রতিভরে জর জর॥
বিশ্ববিমোহিনী অবনিজা জানি।
নীল নবঘন রসিক চূড়ামণি॥
বসি পাশাপাশি পরা দম্পতি জনগণে দেয় সুখ।
অলিগণ সবে প্রেমের দশায় অবশে হইল মূক॥

৮

মঞ্জরী প্রেমে বিভোর হইয়া স্বামিনী যুথেশ্বরী।
সম্ভোগ সুখে অশেষ মজিয়া রসে ভাসে সঞ্চারী॥
অকথ তব ভজন বিভব।
কপট হীন দীন শুচি ভাব॥
বাঁধিলে প্রীতির মধুর ডোরে যুগল আনন্দ কন্দ।
নির্ভরা প্রেমে ভেসে যাও এবে গাহিয়া সিয়াজু শ্রীরঘুনন্দ॥

৯

বদনে ভরিয়া মধুর হাসি নয়নে করুণা রাশি।
মঙ্গল দীপে করো আলো প্রভু অন্তর তম নাশি॥
মৃদুল স্বভাব দীন অকিঞ্চন।
পদে পদে জাগে ফুল নন্দনে॥
দীনতা মৃদু ধায় মূরছিত হয় কঠিন ভয়ংকর।
হেরিয়া মনেতে শঙ্কা জাগে তুমি যে স্নিগ্ধ ললনা বর॥

১০

তোমার শীতল পরশ লভি কামনা বাসনা দ্বন্দ।
সরস ভজনে জীবন পাইয়া ভুলিল করম মন্দ॥
যুগল রসে হইয়া মধুপ।
ভজে সিয়া সাথে কোশল ভূপ॥
জঞ্জাল হোল নির্মল শুচি হেরি জাগে যে পুলকানন্দ।
তুমি রসরাজ কবি চূড়ামণি সরস সুখের কন্দ॥

১১

নির্জন বন প্রান্তরে থাকি করিলে গোপন সঙ্গ।
ভাগবত রস সুপান করিয়া নবারুণে ভরা অঙ্গ॥
কুসুম কোরকে ভৃঙ্গ মগ্ন।
সিয়া রঘু পদে সতত চুম॥
সুখের অবধি যুগল ভজনে কাটে বিনীদ্র রজনী।
যতনে রাখি হৃদয় কুঞ্জে পরাপ্রেম সুহাসিনী॥

১২

শ্রাবণ দিনের মেঘলা বেলায় উচাটন তব মন ।
দয়িত সঙ্গ করিয়া কামনা আনমণ অনুক্ষণ ॥
স্খলিত চরণ সরম জড়িত ।
কটিতটে বেণী কুসুম জটিত ॥
নন্দিত হোল হৃদয় বীণা দিব্য গুঞ্জরণে ।
মুদ্রিত হোল নয়ন যুগল হরষ মগন স্বপনে ॥

১৩

কামনাবিহীন এ যে অভিসার দ্বৈত সুখের চির অভিলাষ
বাহির বিশ্ব হারাল সকল দেখি সে যুগল রাস ॥
নীলাম্বরী পরি মিথিলা কিশোরী ।
সঙ্গে অযুত সরসিত নারী ॥
রঘুকুল মণি শ্রীরাম ঘেরি করিছে নন্দ কেলি ।
সে সুখ সে দশা নাহি যায় বলা চিত্ত হয় যে বিকলি ॥

১৪

কনক কিরীট শুভ পীত পট পরিয়া যুথীর মালা ।
পূরণ কাম বিগলিত প্রেমে করিছে মোহন লীলা ॥
রক্তি ভরা সুখে অধর দুখানি ।
কাঁপিতেছে যেন মুরতি লাবণি ॥
মুগ্ধ নয়নে রহস অনুপ অকথ কাব্যময় ।
যুগল মিলেছে বসন্ত রাগে দিব্য সে অভিনয় ॥

১৫

পূর্ণিমা রাতে ঝুলন খেলায় ফুলদল বহু রঙ্গ।
গাঁথি সযতনে সুরভি মাল্য পরালে যুগল অঙ্গ॥
চূয়া-চন্দনে চর্চ্চিত ভাল।
অলক্ত রঞ্জিত চরণ কমল॥
কুম কুম ফাগে অরুণ হইল বিহ্বল এক সন্ধ্যা।
যাম সুরভিত কুসুম কোরকে হাসিছে রজনীগন্ধা॥

১৬

ফুল দোলে আজি বসেছে যুগল চন্দ অমিয় পারা।
নয়ন সজল প্রেমেতে উতল অলিগণ বাঁধন হারা।
দিয়া মৃদু দোল যুগল ঝুলনে।
কণ্ঠ ঝরিল গীতিকা মিলনে॥
মঞ্জরী প্রেমে সদা সুখে ভাসি তুমি যে আনন্দকন্দ।
ওহে রসরাজ অপরূপ সাজ মধুময় তব ছন্দ॥

১৭

ঝুলন রভসে ডুবিল জগৎ কামগন্ধ হীন।
অকথ সুখেতে মগন সবে প্রেমেতে সরস নবীন॥
চেতন অমল জীবের দশায়।
দেশ কাল লয় হোল গো সেথায়॥
পরম পুরুষ শ্রীরঘুনন্দ শোভা-শীল-বল ধাম।
অযুত ভুবন কিঙ্করী সবে সেবারত বসুযাম॥

১৮

তব রতি রাসে কান্ত মিলন মৃদুল মধুর পরশে।
অতি বড় সুখে বিভর হইয়া ভুলিল চেতন হরষে॥
দেহ লয় হোল গলিত সুধায়।
ভাসি আনন্দে অরূপ কায়ায়॥
নয়নে বহিল প্রেমের বিজুরী বদন গাহিল নাম।
মর্ম্মর রাগে চরণে পড়িলে গাহিয়া যে সিয়ারাম॥

১৯

দয়িত পরমে সেবিয়া যতনে উজ্জ্বল তব চিত্ত।
ধুপ দীপ আর অগুরু চুয়ায় বিনয় দীনতা মত্ত॥
মধুময় ফল কন্দ ভোজন।
পরমানন্দে করিলে অশন॥
শয়ন কুঞ্জে রচি ফুল সেজ মোদিত করিলে পবন।
কনক প্রদীপ জ্বলিল ভবনে অনুপম রাগে মগন॥

২০

প্রেম দশা লয়ে যুগল লভিল সজনী রসিক অঙ্গ।
হ্লাদিনী পরমা মহাভাব ধরি লভিল জানকী সঙ্গ॥
কুঞ্জ দুয়ার বাহিরে বসিলে।
বক্ষ ভাসিল প্রেম সলিলে॥
পূর্ণানন্দে মগন চিৎ নাই কোন দীন ভাব।
স্বামিনীর সুখ তোমার ভজন উজ্জ্বল তব লাভ॥

২১

প্রহরের পর প্রহর জাগিলে স্মরিয়া যুগল নাম।
ধ্যায়ানে রাখিলে যুগল মুরতি অপরূপ সীতারাম॥
আত্মসুখের নাইকো বিচার।
যুগল সেবার পূর্ণ আগার॥
বিহ্বলা প্রেমে সেবিতেছো স্বামী সহায় স্বামিনী কৃপা।
ধন্য সাধু অকথ বিভব তব বিরদ যায় না মাপা॥

২২

প্রত্যুষে অতি গোধুলি লগ্নে করিয়া বিনয় আরতি।
প্রণতপাল স্বামীরে জাগায়ে গাহিয়া মধুর প্রভাতী॥
শুনি তব বাণী দেখি তব প্রীতি।
আনন্দ কন্দ হরষিত অতি॥
করুণাসাগর বর্ষণ স্রুত নয়ন পুলকানন্দ।
তোমারে জানালো সাদর প্রণয় সিয়াজু শ্রীরঘুনন্দ॥

২৩

ভাসি রতি সুখে কাতর বয়ানে কহিলে যে দীন বাণী।
ওহে রসময়—দেহ বরদান—তোমারই যেন জানি॥
তোমারই কৃপায় ওহে দয়াময়।
ত্যজিয়া সকল কামনা বিষয়॥
রঞ্জন উর জন নন্দন তুমি হয়ো গো কণ্ঠহার।
জানকী সমেত শ্রীরঘুনন্দ এই তো জীবন সার॥

২৪

অজ্ঞান আমি কুটিল কুজ্ঞান দীন হীন লঘু মতি ।
আত্ম সুখেতে সতত মগন না জানি ধর্ম্ম বিরতি ॥
জীব জড়তার করিয়া বিকাশ ।
ভজন ভাবের কর হে প্রকাশ ॥
দিবস যামে স্মরণ মনন দেহ হে রটন সিয়ারাম ।
তুমি সমর্থ সুস্বামী প্রভু তুমি যে পূর্ণকাম ॥

২৫

শুনি সে দীনতা যুগলে ভাসিল অজস্র নয়ন লোরে ।
কহিল বচন অমিয় নিধান পরা প্রেম রতি ভরে ॥
অনুপম তব মঞ্জরী প্রেম ।
কামনা বিহীন নির্ম্মল হেম ॥
তুমি পবিত্র উজ্জ্বল সদা নিত্য রাসের কিঙ্করী
পতিত পাবন তোমার চরিত আশ্রিত রস সঞ্চারী ॥

২৬

তুমি যে আমার মধুর মুরতি তুমি যে আমার প্রেম ।
তুমি যে আমার হৃদয় মাল্য তুমি যে ধর্ম্ম নেম ॥
শাশ্বৎ তব রসের বিলাস ।
দয়িত সুখের পরম হুলাস ॥
তুমি যে আমার সুখের সাগর দিব্য পরমানন্দ ।
তুমি যে আমার মঞ্জরী প্রেম মুগ্ধ সহজানন্দ ॥

২৭

হেরিয়া নয়নে কান্ত পীরিতি পুলকি উঠিল চিত্ত।
অপার সুখের সায়রে ভাসিনু ভুলিনু সকল বিত্ত॥
নয়নে বহিল আনন্দ লোর।
শঙ্কাশূন্য হৃদয় যে মোর॥
সাধুর চরণে করিনু প্রণাম ভজন বিহীন প্রাণে।
হৃদয় ভরিল হরষিত গানে দয়াল প্রভুর দানে॥

২৮

কাতর কণ্ঠে শুভশীলা কহে দিব্য প্রেমের ঠাকুরে।
শরণ তোমার মাগি বারে বারে দেহ হে দুখী দাসীরে॥
শিখাও ভজন যুগল গীতি।
চরণ কমলে সুস্নিগ্ধ মতি
তোমার মাঝারে হেরি যেন প্রভু জানকী শ্রীরঘুনন্দ।
তোমার সেবায় মগ্ন রাখিও কান্ত পরমানন্দ॥

২৯

শিখাও দীনতা আর্ত্ত প্রণতি বিরাগ সহজ প্রেম।
ধর্ম্ম চরিত শিখাও হে প্রভু সহিত নিষ্ঠা নেম॥
জনমে জনমে তোমার শরণ।
তোমার ভজন তোমার চরণ॥
দিবস নিশি বদন ভরিয়া দিও হে যুগল নাম।
আমি যে একান্ত তোমারই স্বামী সুন্দরে সুখধাম॥

৩০

চরণ প্রান্তে প্রাণনাথ স্বামী রাখিও মুগ্ধ স্মরণে।
দিবস নিশি মগন তোমাতে অশন শয়ন স্বপনে॥
করুণা তোমার বিহ্বল গতি।
জাগাবে প্রাণে রসঘন প্রীতি।
বিফল পরাণ গাহিবে হরষে মধুময় যুগনাম।
জীবন মরণ তোমার শরণ শাশ্বৎ সুখধাম॥

৩১

কান্ত তুমি—শ্রীগুরু তুমি—জীবন দেবতা স্বামী।
কলুষ কঠিন দুর্জ্জয় ভাঙ্গি রচ গো আমারে তুমি॥
অরূপ তোমার ছন্দ কাব্য।
অকথ প্রেমের গীতিকা নব্য॥
দিব্য তব পরশে প্রভু বাজাও হৃদয় মঞ্জু বীণ।
গরবিনী কর এ অভাগীরে রাখিয়া তোমারে ধ্যেয়ানে লীন॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

একাদশ উৎস

আত্ম দর্শন

নব জীবনের অরুণ প্রভাতে তোমারে নমি গো গুরু।
বন্দনা তুমি বেদবিজ্ঞ তুমি নিগম কল্পতরু॥
শাশ্বৎ তুমি সুষমা সিন্ধু করুণা বরুণালয়।
নির্ম্মল জ্ঞান শুদ্ধ চেতন তুমি যে জ্যোতির্ম্ময়॥

উদাসী তুমি কামনা রহিত তুমি হে ধর্ম্মমূল।
দীনতা পরম দীপ্ত তুমি সুন্দরে শুচি ফুল॥
কর্ম্ম যজ্ঞে নিষ্কাম হোতা তুমি ধর্ম্মে দীক্ষা গুরু।
স্মরণ মননে পতিপদ রজা স্নিগ্ধ ললনা চারু॥

চেতো দর্পণে তোমার স্বরূপ যবে আপনি দিল গো ধরা।
অঞ্জন হীন নিত্য নূতন সে যে আনন্দ দিব্য পারা॥
তোমারই প্রেমের উজানে বহিল এ দীন তরণীখানি।
বন্দনা করি তোমারই গুরু জুড়িয়া যুগ্ম পানি॥

আজ মনে পড়ে বিহ্বল চিতে ফেলা আসা দিনগুলি।
জীব-জড়তায় জর্জ্জর সে যে বৃন্ত চ্যুত যে কলি।
ছিন্ন পরাণে কামনা বাসনা কপট দম্ভ মান।
সুখের রাজ্য রচনা করিয়া গাহিল বিজয় গান॥

মনমুখী জীব রাখি দূরে সদা সত্য বিমল কান্ত।
হরণ করিল নির্ভয়ে থাকি ধীর জীবন শান্ত॥
শত কামনায় উন্মাদ জীবে লয়ে গেল মরু প্রান্তে।
অলীক সুখের সৌধ রাখি দুঃখ দিল যে অন্তে॥

অহংকারের তূর্য্য নিনাদ হানিয়া সগৌরবে।
অশুচি কঠিন কলুষ পুঞ্জ পরাণ লভিল সবে॥
অজ্ঞান রত দুষ্ট সতত নির্ম্মম ভ্রষ্টাচারী।
বিমল জীবের ধর্ম্ম নাশিল এ ছয় দৈত্য ভারি॥

রূপ রস আর গন্ধ পরশে কামিনী গরল কাঞ্চনে।
সংসৃতি জাল সযতনে পাতি বাঁধিল মুক্ত চেতনে॥
শুদ্ধ বিমল কিঙ্করী প্রাণে রচিল অহং তরু।
দাসীত্ব ভুলিয়া কর্ত্তা সাজিয়া জীবের যাত্রা হইল সুরু॥

গৃহ পরিবার আর বিষয় অসার সংশয় ভ্রম দ্বন্দ্ব।
কঠিন কলুষে বদ্ধ করিল অনন্তানন্ত কন্দে॥
দুষ্ট জড়ের সঙ্গ করিয়া চেতন হইল জড়।
দেহে আত্মজ্ঞান হইল অচিরে মৃত্যু লভিল অমর॥

ভোক্তা হইল দ্রষ্টা চেতন অকামী হইল কামী।
বিমূঢ় হইল অজ্ঞানধন দাসী হইল ভর্ত্তা স্বামী।
বন্ধনে শত রহিয়া সতত মুক্ত পুরুষের মিথ্যা ধ্যান।
কামনা অধীন বাসনা অধীন অলীক স্বপনে নিত্য স্নান

দুঃখ সাগরে মজ্জন করি জীব কেমনে পাইবে সুখের আগার ?
অভিমানী মূঢ় বুঝেও বুঝেনা অসহায় কত দুর্নিবার ॥
অজ্ঞান তমঃ দীপ খানি জ্বালি নয়ন প্রান্তে রাখিয়া ।
আত্ম স্বরূপ ভুলি গেল জীবে কল্মষ-কলি মাখিয়া ॥

পূর্ণানন্দের কনক কলস হইল শূন্য রিক্ত পাত্র ।
শান্তি বিহীন বিরাম হীন হইয়া ভ্রমে দিবস রাত্র ॥
এই মত হায় অসহায় জীবে মোহ আলস্য প্রমাদে ।
জীবনের পর জীবন যাপিল তিক্ত মরমী বিষাদে ॥

একদা কোন নির্ভরা সুখে দেখিতে পাইনু স্বামী ।
কৃপা করি তুমি আসিয়া দাঁড়ালে দয়াল অন্তর্যামী ॥
গৈরিক বসন ললাটে তিলক নয়নে করুণা ঝর্ণাধার ।
শান্ত চরণ মুখে হাসি দীন পরাণ সতত শঙ্কাহার ॥

অমান দীনতা বিরতি বারতা সরসিত তনুখানি ॥
সন্তোষ ধাম হৃদয় আগার জ্ঞান সরস খনি ॥
স্নিগ্ধ সুধার জননী পরশে অভয় অঙ্কে লয়ে ।
নিত্য জ্ঞানের দিব্য প্রদীপ জ্বালিলে চিত্ত দিয়ে ।

তিমির রজনী নিভিল সহসা হেরিণু সুনীল আকাশে ।
আনন্দময় জীবের স্বরূপ নন্দিত প্রেম বিলাসে ॥
কামনা বাসনা কপট দম্ভ লোভ মিথ্যা ভয় ।
নির্মল হোল পূত-পরশে দূর হোল সব সংশয় ॥

ভাস্বর তোমার নয়নে লিখা পুড়িনু পীযূষা ধারে।
মুক্ত জীবের স্বরূপ দিব্য প্রেম প্রেক্ষাগারে॥
অজস্র সুখের নিত্য তুফানে সে যে জয়গান গাহি চলে।
কিঙ্করী ব্রত ভজন নিরত দুই বাহু সুখে মেলে॥

সে যে অনুপম সুন্দরতম স্নিগ্ধ ললনাবর।
স্বামীপদ রজে সঁপিয়া জীবন দীন ক্লান্তিহর॥
সত্য সুন্দর দর্শনে জীব লভিল নিত্য পরিচয়।
সেই সুখে ভাসি প্রেম মগনে লইল শরণ অভয়॥

মোহ মুগ্ধ ত্রিতাপ দগ্ধ ক্লিষ্ট জীবের অভ্যুদয়।
দর্শনে তব হইল হে গুরু বিরতি-প্রেমের সমন্বয়॥
তুলনা রহিত চরিত তব স্নিগ্ধ পীযূষে অনির্ব্বাণ।
সুখেরকন্দ বিমলানন্দ ভেদভক্তির পঞ্চপ্রাণ॥

একাধারে তুমি স্নেহের সৌধ মুক্ত জীবের সুখের ধাম।
প্রজ্ঞানঘন দেবতা রূপে তুমি যে পুনঃ আপ্তকাম॥
দীন জনের শরণ তুমি—শঙ্কাহরণ তোমার নাম।
অবিরল প্রেম তোমার গতি করুণা রসের মুরতি ললাম॥

তুমি নির্ভয় স্বামী—সত্য পরম—বিবেক চূড়ামণি।
মহাবীর তুমি কান্ত সুধীর তুমি যে পরশমণি॥
তুমি অনন্য ধর্ম্ম স্বরূপ বেদ পুরাণের সুখের প্রাণ।
সাধ্য সাধন তোমার মাঝারে মিলিত সুরে গাহিল গান॥

তুমি মন্ত্র তুমি তন্ত্র তুমি যে শাস্ত্র নিখিলময় ।
তুমি পণ্ডিত তুমি যে কোবিদ দিনার্তিদীন হে দয়াময় ॥
অগুণ সগুণ তোমার মাঝারে সুখের বিলাসে নিত্য মগন ।
উপাসনা প্রাণে সগুণ তুমি ওঁকারে তব অগুণ মিলন ॥

তুমি বাণী প্রভু তুমি ভাষাবিদ তুমি কবি প্রভু কাব্যময় ।
জন্ম মরণ রহিত তুমি পরাজ্ঞানে তুমি নিত্য অভয় ॥
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি প্রদাতা চিন্ময় তব বারতা নব ।
জ্ঞানের অগম তব পরিচয় এ ক্ষীণ বাণীতে কেমনে কব ॥

তোমার প্রসাদে লভিনু যে প্রভু বিমল জ্ঞানের উজল ধারা ।
ভজন তব নির্ভরা সুখে জীবের মন্ত্র তন্ত্র পরা ॥
তোমার শরণ চিন্তা হরণ তোমার ভজন জীবন সার ।
কিঙ্করী ব্রত চরম ধর্ম্ম গলিত পরাণে অশ্রুধার ॥

মোহ নিশা মাঝে তুমি হে প্রভু সদা জাগ্রত মহারাজ ।
তুমি অকথ ঐশ্বর্য্য বিলাস চির মঙ্গলময় তব সাজ ॥
কামনা বাসনা তোমার মাঝারে হইল প্রেমে সমুজ্জ্বল ।
চিত্ত ভরিল দীনতা গানে সরস ভজন পরাণ বিকল ॥

তোমার চরণে বসিয়া প্রভু গাহিনু আজিকে শ্রীগুরু জয় ।
তুমি স্বামী প্রভু জীবন দেবতা তুমি যে সুধার পূর্ণালয় ॥
এবে কামনা বাসনা সকল ত্যজিয়া সেবিব সোহাগে ও
চরণমূল ।
পরা প্রেমে আর ভরা উৎসবে গাহিব ভজন হইয়া আকুল ॥

দাসী শুভশীলা জনমে জনমে মাগে প্রাণনাথ চরণে রতি।
তুমি প্রেম প্রভু তুমি প্রেমাধার তুমি যে অবলার একান্ত গতি॥
নির্জ্জনে বসি গাঁথিয়া মাল্য চুয়া চন্দন অগুরু সাথে।
পূজিব মূরতি দেহ প্রভু দান সরস সজল নয়নপাতে॥

তোমার ভজনে তোমার স্বপনে তোমার মধুর বিলাসে।
এ দেহ পরাণ তুলি দিব সুখে মুক্ত সুধার হরষে॥
তুমি প্রভু প্রাণ—প্রাণ হতে প্রাণ—তুমি যে সুখের জীবন।
তোমার বিহনে শূন্য এ ধরা তুমি যে দাসীর গোপ্য ধন॥

তব কাছে নাই কিঞ্চিৎ ভয় তব কাছে নাই কপট ছল।
সত্য প্রেমের উজানে প্রভু তুমি রূপে রসে ঝলমল॥
দেবতা জানি না স্বরগ জানি না করিনা মোক্ষ কামনা।
তোমার সুধার স্মরণে রহিব এইটুকু মোর বাসনা॥
যুগ যুগ ধরি নির্ভরা প্রেমে তোমারই গাহিব জয়।
চিত্ত পরাণে দেহ মনে গানে সতত বিরাজ হে করুণাময়॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

দ্বাদশ উৎস

হরি আমি চাই না হ'তে তোমার দাস

হরি আমি চাই না হ তে তোমার দাস।
তোমার দাসের নাই কো বিরাম
নাই কো কোন অভিলাষ ॥

অষ্টযাম সেবায় রত
তোমার ধ্যানে রয় সতত
পূজা পাঠ ভোগ আরতি
অন্তে জানায় করি মিনতি
নিত্য কর হে শ্রীহরি
তোমার ধামে দিব্য বাস ॥

শুদ্ধ শুচি দীন অমান।
পরের দুঃখে কাঁদে পরাণ ॥
হৃদয় যে তার সন্তোষ ধাম।
চায় না কিছুই সদাই অকাম ॥
স্নিগ্ধ সরস শীতল মধুর।
মূরতি দিব্য বিরহ আতুর ॥
মগ্ন রহি তোমার লীলায়।
মুখে নাই কো কোন ভাষ ॥

আহার বিহার সঙ্গ ত্যজি।
তোমার কথায় রয় যে মজি॥
চিত্ত তাহার কর্লে বিকল।
কেমন তুমি কয় হে অমল॥
ঘরের বাহির কর্লে তারে।
পুত্র কন্যা ফেলি দূরে॥
রিক্ত করে ভিক্ষা ঝুলি।
ভূষণ পীত বাস॥

নাই কো ব্রত নাই কো যাগ।
নাই কো ভক্তি কিংবা বিরাগ॥
কর্ম্ম জ্ঞানের আয়াস সাধন।
পাবার তরে নাই কো যতন॥
তোমার ভজন তোমার শরণ।
এই তো তাহার খাস॥

ছল কপট হীন হৃদয় খানি।
তোমার নিবাস নিত্য জানি॥
মঞ্জু মৃদু মধুর হেসে।
বসলো যুগল ভালবেসে॥
বামে শোভে জনকললী।
কী বা কব রূপ রসেলী॥
উজল করা পূর্ণ শশী।
(যেন) নীল গগনে চলে ভাসি॥

নয়নে ঝরে করুণা রাশি ।
নীলাম্বরীর দিব্য হাসি ॥
দখিন ভাগে কোশলমণি ।
হাতে লয়ে ধনুষ খানি ॥
মোহন কিরীট মাথায় পরি ।
বসলো প্রাণের শ্রীমুরারি ॥
এ যে ভক্ত প্রেমে তুষ্ট হ'য়ে
একের হোল দ্বৈত বিলাস ॥

মধুর রংএ রাঙ্গিয়ে মন ।
(হরি) ভক্ত তোমার সদাই মগন ॥
যুগল ভজন যুগল নাম ।
চিত্ত ভরি সীতারাম ॥
বিশ্বব্যাপী যেথায় যখন ।
পড়ে তাহার প্রেমের নয়ন ॥
যুগল রূপের মোহন বিলাস ।
এই তো তাহার আশ ॥

সাঁজ সকালে চয়ন করি ।
বেলা মালতি জুঁই কাবেরী ॥
নয়ন জলে সরস করি ।
গাঁথে দিব্য মাল্য জোড়ি ॥
দধি ছানা মিছরি মাখন ।
খাওয়ায় তোমায় করি যতন ॥

থরমান্ন রসাল অতি ।
তুমি খাবে এই মিনতি ॥
তোমার দিব্য শয়ন শেষে ।
তাহার স্বল্প অবকাশ ॥

তাহার হৃদয় জুড়ে রয় যে তুমি ।
তোমার হ'য়ে ভুললো 'আমি' ॥
এ যে সাগর পরে নদীর মিলন ।
নাম-রূপ হীন আনন্দঘন ॥
অথৈ অতল গভীর জলে ।
মিললো আসি সকল ফেলে ॥
এবার কান্না হাসির অন্ত হোল ।
লভি শরণ ও পদ কমল ॥
ধুয়ে মুছে বেরিয়ে গেল ।
জন্ম জন্মের চিত্ত মল ॥
প্রকাশ পেলো শুদ্ধ তন ।
ভজন তোমার দিব্য রতন ॥
তাই নিত্যানন্দময় হ'য়ে
রয় যে তোমার দাস ॥

(হরি) তোমার দাসের নাই কো জাত ।
আত্মীয়তা সবার সাথ ॥
হরির হ'য়ে হরির রয়ে ।
করে শুধু প্রেমের বিলাস

তোমার ভজন একক সাধন ।
অন্য কিছু জানে না মন ॥
প্রাণনাথের সুখে রমন ।
পতিব্রতার আত্ম নিবেদন ॥
বদন ভরি গাহে সে যে ।
শুধু যুগল সুযশ ॥

তুমি যারে লবে কাছে ।
(হরি) সেই তো তোমার দাস ॥
তোমার দাসের তোমা হ'তে ।
তাই অধিক প্রকাশ ॥

(হরি) তোমার সেবায় বত্রিশ দোষ
পুরাণ পুঁথি কয় ।
তুমি যারে বরণ কর
তারে কোন দোষ না লাগয় ॥
তামস তনু মলিন মন
মুঁই সর্ব্ব সাধনহীন ।
সদা মদ মানে রত
নয় কো চিত্ত দীন ॥*

তোমার সেবার যোগ্য নহি
বুঝি মনে মন ।

তাই দীন দয়াল বৈষ্ণব কৃপায়
লইনু তোমার দাসের শরণ ॥
তোমার দাসের সেবায় জানি
নাই কো প্রত্যবায় ।
সদোষ হ'লেও পূজা আদি
তিনি উত্তম কথয় ॥
তোমার দাসের পদরজের
মুঁই কাঙাল হোই ।
জন্মে জন্মে তোমার দাসের যেন
অভয় শরণ পাই ॥
হরি তোমার শরণ অগম জানি
এই করিনু আশ ।
চিত্ত ভরি পরাণ ভরি করো মোরে
তোমার দাসের দাস ॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ।
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ।

ত্রয়োদশ উৎস

শ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ

দুর্লভ এই নরতনু লাভ দুর্লভ হরি ভগতি।
সদ্‌গুরু কৃপা দুর্লভ সার কহ দীন মূঢ়মতি॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভজন বিচারে সন্ত মাঝারে এ তিন ভেদ।
কেহ বা কর্ম্মী কেহ বিজ্ঞানী কেহ বা ভজনে হইল অখেদ॥
কর্ম্মী গুরু যাগ যজ্ঞে বার ব্রত আর তীর্থ দানে।
উপদেশ করেন শিষ্য সেবকে সহিত বিবিধ ধর্ম্মাচরণে॥
জ্ঞানী গুরু দেন মন্ত্র দীক্ষা নীরস জ্ঞানের মর্ম্ম ভারি।
অনাদর করি ভক্তি সুখদ সহিত সরস ভজন বারি॥
শ্রীনাম জপক সদ্‌গুরু স্বামী স্বভাব সরল শিশুর মত।
উপাসনাময় ভজন জীবনে কায়বাক মনে সদাই রত॥
কর্ম্মী-জ্ঞানী সন্ত হৃদয়ে না হয় পূর্ণ অহং ত্যাগ।
সন্ন্যাস বিনা কিরূপে মিলিবে শ্রীযুগল পদে সরস রাগ॥
দীনাতিদীন শ্রীনাম জাপক সর্ব্বশূন্য আপ্তকাম।
গলিত হৃদয়ে প্রেমের ধারায় মুখে রটে শুধু যুগল নাম॥
সন্ত মাঝারে সদ্‌গুরু স্বামী হয় বা কখন এক আধ জন।
শ্রীরাম কৃপা বিনা দরশন তাঁর মিলে না সহজে বুঝ হে মন॥
নদ নদী মাঝে ভাগীরথী যথা নারী মাঝে যথা পতিব্রতা।
সন্ত মাঝারে সদ্‌গুরু স্বামী তরুগণে যথা কল্পলতা॥

ধেনুগণে যথা কপিলা গাই গ্রন্থ মাঝারে পুরাণ বেদ।
সদ্‌গুরু তথা দুর্লভ অতি ভকতি জ্ঞানের যে জানে ভেদ॥
মৃগ মদ যথা হরিণ মাঝারে ফণি গণে যথা মণিয়ার।
সদ্‌গুরু তথা বিরল অতি সৃষ্টি মাঝারে যথা বস্তু সার॥
তারাগণে যেরূপ পূর্ণশশী পক্ষী মাঝারে বিহগবর।
গুরুগণ মাঝে সদ্‌গুরু তথা রূপ মাঝে যথা পঞ্চশর॥
জীবগণে যথা নরতনু হয় সাধন মাঝারে মধুর রস।
সদ্‌গুরু তথা দুর্লভ সার যাঁহার ভজনে শ্রীরাম বশ॥
বন্ধনহীন সদ্‌গুরু দীন আত্মপ্রকাশ ভজনে লীন।
রিক্ত অকাম শান্ত চিত্তে সন্তোষে যাপে সুখের দিন॥
সাকেত ধামে নিত্য রসে কর্ম্মী জ্ঞানীর নাহিক প্রবেশ।
মর্ম্মী ভজনে মজ্জন করি শ্রীবৈষ্ণব লোটে মোদ বিশেষ॥
শ্রীনাম জপকে রোচে না কর্ম্ম জ্ঞান কঠিন নীরস পথ।
জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম প্রধানে মিটে না হিয়ার দহন শত॥
জপ তপ ব্রত সাধন ধ্যান কর্ম্ম প্রধান শ্রবন মনন।
স্বাধ্যায় পাঠ অভ্যাস যোগ জ্ঞানী গুরুর হয় মুখ্য সাধন॥
দান ধর্ম্ম তীর্থ ব্রত আর বেদান্তের বস্তু জ্ঞান।
শত কোটি মিলে হয় না তুল্য সরস যুগল নামের সমান॥
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র আদি ধ্যান ধারণা নিয়ম ধাম।
সরস সুখের দেয় না পরশ ভজন বিনা যুগল নাম॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি শ্রীসম্পদ সরস সেবা অষ্টযাম।
তুল্য নহে তুল্য নহে যেরূপ সুখদ যুগল নাম॥
অশন বসন বিভব ভূষণ পিতা মাতা আর পুত্র ধাম।
সেবক সুহৃদ বন্ধু ভ্রাতা নহে মধুময় যেমন নাম॥

সত্য সার সিয়ারাম নাম সরস মধুর শান্তিময় ।
জ্ঞান কর্ম্ম প্রপঞ্চময় পরম অর্থ কভু যে নয় ॥
চারি লাখ বত্রিশ হাজার বর্ষ পরিমত এই কলি ।
সুখের ভজন সিয়ারাম নাম সাধন সকল ভুলি ॥
জ্ঞান কঠিন কর্ম্ম রোচক ভজন অতীব মধুর জানি ।
কর্ম্ম জ্ঞান সকল ত্যজি সদ্‌গুরু ভজেন নাম চিন্তামণি ॥
শ্রীনাম জাপক সদ্‌গুরু স্বামী চেতন অমল বিজ্ঞানী ।
ভেদ ভক্তির রসিক সুজান নিত্য নামের সন্ত দানী ॥
শ্রীনাম জাপক সদ্‌গুরু স্বামী শ্রীবৈষ্ণব সন্তরাজ ।
কণ্ঠি তিলক শৃঙ্গার করি ভজেন সুসুখে মন্ত্ররাজ ॥
সদ্‌গুরু স্বামী জ্ঞানময় দেব অকাম সেবার পূর্ণাধার ।
যুগল ভজনে মহামতি হন বিমল গুণের দিব্যাগার ॥
সদ্‌গুরু স্বামী প্রেমময় অতি নাম-রূপ—ধাম লীলার বিলাস ।
কার্পণ্য বিশ্বাসে সদা রহে সুখে নাহিক আত্ম সুখের আশ ॥
মধুরসে মজ্জন করি নিখিল ভবন কান্তময় ।
পতিব্রতার মধুর সেবা যুগল ভজনে নিয়ত রয় ॥
মুগ্ধ নায়িকা সদ্‌গুরু স্বামী মঞ্জরী প্রেমের দিব্য রূপ ।
কায়-বাক-মনে সঞ্চারী রসে ললনা রসিকা অমিয় কূপ ॥
কান্ত প্রেমে অধীর হইয়া রটে শুধু মুখে যুগল নাম ।
অশেষ রসের মধুর সেবনে রহে নিমগ্ন অষ্টযাম ॥
নিত্য লীলায় সদ্‌গুরু স্বামী ভজে যে শ্রীনাথ কান্ত ।
মহামোদ লোটে নির্ভরা সুখে হইয়া অনন্তানন্ত ॥
কর্ম্ম জ্ঞানী গুরুগণ সবে বঞ্চিত এ রাসোৎসবে ।
শ্রীযুগল নাম ভজন বিনা হৃদয় কিরূপে বিমল হবে ।

অশেষ শুভ কর্ম্ম সাধনে অন্তে হয় গো স্বর্গ বাস।
পুণ্য ক্ষয়ে জীবের পুনঃ মিলবে কঠিন কর্ম্ম পাশ ॥
জ্ঞানের ফলে প্রতীতি লাভ যাহার উদয়ে রতির প্রকাশ।
সরস প্রেমিক শ্রীনাম জাপকে প্রীতি প্রতীতির নিত্য বাস ॥
শ্রীনাম সাধক সদ্‌গুরু স্বামী রসোত্তমের দিব্য সাধক।
শ্রীযুগল নামের নিত্য সুধার কাতর প্রাণের আর্ত্ত চাতক ॥
শ্রীযুগল নামে রসের বিলাস দিব্য অতি গন্ধময়।
তাহার সরস মধুর ভাবে কাম ক্রোধাদি পায় গো লয় ॥
ত্রিগুণাতীত সদ্‌গুরু স্বামী পূর্ণানন্দের নিত্যধাম।
অবশ ভাবে দিবস রাতে রটে মুখে শুধু সিয়াজুরাম ॥
সদ্‌গুরু স্বামী পূর্ণ ব্রহ্ম অগুণ সগুণ দুয়ের মিলন।
মধুর রসের সম্ভোগ সুখে রহে নিমগ্ন অনুক্ষণ ॥
রসরাজের পূর্ণপাত্র সরস মধুর যুগল নাম।
সদ্‌গুরু স্বামী নাম সুধা পানে পূর্ণচিত্ত আপ্তকাম।
সদ্‌গুরু স্বামী বিরল অতি যুগল রূপের দিব্য প্রকাশ।
আর্ত্ত জনের প্রেমের রসে শ্রীযুগলের নিত্য বাস ॥
মূঢ়মতি জন বুঝিবে কেমনে শ্রীনাম জাপক সন্ত দীন।
অশ্রু ঝরা কাতর পরাণে ভাগবৎ রসে রহে যে লীন ॥
সদ্‌গুরু স্বামীর চরণ রজে লভিয়া সুখের শীতল ধাম।
বিষয় বাসনা ত্যজিয়া ভজ মধুময় শ্রীযুগল নাম ॥
হীনমতি দাসী শুভশীলা অলি কপট মন্দ ভজন হীন।
সদ্‌গুরু স্বামীর চরণ শরণ এই করে আশা নীরব দীন ॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম।

চতুর্দ্দশ উৎস

দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ও ভকতি বারি

অঞ্জন হীন দ্বন্দ্ব রহিত শঙ্কা হরণ স্বামী
প্রেম বিবশ সদা একরস করুণেশ প্রাণনাথ।
সুখানন্দ ভজনে মগন রূপ রসাল সঞ্চারী।
সুন্দর শ্যাম দিব্য ললাম ইষ্ট শ্রীরঘুনাথ॥

পূর্ণ অকাম বিজ্ঞান ধাম কর্ম্ম বিবেক সংযুত
সকল রসের দিব্য আগার সংশয় ভ্রমহারি।
ভক্ত ভয় ভঞ্জন করি নন্দিত গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

২

ধর্ম্ম মূরতি পুণ্য কীরতি উদার হেতু রহিত
অলক দিব্য শির পরে সিত সরস কুটিল।
তিলক ভাল রাম লখন বিন্দু জানকী রাণী
আচার্য্য শ্রী দিব্য ললিত বিজ্ঞানধাম নিখিল॥

কৃষ্ণ কোমল ভ্রু সুযুগল দীরঘ শ্রবণ প্রান্ত
মুখারবিন্দ কোটি চন্দ লাজত নরনারী।
অধর হাস দিব্য রহস করুণেশ গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

৩

কর্ণ যুগল কুণ্ডল যুত শোভা হেম বরণ
কপোল দিব্য সুষমাসিন্ধু রঞ্জিত অনুরাগ।
প্রেম অয়ন সরস নয়ন ফুল্ল মধুর কমল
কম্বু কণ্ঠ কম্বু গ্রীব উন্নত নাসা ভাগ॥

কেহরি কন্দ বীর দ্বন্দ্ব উর শান্তি আলয়
বসন বিরাগ অঙ্গ ভূষণ দিব্য মনোহারি।
রিপ বিরামী বৈষ্ণব স্বামী স্মরণ গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

৪

আজানু লম্বিত দীরঘ বাহু ভক্ত অভয়াগার
মৃদুল গতি শীতল তাত তপ্ত কনক বরণ।
ক্ষীণ কটি ভাগ শুভগ অতি নাভি লক্ষণ গুণধাম
সঘন জঘন মনোজ ভবন শীল-শোভা সদন॥

চরণ কমল ললিত দিব্য মুক্তি বারতা দাসী
অরুণ নখর সরস অখোর বিমল উজল কারি।
ভক্ত চিত্ত রঞ্জন কর দয়াল সন্তরাজ।
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি করি॥

৫

বিমল রজ বিষয় জয় সপ্ত তীরথ ধাম
দরশ পরশ মজ্জন পান মোচত মায়াজাল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দেত পরমানন্দ
বন্দি চরণ শ্রীযুগল রমণ ধন্য প্রণতপাল॥

রটত নিত্য নাম রসেশ মধুর সিয়ারাম
সিদ্ধ সুজান ভজন রসিপ চিন্ময় তনুধারি
প্রপঞ্চহীন কল্প পাদকা জয়তু গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

৬

মমতা রতি রামপদে আর সমতা নিখিল ভুবন
ভেদ ভক্তি অনুপ শক্তি গুপ্ত হৃদয় মাঝ।
বিহার নিত্য সাকেত পুর সহিত কান্ত ললিত
ধরণী ভার হরণহার শরণ সন্তরাজ॥

প্রমোদ রাস চিত্ত আশ সাথ সিয়াজুরাম
কিঙ্করী সেবা অষ্টযাম নমন 'লয়কারী।
বিশুদ্ধ সত্ত্ব মোদ স্বরূপ অবিনাশী গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

৭

মৈত্রী মুদিতা সন্তোষ দয়া আশ্রিত গুণ চারি
বিনয় নম্র দৈন্য ভকতি শুচি বিমল ধাম।
মোহমুক্ত প্রেমাসক্ত পরাণ মুগ্ধা নারী
কণ্ঠে উদার যুগল নাম গুঞ্জন সীতারম॥

ভজনানন্য ধ্যান অনন্য অকুণ্ঠ অনন্য মতি
মঞ্জরী প্রেমে উজলা সদা রসিকা দিব্য নাগরী।
বিচিত্র কথা মন বাণী পার নিত্য যে গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

৮

অগুণ সগুণ আদি পুরাণ নিত্য নবীন প্রেম
কাম গন্ধ বিহীন সে যে দুর্লভ চারু রতন।
সুখের অবধি সুধা নিরবিধি চরিত দিব্য অনুপ
যুগল কিশোর কিশোরী রসেতে মগ্ন যে অনুক্ষণ॥

ত্রিতাপ আরাম সঙ্গ শ্রীরাম ভকতি চিন্তামণি
নবনীত চিৎ পরহিতে রত জন্ম মরণহারী।
রঞ্জন জন ভঞ্জন ভয় সজ্জন গুরুদেব
দেহি প্রভু চরণ রতি প্রেম ভকতি বারি॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম।

পঞ্চদশ উৎস

শ্রীগুরু বিভূতি

নন্দনে বনে পারিজাত তুমি চন্দন বায়ু মর্ম্মরে ।
অসীম গগনে শ্যামলিমা তুমি নৃত্য চিকণ নির্ঝরে ॥
গীত সুধা রসে মল্লার রাগ ভজনে দীনতা সরস ।
রসরাজ মাঝে তুমি মহারাস পরশ সুমন সরিস ॥
বিহগ মাঝারে কোকিল কূজন স্নেহে যে জননী সম ।
শান্ত সুধীর সেবক সম নবনীত হ'তে নরম ॥
ধর্ম্মে দৃঢ়তা রঘুনাথ সম কর্ম্মে কুশলী সতত ।
তরুবর হ'তে সহিষ্ণু অতি পরহিত ব্রতে নিরত ॥
চন্দ্রমা সুধা শারদ গগনে বরণে হেম উজল ।
নিজ গুণগানে সরম অতি সাধুতা দিব্য সরল ॥
জ্ঞান উদার গগন সম বিরতি বিধুর চকোর ।
নেম নিষ্ঠা চাতক সম শুভ্র করবী কুসুম টগর ॥
দানী শিরোমণি বলীরাজ সম ধনী যে কুবের সম ।
ত্যাগ উজল ভরত সম সত্য যে বেদ সম ॥
সাবিত্রী সম পতিব্রতা শুচি স্বভাব মধুর কিরণ ।
কাব্য কলায় তুমি আদি কবি দেহ মাঝে তুমি জীবন ॥
নয়নে তুমি শাশ্বৎ জ্যোতি বাহুতে তুমি গো বল ।
বাল স্বভাব সুখদ সুলভ না জানি কপট ছল ॥

বিরাটে তুমি যে ভূমারূপী দেব অণু মাঝে পরমাণু ।
সলিলে তুমি শীতলতা প্রভু কিরণে জ্যোৎস্না রেণু ॥
সরসিজ তুমি কুসুম মাঝারে সরিৎ মাঝারে গংগা ।
কামধেনু তুমি বাসনা মাঝারে মুক্তিদায়িনী সঙ্গা ॥
রাজগণে তুমি মহারাজ প্রভু শূর মাঝে ষড়ানন ।
হর বিরিঞ্চি সংহার সৃজনে কান্তিতে তুমি পঞ্চবাণ ॥
বুদ্ধিতে তুমি দেবগুরু সম হরি গুণগানে নারদ হয় ।
বিদ্যাতে তুমি শারদ সম গণেশ সম পূজ্যময় ॥
আরতি পূজায় মধুর ভজন কীর্ত্তনে প্রভু যুগল নাম ।
ভক্ত মাঝারে হনুমৎ সম সন্ত সম আপ্তকাম ॥
পর্ব্বত মাঝে সুমেরু প্রভু নির্ঝরে অলকানন্দা ।
রস মাঝে তুমি সর্ব্বরস স্বরাট আনন্দকন্দা ॥
ভাস্বর তুমি সূর্য্য সম স্নিগ্ধে চন্দ্র পীযূষধার ।
শঙ্কা হরণে দুর্গা সম অর্চ্চনা মাঝে তুমিং যে সাকার ॥
দুষ্ট দলনে কৃতান্ত সম বিচারে তুমি যে ক্ষমা ।
তোমার সেবায় সতত ফিরিছে সিদ্ধি অনিমা লঘিমা ॥
কান্ত মাঝারে তুমি রঘুনাথ কান্তা মাঝারে সীতা ।
প্রেম বিশ্বাসে ভরত সম অসীম মাঝারে মিতা ॥
পবিত্র তুমি অগ্নি সম কল্পনা রাজে কবি ।
সাধন মাঝারে তুমি যে সিদ্ধি গ্রহ মাঝে তুমি রবি ॥
পুষ্পে তুমি যে সুরভি প্রভু ফলেতে তুমি যে রস ।
ভোজনে তুমি যে সুতৃপ্তি প্রভু ভক্ত সেবায় তুমি যে বশ ।
শক্তি মাঝারে তুমি আদ্যাশক্তি ধর্ম্মে যুধিষ্টির ।
পুলক চিত্তে গদ্‌গদ্‌ গিরা নয়নে তুমি যে নীর ॥

বয়ানে তুমি যে বাকদেবী প্রভু সতত পীযুষ প্লাবন।
ঝরঝর তুমি করুণার ধারা নিত্য বহে যে উজান॥
তরু পল্লবে কল্পলতা মরু মাঝে প্রভু পান্থপাদপ।
স্মরণে তুমি শ্রীরামচন্দ্র ছায়াতল তুমি যেথায় আতপ॥
বিপদ বারণে শ্রীমধুসূদন প্রেম দানে রসময়ী।
ধাতুগণে প্রভু চিন্তামণি বিবেক বিচারে তুমি যে ন্যায়ী॥
হৃদয়ে তুমি সন্তোষ ধাম বিকল চিৎ সদা গন্ধময়।
আর্ত্ত জনে তুমি শরণ্য প্রভু জীবন যুদ্ধে তুমি যে জয়॥
তুমি যে আনন্দ চেতন প্রাণে ধৈর্য্য তুলনা রহিত।
যুগল মাঝারে তুমি সীতারাম রসিকে প্রিয় যে সতত॥
সম্বিৎ রূপে তুমি চিদ্ঘন আনন্দাংশে হ্লাদিনী পরা।
সত্য রূপেতে বিরাজ সদা নির্ম্মল যশ ধারা॥
কারণ মাঝারে তুমি যে কর্ত্তা বস্তু মাঝারে তত্ত্ব সার।
সংযম আদি ন্যায় নিষ্ঠায় নাহিক আদি নাহিক পার॥
সুরভি মাঝারে চুয়া চন্দনে রাজা যে জনক সম।
ত্রিগুণ মাঝারে সত্ত্ব তুমি রহিত রজ গুণ তম॥
শঙ্খ মাঝারে পাঞ্চজন্য ধেনু মাঝে সুরধেনু।
আশীষ বরদানে মঙ্গলময় শ্রীগুরু পদ পরাগ রেণু॥
আচার্য্য মাঝারে তুমি সদ্‌গুরু ছন্দে প্রভাতী সুর।
সপ্ত বরণে রামধেনু তুমি জ্ঞান দাতা তব চরণ ধুর॥
দণ্ডবৎ তুমি প্রণাম মাঝে মূর্ত্তি মাঝারে সীতারাম।
রসাল তুমি যে ফলগণ মাঝে চরিত তব যে পূর্ণকাম॥
অমিয় তুমি যে পানীয় মাঝারে স্বরূপে মুক্তি রাণী।
একরস তুমি সগুণ লীলায় ঝঙ্কারে বংশীধ্বনি॥

অলিগণ সম সংগ্রহকারী গুণ গুণ রত ভজনে।
জপের মাঝে বৈখরী তুমি কল্যাণ ধাম স্মরণে॥
পতিত পাবন শ্রীগুরু সম ভবনদী-পার কাণ্ডারী।
গীতা ভগবৎ পুরাণ পাঠে প্রধান সম পুরারি॥
দিব্য ভূষণে কৌস্তভ হার মণিগণে গজমতি।
প্রেম অনুরাগে সতত সবারে বারে বারে কর প্রণতি॥
বিচিত্র তব চরিত প্রভু দিব্য বিভূতি অন্তহীন।
মনবাণী পার নন্দন সার শ্রীগুরু স্বরূপ নিত্য দীন॥
বিজ্ঞানী তুমি শাস্ত্র সম কাল মাঝে মহাকাল।
মোহ নিশা মাঝে জাগ্রত তুমি কণ্ঠে ভূষণ তুলসী মাল॥
তিলক মাঝারে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধাম মাঝে নামপুরী।
সন্ত মাঝারে শ্রীবৈষ্ণব দীন ভজনে শুভগা নারী॥
উপাসনা মাঝে প্রেমধর্ম্মী পতিপদ রতা দাসী।
অষ্টযাম যুগল সেবা চাহিতেছো দিবা নিশি॥
দীনার মাঝারে অতি দীন তুমি জ্ঞানেতে পরম অমানী।
ইষ্ট ভরোসে তোমার অধিক তুলনা নাহিক জানি॥
শ্রীনাম নিরত শম্ভু সম ফকির মাঝে রিক্তরাজ।
যুগল স্মরণে সরস অমল অঙ্গে ধর প্রভু সন্ত সাজ॥
জন রঞ্জনে শ্রীগুরু সম হংস মাঝারে রাজ মরাল।
চিত্তে সমতা সংসার মাঝে ভজনে প্রীতি অতীব রসাল॥
গম্ভীর তুমি সমুদ্র সম পবন মাঝারে মলয় বাত।
অনিকেত তুমি সন্ন্যাসী সম কুসুম সম কোমল গাত॥
মমতা স্নেহে তুলনা রহিত গোপ্য মাঝারে রহসময়।
যজ্ঞ পূজায় তুমি ঘৃতাহুতি দীপ সরিস স্নিগ্ধময়॥

ধ্যান মননে তুমি সমাধি অনন্ত সেবায় দ্বৈতহীন।
ইন্দ্রিয় মাঝে নির্ম্মল মন বর্ণ মাঝারে বিপ্র দীন॥
দান ব্রতে তুমি নাম দান প্রভু সৃষ্টি মাঝারে অন্তহীন।
কর্ম্ম মন বচে স্বামীপদ রত সঞ্চারী রসে সতত লীন॥
তব করুণা পরশে যা লিখিনু প্রভু সকলি তোমার তুচ্ছ কলা।
সকল গুণের অতীত হইয়া নররূপে সুখ করিছো লীলা॥

মূঢ়মতি জীবে বুঝিবে কেমনে শ্রীগুরু করুণা নিধান।
বহু রূপে প্রভু আর্ত্ত জনে করিছো নিত্য শান্তি দান॥
কল্যাণময় তোমার উদয় আনন্দের বিজয় গানে।
দরশ তোমার কলুষ হরে মুক্তি বিরাজে রাজিব চরণে॥
মধুর রূপেতে মধুর রসেতে বিরাজ হে নাথ দাসীর প্রাণে।
মুগ্ধ সেবায় অকাম মনেতে রাখিও শরণে সতীর টানে॥
মধুর হাসিভরা ও মুখারবিন্দ নয়নে পীযূষ করুণাধার।
চরণে নুপূর গুঞ্জন ধ্বনি বিশাল বক্ষ অভয়াগার॥

এইরূপে প্রভু দিও গো দেখা শেষের সেদিনে অকুতভয়।
শুভশীলা দাসী মরণ পারে গাহিবে সতত শ্রীগুরু জয়॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

ষোড়শ উৎস

জিজ্ঞাসা ?

রজনী আঁধার অবসান করি কে জ্বালিল জ্ঞানের দীপখানি।
জড়তা ঘুচিল জীব জাগরণে পরাণে বাজে কার বংশীধ্বনি॥
অঙ্গ মাঝারে একী নূতন পুলক নিত্যানন্দে বাঁধন হারা।
চিত্ত কাহার পরশে আজি গো ভাঙ্গিল বন্দী টুটিল কারা॥
নয়ন আজি কাহার লালসে মুগ্ধ আবেশে অশ্রুময়।
চরণ কাহার দরশ লাগি নবীন পথের বারতা কয়॥
কাহার বাণীর মধুময় রসে যুগল শ্রবণ ডুবিতে চায়।
কাহার স্বল্প সেবার লাগি দেহ মন প্রাণ গলিয়া যায়॥
কার সঙ্গ-সুধার মধুর বিলাসে সংসার মোহ ঘুচিয়া যায়।
কাহার প্রেমের ফল্গু ধারায় জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে পায়॥
কাহার জ্ঞানের দিব্যালোকে সংশয় ভ্রম মিটিয়া যায়।
কাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস হেরি মনের তমসা কাটিয়া যায়॥
কাহার নিষ্ঠা ধর্ম্মবুদ্ধি হেরিয়া পরাণ মোহিত হয়।
কাহার চরিত মাধবী কুঞ্জে স্নিগ্ধ সুবাস ভরিয়া যায়॥
চিত্ত কাহার সবার উপরে সন্তোষ ভরা আপ্ত কাম।
দীনতা কাহার সবার অধিক ভজন রসের সুখের ধাম॥
সবার তরে কাহার অধিক পরাণে বহে গো করুণা বান।
কাহার উদয়ে কাহার কৃপায় নব জীবনের অভ্যুত্থান॥

কাহার মৃদুল স্বভাব হেরিয়া কুসুম কলিকা মূর্চ্ছা যায়।
কাহার তনুর দিব্য লালিমা গৌর শ্যামের প্রণয় কয়॥
কাহার ভূষণ অরূপ রতন রাজাধিরাজে সরম দেয়।
কাহার চরণ কমল সেবিয়া শ্রী-সম্পদ ধন্য হয়॥
মধুর রসের সিঞ্চন হেতু কে ফুটিল ধরা কানন মাঝে।
আর্ত্ত জনের নন্দন হেতু কাহার চরণে নূপুর বাজে॥
কাহারে দেখিয়া চাতক পরাণ বিহ্বল প্রেমে গলিয়া যায়।
ইষ্ট হইতে কাহারে অধিক ব্যাকুল চিৎ ভজিতে চায়॥
কাহার রম্য চরিত লীলায় আনন্দ সিন্ধু উথলি পড়ে॥
কাহার প্রেমের নির্ভরা সুখে বদনে শ্রীনাম নিতুই ঝরে॥
কাহার শ্রীমুখে বেদের ভাষ্য অনুভূতিময় প্রজ্ঞাঘন।
কাহার ভজন মধুর অতি যতন বিহীন প্রেমের সদন॥
কাম-ক্রোধ-খল কাহার নিকটে বারে বারে হারি লজ্জা পেল।
কাহার চরণ তরণ তারণ অভয় রাজের বারতা দিল॥
দেহ দশা কারে বাঁধিতে নারিল স্নিগ্ধ কেবা রসিক সুজান।
কিঙ্করী প্রেমে আনন্দ হারা যুগল সেবার অমিয় নিধান॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ত্যজিয়া কে সরস যুগল ভজন চায়॥
নির্ব্বাণ সুখ কাহারে রোচে না চরিত কাহার বলা না যায়॥

সে দীন দয়ালের শুভশীলা দাসী করুণা কণার ভিক্ষা চায়।
জনমে জনমে, প্রাণনাথ পদে, অভাগী যেন গো বিকাতে পায়॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

সপ্তদশ উৎস

শ্রীগুরু নাম কীর্ত্তন

শ্রীগুরু অনাদি শুদ্ধাদ্বৈত
শ্রীগুরু কেবল শান্ত মূর্ত্তি।
শ্রীগুরু সম্বন্ধ অশেষানন্ত
শ্রীগুরু অখণ্ডানন্দ স্ফূর্ত্তি॥

শ্রীগুরু অগুণ সগুণ ব্রহ্ম
শ্রীগুরু নিত্য দিব্য রস।
শ্রীগুরু জানকী শ্রীগুরু রাম
শ্রীগুরু বিমল ভজন বশ॥

শ্রীগুরু জ্ঞান বিবেক ভবন
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সাধন নিচয়।
শ্রীগুরু ভক্তি ভজন ভাবনা॥
শ্রীগুরু কৃপা পরম অভয়॥

শ্রীগুরু আরতি ধুপ দীপ
শ্রীগুরু কুসুম পূর্ণাধার।
শ্রীগুরু কোমল মৃদুল ভাব
শ্রীগুরু ভজন জীবন সার॥

শ্রীগুরু কামনা বাসনা বিভব
শ্রীগুরু নিত্য পুলক চিত্ত।
শ্রীগুরু উজল গৌর শ্যাম
শ্রীগুরু অকাম পূর্ণ রিক্ত ॥

শ্রীগুরু দিব্য আনন্দময়
শ্রীগুরু রসালয় সর্ব্বপর।
শ্রীগুরু স্নেহ মমতা স্নিগ্ধ
শ্রীগুরু যুগল অভয় কর ॥

শ্রীগুরু নাম-রূপ দিব্য অশেষ
শ্রীগুরু লীলা-ধাম অন্তহীন।
শ্রীগুরু বন্দ্য পুণ্য তীর্থ
শ্রীগুরু মানদ অমান দীন ॥

শ্রীগুরু রসরাজ আত্মারাম
শ্রীগুরু চেতন আনন্দঘন।
শ্রীগুরু পরধাম প্রকৃতি পরা
শ্রীগুরু বিমল শুদ্ধতন ॥

শ্রীগুরু শক্তি আদ্যা অভিনব
শ্রীগুরু পুরুষ স্বতন্ত্র প্রধান।
শ্রীগুরু যন্ত্রী যন্ত্র একাধারে
শ্রীগুরু মন্ত্র তন্ত্র প্রাণ ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব দীনাতিদীন
শ্রীগুরু কীর্ত্তন যুগল নাম।
শ্রীগুরু সুখদ আনন্দকন্দ
শ্রীগুরু মিথিলা সাকেতধাম ॥

শ্রীগুরু সম্পদ সহায় প্রাণারাম
শ্রীগুরু পিতা মাতা স্বজন পরিবার।
শ্রীগুরু ভুবন নিখিল দশদিক
শ্রীগুরু দুর্লভ পরম সার ॥

শ্রীগুরু পুরাণ শ্রুতি ও ইতিহাস
শ্রীগুরু দেবতা প্রাণের প্রাণ।
শ্রীগুরু শোভাধাম বিমল সুন্দর
শ্রীগুরু বার ব্রত অকাম দান ॥

শ্রীগুরু মধুর উপাসনা ভেদ
শ্রীগুরু ললনা রসিকা উত্তম।
শ্রীগুরু অর্চ্চনা ধ্যান রূপ যোগ
শ্রীগুরু বিরতি বিরাগ ধাম ॥

শ্রীগুরু গীত-সুধা শ্রীগুরু সুর
শ্রীগুরু কল্যাণ দিব্য নাম।
শ্রীগুরু মহিমা অকথ অভিনব
শ্রীগুরু পূর্ণ আপ্তকাম ॥

শ্রীগুরু রসরাজ চতুর চূড়ামণি
শ্রীগুরু কলানিধি যুগল ধাম ।
শ্রীগুরু শরণ আর্ত্ত দীন জনে
শ্রীগুরু শোভন লোকাভিরাম ॥

শ্রীগুরু অমিয় সুষমা সিন্ধু
শ্রীগুরু পঞ্চ রসের সার ।
শ্রীগুরু বিমল ভজন জ্ঞান
শ্রীগুরু আনন্দ পুরীর দ্বার ॥

শ্রীগুরু সত্য নিত্য বিভুময়
শ্রীগুরু ভক্ত শ্রীগুরু ভগবান ।
শ্রীগুরু কান্ত সুখের অবধি
শ্রীগুরু অশেষ করুণা নিধান ॥

শ্রীগুরু ভজন সুখের কন্দ
শ্রীগুরু মূরতি নিরত ধ্যান ।
শ্রীগুরু সঙ্গ বিমল নন্দ
শ্রীগুরু সেবা দিব্য জ্ঞান ॥

শ্রীগুরু প্রসাদ অমিয় সিন্ধু
শ্রীগুরু চরণ সুখের মূল ।
শ্রীগুরু পদরজ পুণীত তীর্থ
শ্রীগুরু শঙ্কা হরণে শমন তুল ॥

শ্রীগুরু ব্রহ্মা শ্রীগুরু বিষ্ণু
শ্রীগুরু যোগীরাজ শঙ্কর ।
শ্রীগুরু অনিমেষ শ্রীহরি ক্ষেত্র
শ্রীগুরু দাসীর অন্তর ॥

শ্রীগুরু ধর্ম্ম শ্রীগুরু কর্ম্ম
শ্রীগুরু যজ্ঞ হোম দান ।
শ্রীগুরু বিমল সুখের সদন
শ্রীগুরু অনাদি সাম গান ॥

শ্রীগুরু পর অপর ব্রহ্ম
শ্রীগুরু বেদ দর্শন ।
শ্রীগুরু জ্ঞান শ্রীগুরু বিরাগ
শ্রীগুরু পূজাপাঠ অর্চ্চন ॥

শ্রীগুরু কর্ম্ম জ্ঞান উপাসনা
শ্রীগুরু সন্তে দৈন্য ভক্তি ।
শ্রীগুরু বীর্য্য শ্রীগুরু তেজ
শ্রীগুরু জানকী আদ্যাশক্তি ॥

শ্রীগুরু দ্যুলোক ভূলোক নিখিল ।
শ্রীগুরু পঞ্চ আদি ভূত ।
শ্রীগুরু গৃহ শ্রীগুরু পরিবার
শ্রীগুরু পিতামাতা স্নেহের সুত ॥

শ্রীগুরু ব্রহ্ম শ্রীগুরু অবতার
শ্রীগুরু জগৎ শ্রীগুরু জীব।
শ্রীগুরু পুরুষ শ্রীগুরু কান্তা
শ্রীগুরু জীবে হ'লো যে ক্লীব॥

শ্রীগুরু হরি রাম কৃষ্ণ
শ্রীগুরু নিত্য সাকেত ধাম।
শ্রীগুরু রসিকা ললনা বৃন্দ
শ্রীগুরু মধুর যুগল নাম॥

শ্রীগুরু সেবা অষ্টযাম
শ্রীগুরু কুঞ্জ প্রেমের ঠাম।
শ্রীগুরু রসরাজ পুলক চিত্ত
শ্রীগুরু দয়াল আত্মারাম॥

শ্রীগুরু যুগল মূরতি মধুর
শ্রীগুরু দিব্য রসের ধাম।
শ্রীগুরু অমিত অমিয় সিন্ধু
শ্রীগুরু কাব্য সুষমা ঠাম॥

শ্রীগুরু অচল সচল দেব •
শ্রীগুরু বৈখরী ভজন সার।
শ্রীগুরু পরা শ্রীগুরু পশ্যন্তী
শ্রীগুরু মধ্যমা কণ্ঠহার॥

শ্রীগুরু তিলক কণ্ঠীমাল
শ্রীগুরু পাদুকা দিব্য ভূষণ ।
শ্রীগুরু স্মরণ শ্রীগুরু মনন
শ্রীগুরু যোগ সঙ্কলন ॥

শ্রীগুরু শব্দ গুহ্য সার
শ্রীগুরু তত্ত্বত্রয়ের মন্দিরে
শ্রীগুরু দিব্য অর্থ পঞ্চক
শ্রীগুরু মোদময় মঞ্জীর ॥

শ্রীগুরু দ্বাদশ প্রেম সাধন
শ্রীগুরু স্মরণ সরস মতি ॥
শ্রীগুরু ভক্তি অনপায়নী
শ্রীগুরু শ্রদ্ধা পূর্ণ রতি ॥

শ্রীগুরু শ্যামল গৌর ললাম
শ্রীগুরু অনন্ত দিব্যানন্দ ।
শ্রীগুরু জীবন অশেষ নিত্য
শ্রীগুরু মত্ত সুখের কন্দ ॥

শ্রীগুরু জীবন শ্রীগুরু মরণ
শ্রীগুরু মধুর দিব্য অনুপম ।
শ্রীগুরু পদে রতি অচলা ভক্তি
যাচে শুভশীলা পতিতাধম ॥

অষ্টাদশ উৎস

শ্রীগুরু নাম মালা

করুণাকর করুণাময় করুণেশ স্বামী ক্লান্তিহর ।
কল্যাণ গুণধাম অযুত কল্মষ কলি মুক্তি কর ॥
ভুক্তি মুক্তি শক্তি পরা জ্ঞান বিরতি নন্দন ।
কামতরু কল্পলতা প্রেম ভক্তি বন্দন ॥
ন্যায় নীতি প্রীতি রতি ধর্ম্ম কর্ম্ম কুশল ।
সর্ব্বরস রসাধার রসানুগ বিমল ॥
তন্ত্র মন্ত্র শ্রীনাম প্রণব জপ তপ সংযম ।
সাধ্য সাধন সৎ চেতন মোদঘন পরম ॥
ভক্ত ভাগবৎ বেদ শ্রুতি গুরু প্রভু ঈশ্বর ।
শুদ্ধ তত্ত্ব আদি নিত্য সত্য অবিনশ্বর ॥
শব্দ ব্রহ্ম পরতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ অদ্বয় ।
মংগল ভবন তরণ তারণ ধ্রুবা স্মৃতি প্রভু আলয় ॥
শ্রী-বীর্য্য-জ্ঞান-মোক্ষ-ধৃতি-দয়া-বিভব ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গোপ্যরস অভিনব ॥
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা কান্তা কান্ত সম্পদ ।
অমানিতা দীন স্বভাব শীল শুচি বিরদ ॥
দেব দেব ইষ্ট দেব শ্রীনাম পতি অন্তর ।
দিব্য নয়ন প্রেম অয়ন তাপস যতি শঙ্কর ॥

যুগল নাম যুগল ভাব যুগল প্রেম সরস।
যুগল লীলা যুগল ধাম হ্লাদন পরা হরষ॥
সিয়ারাম যুগল রূপ পরাশক্তি মাধুর্য্য।
সেবা নিপুণ নিত্য ললাম ব্রত দীনা কৈঙ্কর্য্য॥
জন্ম মরণ ক্লেশহর দূরীকরণ সংশয়।
বাৎসল্যাধার মধুর দাস্য সখ্য রসের আলয়॥
জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান রবি নিত্য প্রকাশ ভাস্বর।
স্বয়ংপ্রভ স্বয়ংভূব স্বয়ং প্রধান মন্তর॥
জন্মদাতা রূপদাতা শক্তিদাতা অমল।
মোদদাতা মন্ত্রদাতা নামদাতা বিমল॥
মুদদাতা মোক্ষদাতা ভয়ত্রাতা কল্যাণ।
বিশ্বপাতা কর্ত্তা ভর্ত্তা দাতা পরম অমান॥
দুখত্রাতা সুরত্রাতা বিপদ বারণ শরণ।
আকর্ষণ উচ্চাটন মারণ বশীকরণ॥
সাধু সন্ত বৈষ্ণব শুচি বিমল প্রাণারাম।
দয়াল ঠাকুর দীন আতুর জাপক সীতারাম॥
দুঃখহর দ্বন্দ্বহর দুর্গা দুর্গতি নাশিনী।
অভয়পদ ব্রহ্মপদ শান্তি মোক্ষদায়িনী॥
বেদাচার ধর্ম্মাচার লোকাচার সুন্দর।
আনন্দময় মোদরূপ ভজনরস আকর॥
কারণ রহিত খেদ রহিত মান রহিত ব্যাপক।
গিরাতীত বুদ্ধ্যাতীত স্বতন্ত্র প্রধান লায়ক॥
পরমহংস যোগী পরম গুরু ব্রহ্ম বাচক।
শুভশীলা গুরু কৃপার দীন হীন যাচক॥

ঊনবিংশ উৎস

শ্রীগুরু মানস সেবা

শুদ্ধ কায় চিৎ মনে করি শ্রীগুরু স্মরণ।
আপাদমস্তক প্রভুর হের মনে মন ॥
মুরতি মধুর অতি প্রেম পীযুষ প্লাবন।
সকল ভজন ভাবের পুনীত ভবন ॥
দৃগ, দোষ বিভঞ্জন প্রভুর ধ্যান ও মনন।
হরষ পুলক আদি হয় বিলক্ষণ ॥

প্রভুর শ্রীচরণ রজে করি সুচিত্ত নিবেদন।
ততীন্দ্রিয় আনন্দে ভর সর্ব্ব তনু মন ॥
প্রভুর উদয় মাত্রে মংগল স্ফুরণ
কাম ক্রোধ রিপু আদির সব পলায়ন ॥
বার বার বিনয় করি আবাহন গীতে।
প্রভুকে করিবে প্রণাম কোটি দণ্ডবতে ॥
প্রভুর শ্রীপদ কমল রজ সুপান করিয়া।
প্রভুর সেবার ভাগ্য লহ হে মাগিয়া ॥
কুশাসন পরে রাখি দিব্য মৃগাসন।
রচিবে প্রভুর তরে সুকোমল মংগল আসন।

পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধে পুষ্পে জয়মাল্যে আর
প্রভুর চরণ কমল পুজ বার বার ॥
তীর্থ বারি গঙ্গোদকে করি পদ সমুজ্জল।
সেই বারি সর্ব্ব অঙ্গে কর সুসিঞ্চন ॥
শ্রীযুগল চরণ পদ্মে হইয়া নিবিষ্ট।
ধূপ দীপ সেবা দানে ভজিবে সুইষ্ট ॥
বার বার জয় গাহি শ্রীচরণ দ্বয়ের।
পাথেয় লভে যে সেবক চির সংসার পারের ॥
অনুরাগ ভরা চিতে করি সু বন্দন।
প্রেমাদ্র নয়নে হের প্রভুর মূর্ত্তি কৃপাঘন ॥
মিছরি মাখন মিষ্টান্ন আর সমধুর ফলে।
সেবিবে প্রভুরে প্রাতে সহিত তুলসীর দলে ॥
প্রভাতী সেবার শেষ মধুর ভজনে।
জয় সিয়ারাম নাম শ্রীযুগল গানে ॥

সুগন্ধিত তৈলাদিতে অঙ্গ করি সুমজ্জন।
সুস্নিগ্ধ শীতল দলে, অতঃপর, প্রভুর স্নান আয়োজন ॥
প্রভুর স্নানের বারি ধরিয়া সু শিরে।
সুসেবক জয় করে প্রতিকূল বিঘ্ন উপাচারে ॥
সরস সুন্দর পীত পট বিভূষণে।
সাজাইবে প্রভুর অঙ্গ পরম যতনে ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সঙ্গ লভিয়া ভূষণ।
দিব্য শোভা ধাম হয় রমণী মোহন ॥

তুলসীর মাল্য গাঁথি বিবিধ কুসুমে।
অমিত প্রেমের স্বাদ লভ গো মরমে॥
দয়াল স্বামীর গলে পরাইয়া সেই মালা।
অনন্য কিঙ্করী ভোলে দুখ শোক জ্বালা॥
অতঃপর দ্বাদশ অঙ্গে করি তিলকাদি দান।
সুসেবক দীনে চিতে লভে সু-আনন্দ মহান॥
শ্রীযুগল তিলক ভালে শ্রী-বিন্দুর সহিত।
আপন মাধুর্য্যে প্রভু করে সকলে মোহিত॥
উদার চিকণ কেশ করি সু সেবন।
অকাম সেবক লভে প্রেমভক্তি ঐশ্বর্য্য রতন॥
আতরাদি গন্ধে দ্রব্যে করি প্রভুরে শৃঙ্গার।
সু-সেবক হৃদে লভে পরাপ্রেম রসের সঞ্চার॥
প্রেমের বিলাসে করি প্রভুরে সুসজ্জিত।
প্রভুর বিবিধ সেবায় সেবক হয় নিমজ্জিত॥
ধূপ দীপ গন্ধে পুষ্পে করি প্রভুর আরতি।
অশেষ প্রকারে চায় ভিক্ষা শ্রীপদে সুমতি॥
নানা বিধ মিষ্টান্নে পক্ক ফলে আর।
মধু পর্ক দিয়া করে নৈবেদ্য বিচার॥
সতুলসী ছানা ঘৃত পায়স্ অন্ন সু ব্যঞ্জন।
সুসেবক প্রেম ভরে করে নিবেদন॥
সুপেয় পানীয় সহিত তুলসীর দল।
শ্রীগুরুর ভোজ্য পেয় হয় পরম অমল॥
কাতর মিনতি করি প্রভুর চরণে।
বারে বারে সুসেবক কহিবেক মনে॥

'হে নাথ পরম দুষ্ট কপট জঞ্জাল ।
দাসীরে করুণা করে গ্রহণ কর হে দয়াল ॥
রাখিও দীনারে প্রভু কার্পণ্য বিশ্বাসে ।
তোমার স্মরণ নিত্য প্রভু বাঁধি কৃপা পাশে ॥'
প্রভুর উচ্ছিষ্টান্ন করি সাদরে গ্রহণ ।
সুসেবক জয় করে মায়ার বন্ধন ॥
প্রভুর অশন শেষে করি সুশয্যা কোমল ।
সুদিব্য বিরাম কুঞ্জ রচে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল ॥
সরস আনন্দে প্রভু যবে বিরাম লভিবে ।
কোমল করুণ করে দাসী প্রভুর চরণ সেবিবে ॥

এই রূপে এক যাম প্রভুর বিরাম বিচার ।
পরম সরস সুখের হয় উপচার ॥
বিরাম কুঞ্জের দ্বারে বসি সুসেবক ।
প্রভুর সরস ধ্যানে মজে রসিক নায়ক ॥
যাম অন্তে প্রভুর সেবা করি সুযতনে ।
সুমিষ্ট পানীয় জল দেয় হরষিত মনে ॥
প্রভুর শ্রীমুখ বাণী সুধা বরিষণ ।
সু সেবক শুনে সদা দিয়া চিৎ মন ॥
সরস প্রেমের বার্ত্তা ভজন বিলাস ।
শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তন আর মহারাস ॥
প্রভুর মধুর চরিত সরসিত ধারা ।
সকল সুদিব্য মোদের হয় যে গো পারা ॥

এইরূপে যাম ভরি করি প্রভুর সুসঙ্গ ।
সু সেবক লভে প্রেম ও ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ॥
অতঃপর প্রভুর সহিত করি নাম সংকীর্ত্তন ।
সু সেবক প্রভুর সেবায় হয় নিমগন ॥
পুনরায় করি প্রভুর আরতি পূজন ।
বন্দনা ভজন গীতে করে আত্মনিবেদন ॥
প্রভুর সু-বরদানে হইয়া পুণীত ।
অষ্ট যাম সেবা সুখে দাসী মগন সতত ॥
আত্ম সুখ কভু নহে করিবে বিচার ।
প্রভুর সুসুখ লাগি দাসী নিত্য অবিকার ॥

প্রভুর সেবার ভাগ্য সহজে না মিলে ।
পূজা পাঠ ব্রত দানে কিংবা লভি সমাধি সলিলে ॥
সেবার পরম শত্রু পঞ্চ অভিমান ।
কর্ম্ম জ্ঞানে সদা রহে কর্ত্তৃত্বাভিমান ॥
অভিমান নাশে হয় সরস জ্ঞানের উদয় ।
প্রভুর সু-কৃপা বিনা যাহা কভু না মিলয় ॥
সুকঠিন সেবাব্রত দাসীর সুধর্ম্ম ।
ভক্তির গলিত ধারায় বুঝা যায় মর্ম্ম ॥
শরণাগতি বিনা নাহি ভক্তির উদয় ।
আর্ত্ত প্রাণে প্রভু কৃপায় ইহা উপজয় ॥
প্রভুর সেবার সুখ ভজন প্রধান ।
সেবার সুবশে রহে করুণা নিধান ॥

প্রভুর সরস কৃপার যবে করুণা করিবে।
দাসীর সুভাগ্যে তবে প্রভুর সুসেবা মিলিবে॥

রসের অনন্ত ধারা সেবার মাঝারে।
প্রকাশিত হয় হৃদে অশেষ প্রকারে॥
মঞ্জরী প্রেমের সেবা বিচিত্র অনূপ।
পরম অমান সে যে ভরা সুখানন্দ কূপ॥
প্রভুর প্রীতির রসে হইয়া গলিত।
কাম ক্রোধ রিপু আদি হয় প্রেম সরসিত॥
কিঙ্করী দাসীর সেবা পরম সরস।
সুললিত সুধাধারে মঞ্জুল হরষ॥
স্বামীর স্মরণ নিত্য দাসীর পুলক।
ধর্ম্মাধম ত্যাগ করি স্বামী সেবায় অশোক॥
মঞ্জরী প্রেমের সার মন বাণী পার।
যাহার ভজনে রহে শ্রীযুগল সরকার॥
প্রভুর অশেষ কৃপা যাহার হৃদে প্রবেশিবে।
মঞ্জরী প্রেমের দশা সে জনা বুঝিবে॥
মঞ্জরী প্রেমের সেবা তুলনা রহিত।
যাহার প্রমাণ হয় শ্রীগুরু চরিত॥

প্রভুর অকাম সেবায় সর্ব্ব সুখ লাভ।
কহে দাসী শুভশীলা কুমতি কুভাব॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

বিংশতি উৎস

শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট প্রসাদ

শ্রীগুরু কৃপারাজের উচ্ছিষ্ট মহান।
গো-গিরাতীত সে যে শ্রীগুরু সমান॥
শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সর্ব্বদেবময়।
শ্রীভুর অধর স্পর্শে ভোজ্য পেয় পরমার্থ হয়॥
প্রভুর চরণ পরশ লভি ভোজ্য বস্তু সমুদয়।
অপার সুদিব্য গুণের সদা অধিকারী হয়॥
পরশ মণির স্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণ হয়।
সাধুর প্রসাদ কণা সেইরূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়॥
সাধুর কৃপাল কর দৃষ্টি শুভ ময়।
অধর সুধার স্পর্শ করে মোহ-মায়া জয়॥
প্রসাদ সেবন মাত্র হের তার গুণ।
প্রফুল্লিত হয় মন নাশে অবগুণ॥
গরল অমিয় হয় প্রভুর অধর পরশে।
রাত্রির আঁধার যায় যথা রবির প্রকাশে॥
প্রভুর প্রসাদে হয় সাত্তিক বুদ্ধির উদয়।
বল-বীর্য্য-ভক্তি ভাব আসে সমুদয়॥
হের অবিদ্যা মায়ার জালে সংসার আবদ্ধ।
মায়ার দুর্ভেদ্য পাশ সুকঠিন শক্ত॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও জীব চরাচর ।
মায়ার প্রতাপ কাছে সব কাঁপে থরে থর ॥
প্রভুর প্রসাদ কণা করি সু সেবন ।
মায়াপাশ ছিন্ন করে সুসেবক রতন ॥
প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ধরি শিরে সুযতনে ।
পরানন্দ লভে সেবক আত্ম নিবেদনে ॥
বড় ভাগে মিলে প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ।
যাহার সেবনে মিটে ভ্রম অবসাদ ॥
মহাপ্রসাদ নিত্য বস্তু সদা পূজ্য হয় ।
আরতি বন্দন সাথে সদা দেহ জয় ॥
শ্রীগুরু কৃপার গতি বিচিত্র উদার ।
উচ্ছিষ্ট প্রসাদ শ্রেষ্ঠ তাহার মাঝার ॥
সাধুর সুকৃপা রজ্জু যবে সেবকে বাঁধিবে ।
প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভাগ্য সেবকে মিলিবে ॥
পূজা পাঠ জপ তপ সাধনের যত কিছু ফল ।
প্রসাদ কণিকা প্রভুর ধরে ততোধিক ফল ॥
অতি রহস্য গূহ্য কথা মন বাণী পার ।
মূঢ়মতি কিবা বুঝে সুমরম তাহার ॥
প্রভুর প্রসাদে সেবার মহিমা অপার ।
সদ্য ফল দাতা সে যে সুদিব্য চিন্ময় আধার ॥
প্রভুর প্রসাদে যে মাত্র অন্ন জ্ঞান করে ।
পণ্ডিত হ'লেও সে অতি হীন বুদ্ধি ধরে ॥
প্রভুর প্রসাদ বলে অবিদ্যার নাশ ।
অনন্য ভজন ভাবের হইবে প্রকাশ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।
কায় বাক মনে যাহা প্রভু জপে অবিরাম॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বভাবে ইষ্টে দিয়া মন।
প্রভুর পরশ সিদ্ধ প্রযুগল নাম সুমোহন॥
প্রভুর শ্রীমুখ হ'তে লভি যুগ নাম।
সুসেবক ধন্য হয়—হয় আপ্তকাম॥
প্রভুর প্রসাদ সিদ্ধ শ্রীযুগল সুনাম।
কলিমল নাশ করি দেয় যে বিরাম॥
বিমুখী ইন্দ্রিয়গণ লভে তন্মুখী ভাব।
স্বভাব সরল হয় ধন্য হয় ভাগ॥
যদ্যপি যুগল নাম সর্ব্ব কারণ পর।
পরানন্দময় সদা সুদিব্য চিন্ময় অঘোর॥
তথাপি সাধুর শ্রীমুখারবিন্দ সেবি।
শ্রীযুগ নাম ধন্য হয় কহে মূঢ়মতি কবি॥
যদ্যপি উচ্ছিষ্টের প্রশ্ন নাই শ্রীনাম সংবাদে।
তথাপি প্রভুর সঙ্গ-সুখ হেতু নাম সদা কাঁদে॥
এ কারণে নামরাজ সাধুর সর্ব্বোত্তম দান।
যাহার সেবন মাত্র হয় বিমল পরাণ॥
সিয়ারাম নামরাজ সাধুর সম্বল।
বিষয় বাসনা ত্যজি আর কপট সুছল॥

প্রভুর প্রসাদ কণার দাসী শুভা যে ভিখারী।
করুণা করিয়া দেহ হে সাকেত বিহারী॥

একোবিংশতি উৎস

প্রভুর শ্রীযুগল পাদুকা ও শ্রীঅঙ্গ ভূষণ সেবা

শ্রীগুরু দয়াল প্রভু করুণা নিধান।
সত্য প্রিয় সত্যধাম দীন ও অমান॥
পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব পরানন্দ ময়।
অণু পরমাণু প্রভুর সকলি চিন্ময়॥
প্রভুর চিন্ময় তনু পূর্ণ মোক্ষধাম।
একরস সর্ব্বরস অদোষ অকাম॥
প্রভু যে অকল নিত্য পরিণাম শূন্য।
ভজন প্রভাবে প্রভু হয় ভিন্ন ভিন্ন॥
মুক্তির প্রকার ভেদ পঞ্চবিধ হয়।
সামীপ্য সাযুজ্য স্বারূপ্য সালোক্য ও সার্ষ্টি
পুঁথি পুরান কয়॥
যোগ যাগ ধ্যান ব্রত করি বহু বর্ষ ধরি।
কেহ কেহ মুনি বীর লভে প্রভু কৃপা বারি॥
কেহ বা সামীপ্য সুখ স্বারূপ্য কেহ বা পায়।
কেহ বা সালোক্য মুক্তি সাযুজ্য কেহ বা চায়॥
এ সব সুখের ভোক্তা প্রভু নিজ জন।
নিজাত্মা জানিয়া প্রভু দেন পরানন্দ ধন॥
এ সব বিবিধ মুক্তি প্রভুর হয় অংশ কলা।
চেতন অমল দিব্য মুখে নাহি যায় বলা॥

এক সাথে পঞ্চ মুক্তি অতীব বিরল।
পঞ্চবিধ মুক্তি মাঝে প্রভু পূর্ণ যে অকল ॥
শ্রীযুগল পাদুকা প্রভুর নিত্য অবিনাশী ॥
প্রভুর অমিত গুণে শ্রীপাদুকা সুখরাশি।
শ্রীযুগল পাদুকা হয় প্রভুর চিন্ময় নিকেত।
প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শে কাষ্ঠখণ্ড হয় যে সচেত ॥
শ্রীযুগল পাদুকা মাঝে প্রভু অবিকার।
পাদুকারে সেবা করেন প্রভু প্রেমাধার ॥
যোগভ্রষ্ট ঋষি কোন ধরি যুগ পাদুকার রূপ।
অকাম হৃদয়ে সেবে সাধু চিদানন্দ রূপ ॥
প্রভুর পাদুকাদ্বয়ে যে করে কাষ্ঠের বিচার।
সৎসঙ্গ লভে নাই মূঢ়মতি জড়ের বিকার ॥
সাধুর শ্রীপদ চিহ্ন শ্রীপদরজ ও যুগল চরণ।
সকল গুণের ধাম শ্রীযুগ পাদুকা রতন ॥
প্রভুর সকল কৃতির যুগ পাদুকা আলয়।
ইহা শুনি ধীরমতি না করে বিস্ময় ॥
প্রভুর শ্রীপাদুকা দ্বয় হৃদপদ্মে ধরি।
অবিরল স্মরণে রহে সাধু নরহরি ॥

প্রভুর পাদুকা দ্বযের নিত্য আরতি পূজন।
পরম বিমল সুখ অনন্য ভজন ॥
প্রভুর পাদুকা দ্বয়ের পূজা ষোড়শোপচারে।
বৈরাগ্য-বিবেকশীল ধীরমতি করে ॥

অবিরল প্রভু কৃপায় শ্রীপাদুকায় রতি উপজয়।
প্রভুতে প্রেমের ফলে পাদুকায় রতি প্রীতি হয়॥
প্রভুর আনন্দ লীলার যবে হয় অবসান।
প্রভুর শ্রীপাদুকা দ্বয় প্রভু রূপে হয় জ্যোতিষ্মান
প্রভুর সকল লীলা শ্রীপাদুকা প্রকাশে।
প্রেম নেত্রে হেরি তাহা সাধু রসে ভাসে॥
শ্রীপাদুকার ভোগারতি ধূপ দীপ সাথে।
বিরহীর প্রাণ-মন দিবসেতে রাতে॥
মৃদঙ্গ বীণার সাথে গাহি পাদুকার জয়।
সরস প্রেমিক সাধক প্রভুতে রহে লয়॥
বল সবে গাহ সবে জয় পাদুকার জয়।
প্রভুর অনন্য সাথীর সদা গাহ জয়॥
পাদুকা প্রভুর হয় দিব্য অনুষ্ঠান।
সরস জ্ঞানের মূল অনন্য ভকতি পরাণ॥

জয় জয় পাদুকা সিদ্ধ সমুজ্জ্বল।
চিন্ময় সুখের ধাম সরস অমল॥
জয় জয় পাদুকা প্রেমের সুখনি।
দেহ রতি দেহ প্রেম সুস্নিগ্ধ লাবণি॥
জয় জয় পাদুকা কল্যাণ নিধান।
দেহ দুষ্টা দাসারে অমৃত সন্ধান॥
পাদুকা ও প্রভু সনে যে করিবে ভেদ।
অন্ধ অভাগী সে কহে পুঁথি বেদ॥

সেইরূপ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ বসন ভূষণ।
সকল সুদিব্য গুণের হয় সুখের সদন॥
প্রভুর ভূষণ আদির করি ভজন ও পূজন।
সু সেবক লাভ হৃদে আনন্দ রতন॥
প্রভুর ভূষণ আদি তুলনা রহিত।
কোন কবি গাহিবে তাহার চরিত?
শ্রীপঞ্চ সংস্কার আর তুলসীর মাল।
শ্রীযুগল কণ্ঠী অতি উদার রসাল॥
মোহন তিলকাদি দ্বাদশাঙ্গে ধরি।
শ্রীগুরু মূরতি মোহন পীতবাস পরি॥
শ্রীগুরু দয়াল রাজের সুদীন ভূষণ।
সকল মাধুর্য্য রসের হয় আভরণ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভূষণ আদি যবে করুণা করিবে।
সরস ভজনে তবে সুমতি হইবে॥
প্রভুর বসন ভূষণ প্রভুরই স্বরূপ।
আনন্দ অপার অতি উদার অনুপ॥

জয় জয় তিলকাদির কণ্ঠী মালার জয়।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব রাজের নিত্য সাথীর জয়॥
জয় জয় পীত পট সুধা সুখরাশি।
বিরাগ বিরতি ধাম প্রেম পূর্ণমসী॥
জয় জয় বৈষ্ণব রাজের শ্রীঅঙ্গ ভূষণ।
সকল গুণের ধাম পতিত পাবন॥

শ্রীঅঙ্গ ভূষণ প্রভুর নিত্য কৃপাধাম।
যাহার করুণা কণার বশ্য সীতারাম॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ভূষণে হয় বুদ্ধি সমুজ্জ্বল।
যাহার পরশে জাগে জীবাত্মা অমল॥
বিমল জ্ঞানের স্রোতে শ্রীযুগল ভজন উদয়।
ভজনের সাথে সাথে অহং তরুর ক্ষয়॥
অহংকার নাশে হয় আত্ম নিবেদন।
যাহার সুসিদ্ধ রূপে প্রেম জাগরণ॥
প্রেমের অবধি ধরে মঞ্জরী সুনাম।
যাহার পরশে জীব হয় কিঙ্করী ললাম॥
কৈঙ্কর্য্য সরস ব্রতে হয় মহামোদ লাভ।
যাহার অবধি ধরে নাম মহাভাব॥
সকল সুখের উদয় শ্রীবৈষ্ণব ভূষণ ভজনে।
বিমল বিবেকী জন ইহা বুঝে মনে মনে॥
শ্রীবৈষ্ণব ভূষণে যে দেখে বস্ত্রখণ্ড।
প্রেম নয়ন হীন সে যে হয় জড় পিণ্ড॥

দুষ্টা দাসী শুভশীলা কহে সজল নয়নে।
পতিতারে ত্রাণ কর কৃপা কণা বরিষণে॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম

দ্বাবিংশতি উৎস

শ্রীগুরু ও মন্ত্রশক্তি

শ্রীগুরু চরিত রহস সার অকথ অলৌকিক করণী।
গোপ্য নিগূঢ় পরম গুহ্য কারণ রহিত সুখদায়ী॥
শুনি সে চরিত ভাসিবে সুখে মুনি মতিধীর বিজ্ঞানী।
বিমূঢ় হইবে চপল চিত্ত কামী কুটিল মদ মানী॥
শ্রীগুরু অমিত আদি শক্তি হ্লাদিনী সম্বিৎ সন্ধিনী।
তত্ত্ব রসের বেত্তা সে জন যার জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী॥
প্রণব মন্ত্র ওঁঙ্কার ধ্বনি নাদ জ্যোতি ও বেদবাণী।
মহাশক্তির দিব্য আলয় শ্রীগুরু রসরাজ সঙ্গিনী॥
শ্রীগুরু অংশী শক্তি অপর অংশ প্রভুর কল্যাণী।
প্রভুর আদেশ ধরি নানারূপ রচিত করিছে রঞ্জিনী॥

ওঁং গুং রাং শ্রীং হং হ্রীং হ্লাং হ্লীং আদি মন্ত্র বীজ।
শ্রীগুরু শক্তির পরশে নিত্য মৃত জীবে করে সরস সজীব॥
সপ্ত কোটি মন্ত্র নিচয় শ্রীগুরু শক্তির ক্ষুদ্র কলা।
বীজাকারে গুরু নিজ শক্তি সনে করেন দিব্য মোহন লীলা॥
আদ্যাশক্তি শ্রীগুরু মাঝারে মন্ত্র নিচয় গোপ্য রস।
ভক্ত জনের পুরাতে বাসনা মন্ত্র বিশেষের শ্রীগুরু বশ॥
পরম পুরুষ শ্রীগুরু মাঝে মন্ত্রশক্তি পেলো যে রূপ।
আদ্যা শক্তি শ্রীগুরু মাঝে প্রকাশ লভিল অমল অনূপ॥

শক্তিমান শ্রীগুরুদেব পরম স্বতন্ত্র অনাদি পুরুষ।
নিত্যানন্দ অভয় সে যে রিক্ত সকল কামনা কলুষ॥
বেদ চতুষ্টয় ঋষির হৃদয়ে আপন সত্তায় যেরূপ প্রকাশ পায়।
মন্ত্রশক্তি শক্তিমানের সকল সময়ে সুযশ গায়।
মন্ত্র বিশেষ ও শ্রীগুরু স্বরূপে পাত্রবিশেষে নাহিক ভেদ।
শ্রীগুরু স্বামী ও মন্ত্র বিশেষে সুখের মিলনে হয় যে আখেদ॥
বীজ মন্ত্রে শ্রীগুরু শক্তি প্রকট সদা অনির্ব্বাণ।
মন্ত্রনিধান শ্রীগুরু দেবতা ধরি নর রূপ জ্যোতিষ্মান॥
মন্ত্র জপিছে শ্রীগুরু আদি নিত্যানন্দে হইয়া অকাম।
চরিত রসাল করিয়া শ্রীগুরু জপিছে মন্ত্র অষ্টযাম॥
শ্রীগুরু স্বামী কল্যাণ বীজ মন্ত্র নিচয় কল্পলতা।
ফুল ফল আর অবিনাশী বীজে কল্পতরুর অমর গাঁথা॥
মন্ত্র সকল শ্রীগুরু রসালে চিণ্ময় সদা সত্যধাম।
মন্ত্র স্মরণে শ্রীগুরু স্মরণ কহিল পুরাণ শ্রুতি ও সাম॥
শ্রীগুরু রাজা মন্ত্র মন্ত্রী জীবকুল সব প্রজা যে হয়।
মন্ত্রী সাথে করিয়া বিচার শ্রীগুরু বিশেষ বারতা হয়॥
সুকৃতি আগার জীব উদার শুনি সে কথা অকাম মনে।
শ্রীগুরু চরণ করি সুধ্যান জপে যে মন্ত্র নির্জ্জনে॥
মন্ত্রী নিজ জন রাজার পরম নাহি কিছু ভেদ দুয়ের মাঝে।
আপন তন্ত্রে মন্ত্রী সুধীর রাজারে সেবে যে সকল কাজে॥
সেই মত হয় শ্রীগুরু অনাদি ও মন্ত্রশক্তির দ্বৈত রস।
বিচিত্র লীলা চরিত হেতু আদ্যাশক্তি ভক্ত বশ॥
সপ্ত কোটি মন্ত্র সকল সেই অনাদি স্বামীর অভেদ রূপ।
শ্রীগুরু কৃপায় বুঝিবে যে জন অবশে হইবে অমিয় কূপ॥

দয়াল গুরু ভক্ত জনে নিজ স্বরূপের করেন দান।
কর্ণ পথে বীজ সহিত মন্ত্রশক্তির গাহিয়া গান॥
অমিত শক্তির ক্ষুদ্র কণিকা বীজরূপে সে অমিত হয়।
মন্ত্র লঘু হ'লেও সে যে অমিত শক্তির বরুণালয়॥
যে রূপ ক্ষুদ্র অঙ্কুশ তৃণ মত্ত গজেরে করে যে জয়।
বীজ সহিত মন্ত্র সেরূপ অপার অসীম নন্দময়॥
কর্ণ বিবরে শ্রীগুরু দয়াল যে মন্ত্র শক্তির বারতা কয়।
আপন বীর্য্যে সে শক্তি পরম আর্ত্ত জীবের শরণ হয়॥
শ্রীগুরু শক্তির মধুর পরশে জীবশক্তি সজীব হয়।
জড়ের ধর্ম্ম করিয়া সুত্যাগ আপন মহিমা চিনিয়া লয়॥
হৃদয় কর্ণে যে গভীর যোগ সে রসিকরাজের কৃপার দান।
রসবিশেষের নিঝ'র হেতু এ গোপন পথ সদা দীপ্যমান॥
শ্রীগুরু কৃপাল মোহন লীলায় মন্ত্রবিশেষের করেন ধ্যান।
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব যতি অমিয় পথের লভিল জ্ঞান॥
শ্রীগুরু শক্তি ও মন্ত্র শক্তি ভিন্ন কথা তবু ভিন্ন নয়।
গিরা অর্থ সম চাঁদ চাঁদিনী সম শক্তিমানে সদা শক্তি লয়॥
শ্রীগুরু শিব ত্রিগুণাতীত মন্ত্ররাজ্যের অভয় স্থান।
বক্ষে লভি যার অভয় আলয় আদ্যাশক্তির নৃত্য গান॥
শ্রীগুরু সকল মন্ত্র বীজ—গুরু বিনা কোন মন্ত্র নাই।
শ্রীগুরু সরিতে মন্ত্র মীন—শ্রীগুরু শক্তি মন্ত্র ঠাঁই॥
শ্রীগুরু ও মন্ত্রে যে দেখে এক রসিক সে জন অকিঞ্চন।
দ্বৈত্য স্বরূপে সুখের মিলন মধুর রসের সুসিঞ্চন॥
দয়াল স্বামীর কৃপার কণায় মন্ত্র মাঝারে শ্রীগুরু রূপ।
দাসী শুভশীলা যেন হেরে গো সতত কর কৃপা প্রভু সন্তভূপ॥

ত্রয়বিংশতি উৎস

শ্রীগুরু—সেবক ও শ্রীগুরু উপদেশ

শ্রীগুরু সাত্ত্বত ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিদ্যা রূপ ।
অদ্বৈত বিজ্ঞান ধাম নিষ্কেবল অমিয়ের কূপ ॥
সুজিজ্ঞাসু আর্ত্ত জন করি গুরু পদ সেবা ।
পরি প্রশ্ন করি গুরু-ব্রহ্মে জানে সত্য কিবা ॥
শ্রদ্ধাবান সু কশলী অকামী সুজন ।
শ্রীগুরুর কৃপাবারি করে আকর্ষণ ॥
সেবন্মুখী বৃত্তি লাভ বিষয় ত্যাগেতে ।
ত্যাগেই পরম সুখ কহে পুরাণ পুঁথিতে ॥
সর্ব্বভাবে—চিৎ মনে সুকায় ও বচনে ।
শ্রীগুরুর সেবা করে সু সেবক জনে ॥
যে রহে গুরুর দ্বারে লোভী কুকুরে মত ।
সে হয় চতুর শ্রেষ্ঠ সুপূজ্য সতত ॥
গুরু বিনা আত্ম জ্ঞানের নাহিক প্রকাশ ।
জ্ঞান কি বিরাগ বিনা করিবে বিলাস ॥
বিনা জ্ঞানে কেমনে প্রতীতি সু হইবে ।
প্রতীতি না হইলে কি প্রীতি সঞ্চারিবে ?
প্রীতি রস বিনা নাহি প্রেমা ভক্তির উদয় ।
এ সব সাধনতত্ত্বের শ্রদ্ধা মূল হয় ॥

শ্রদ্ধা বিনা গুরু সেবা সুব্যর্থ বিফল।
যতন বিহীন সে যে কভু নহে যে অমল॥
অনন্য সেবার বশ শ্রীগুরু কৃপাগার।
যাহার ভজনে রহে শ্রীগুরু উঁদার॥
সেবকের প্রেম পূজা পরম সুমিষ্ট।
অষ্টযাম সেবা সুখ হরে সব বিধ কষ্ট॥
যে করে বিষয় ত্যাগ কর্ম্ম বচ মনে।
সে হয় সেবক শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুর অনন্য ভজনে॥
গুরু বিনা অন্য কিছু সেবক না জানে।
শ্রীগুরু ভরোস তার প্রতি পলে অনুক্ষণে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ দিয়া করি শ্রীগুরু ভজন।
ইহা হয় সুসেবকের জীবন মরণ॥
সেবকের নাহি চিন্তা নাহি ক্লেশ নাহিক অভাব।
সকল সময় তার পরা সন্তোষ স্বভাব॥
গুরুর ভজনে হইয়া অকাম নির্দ্বন্দ্ব।
সুসেবক লাভ করে পরম কৈবল্যানন্দ॥

সু সেবকের গুণরাশি হয় যে গুরুর অধিক।
ইহাই শ্রীগুরুর উঁদার দান দিব্য পারমার্থিক।
সু সেবক হয় যে গুরুর ভজন প্রতীক॥
শ্রীগুরু করুণা রসে হয় প্রভুর আত্মার আত্মিক॥
নিজ জন জানি প্রভু সেবকে করেন সুদান।
ভজন সুধন আর সাধন মহান॥

শিক্ষা দিতে গুরু মিলে কোটি অযুত অপার।
সুধর্ম্ম পালন রত গুরু মেলা ভার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে যিনি যোগী মতিধীর।
বিরক্ত শ্রীনাম জাপক সিদ্ধ শুচি চীর॥
সরস ভজন ভাবে স্নিগ্ধ চিৎ মন।
এমন সদ্‌গুরু স্বামী দুর্ল্লভ রতন॥
সুদুর্ল্লভ যথা হয় সন্ত অকাম সরল।
সু সেবক সেইরূপ হয় অতীব বিরল॥
যদি মেলে সদগুরু সু সেবক জনে।
দুই মূর্ত্তি ভাসে সুখে আনন্দিত মনে॥

সদ্‌গুরু সত্যধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞ সরল।
জ্ঞান-বৈরাগ্য নিধি ভক্তি অবিরল॥
সকল ধর্ম্মের সার সুসিদ্ধ সরস।
সেবকে শ্রীগুরু কহেন হ'য়ে প্রেম বশ॥
সত্য কি? ধর্ম্ম কি? বেদ কিবা কহে?
জীব কি? ব্রহ্ম কি? বা কিবা সত্য নহে?
মায়ার স্বরূপ কি কহেন বিবেক বিচার।
কাহার ভজনে সুলভ হয় অপবর্গ চারি॥
ব্রহ্মে মায়ার ভেদ কি লক্ষণ আত্মার?
ব্রহ্মের সহিত কিবা হয় সম্বন্ধ আত্মার?
আত্মা পরমাত্মার মিলনের কি হয় সাধন?
এ দুই সাধন পথে কে হয় বিঘ্নের কারণ?

ভক্তির প্রকার ভেদ ও তাহার সাধন।
পরম সস্নেহে গুরু বলেন উদার বচন ॥
পরমার্থ হয় কিবা? কিবা পরমার্থ নহে?
এই গোপ্য ভেদাভেদ সদ্‌গুরুর সুশিষ্যে সদা কহে ॥

প্রভুর সরস বাক্য সুন্দর অনূপ।
বিমল বিবেক ভরা সে যে অমিয়ের কূপ ॥
ধন ধাম ধরণী সুত পরিবার।
আর যত কিছু হতে পারে লোক ব্যবহার।
এ সব বিচার করে দেখ মনে মন।
পরমার্থ নহে কভু মায়ার সৃজন ॥

পরমার্থ লক্ষণ কহে সদগুরু স্বামী।
সরস প্রেমের আধার প্রভু অন্তর্যামী ॥
এ মোহ রজনী মাঝে যোগী সদাই জাগ্রত।
পরমার্থবাদী সে যে প্রপঞ্চ বিরত ॥
রসনায় রটি নাম সদা প্রেম ভরে।
মোহ নিশার মায়া হরে সাধক প্রবরে ॥
নামের প্রতাপে সাধু কালজয়ী বীর।
আত্ম স্বরূপে রহে সদা শুচি ধীর ॥
শ্রীসীতারাম পদে করি প্রেম অনুরাগ।
পরমার্থ লক্ষণ হয় দীন ও অদাগ ॥ •

শ্রীরাম পরম ব্রহ্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আধার।
সকল কল্যাণ গুণের প্রভু হয় সুদিব্য আগার ॥

সদা একরস প্রভু বয়স ষোড়শ ।
কিশোর শ্যামল অতি কোমল সরস ॥
পূর্ণ জ্ঞান দিব্যৈশ্বর্য্য অনন্ত অপার ।
তথাপি মধুর রসের প্রভু ভজন আধার ॥
জগৎ প্রকাশ্য হয় প্রকাশক রাম ।
হৃদয় করুণ অতি দয়ার সুধাম ॥
সর্ব্বরস রসাধার একক অদ্বৈত ।

নিজাস্বাদন হেতু প্রভু হইল যে দ্বৈত ॥
চিনির কেমন স্বাদ চিনি নাহি জানে ।
যে খায় সে চিনি সুখে সেই স্বাদ জানে ॥
অমিত আনন্দ কন্দ প্রভু সীতাপতি রাম ।
আনন্দের আশ্রয় প্রভু চিদানন্দ ধাম ॥
নিজানন্দ-সুখে প্রভু করিতে মজ্জন ।
সুখরূপ শ্রীরামের হোল বিকলন ॥
অগুণ সগুণ মাঝে একের হইল বিলাস ।
অগুণে শ্রীরাম প্রভু সগুণে জামকী প্রকাশ ॥
অগুণ সগুণ মাঝে নাহি কিছু ভেদ ।
রসিক সুজান আর কহে বুধ বেদ ॥
রাম সীতা দুই নহে ভেদাভেদ শূন্য ।
দুয়ের একক সত্তা কভু নহে ভিন্ন ॥
যে হয় শ্রীরাম প্রভু সেই সীতা হয় ।
দৃষ্টি ভেদে একই বস্তু যেরূপ দুই হয় ॥

নিত্য ধামে সীতারাম সর্ব্বরস সার।
অনন্ত রসের লীলায় দোঁহে প্রেমাধার॥
সীতার হৃদয় সরে শ্রীরাম মরাল।
পরম সু সুখে সেথায় বিরাজে রসাল॥
জানকী হৃদয় পদ্মের সুমত্ত মধুপ।
হইয়া শ্রীরাম প্রভু প্রেমে সদা চুপ॥
জানকী প্রেমের বিলাস হয় নিত্যধাম।
সর্ব্ব দেশ কাল সর্ব্ব বস্তু কিঙ্করী ললাম॥
চেতন অমল সব পরানন্দময়।
শ্রীযুগল রসরাজের করুণা চিন্ময়॥

শ্রীযুগল সীতারাম হয় পরা সত্য।
সকল সুখের ধাম অবিনাশী নিত্য॥
কণ্ঠি তিলক মালা মন্ত্র আত্ম নাম আর।
ভজন ভাবের ঘরের হয় সুকিঙ্করী উদার॥
শ্রীবৈষ্ণব ভক্তি তত্ত্বের এ সকল প্রেম পারাবার।
পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি জীবের সৎকার॥
তিলকাদি মালা মন্ত্র ধরে নাম পঞ্চ সংস্কার।
যাহার প্রাসাদে জীব লভে বিমল বিচার॥
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আর মহাব্যোম।
সংসার উৎপত্তির হয় কারণ পরম॥
অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই পঞ্চ মহাভূত।
যাহার আশ্রয়ে জীব ঘুরে সতত অদ্ভুত॥

এ সকল জড় হইতে লভিলে উদ্ধার।
মলিন মানব বুদ্ধি হয় শুদ্ধ অবিকার॥
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কার হয় মুক্তির কারণ।
যাহার প্রসাদে জীব লভে তীক্ষ্ণ সমীক্ষণ॥
পরম হ্লাদিনী শক্তি জনক নন্দিনী।
সগুণ ব্রহ্মের রূপ পরা প্রেম ভকতি জননী॥
শ্রীজনক-নন্দিনী হয় আচার্য্য চূড়ামণি।
যাহার উদার স্বরূপ শ্রীগুরু চিন্তামণি॥
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কার জানকীজীর দাসী।
জানকীজীর সৌভাগ্যে সব বিমল সুখ রাশি॥
জানকীজীর শক্তি ধরে পঞ্চ সংস্কার সকল।
অমিত অপার সে যে নিষ্করুণ আনন্দ কেবল॥

শ্রীগুরু আচার্য্য আর পঞ্চ সংস্কার দিব্য।
পরমা আচার্য্য রূপী কহে কবি কাব্য॥
পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি ভজন সম্বন্ধ।
ব্রহ্মে-জীবে যোগ করে তিলক নির্দ্বন্দ্ব॥
সু সেবক দ্বাদশাঙ্গে করি তিলক ধারণ।
অবিরল সুখে ভাসে চিত্ত পরা প্রেম মগন॥
শ্রীগুরু পরতত্ত্ব সহিত পঞ্চ সংস্কার।
পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি জ্ঞান অধিকার॥
পঞ্চ সংস্কার বিনা কোটি উপায় করিলে গ্রহণ।
ভজন বিফল হবে কভু না প্রেম বরিষণ॥

সদ্‌গুরু স্বামী যবে করুণা করিবে।
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কার জীব তখন লভিবে॥
শ্রীগুরুর মহান দান হয় পঞ্চ সংস্কার।
ইহার সম্যক জ্ঞান সদা মন বাণী পার॥
শ্রীগুরুর করুণা কণায় সেবক বুঝে মনে মন।
পঞ্চ সংস্কার মহা শক্তির কিবা রূপা মোদঘন॥
শ্রীবৈষ্ণবের পঞ্চ সংস্কার হয় শ্রীগুরু শক্তি।
যাহার অনূপ দান প্রেম পরাভক্তি॥
পঞ্চ সংস্কার লাভে জীবের ধ্রুবা স্মৃতি জাগে।
অনন্য স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল সদা মগ্ন প্রেম অনুরাগে॥
শ্রীযুগল চরণ রজে সদা প্রেম অনুরাগ।
ইহাই পরম তত্ত্ব যাহার ভজনে জীব লভে যে বিরাগ॥
জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ কিঙ্করী পরম।
স্বামিনী শ্রীজানকী রাণী পরা প্রেম অনুপম।
জনকনন্দিনী অলি জীব মহাভাগ।
কামনাবিহীন প্রেমে সরস ও অদাগ॥
চরাচর জড় চেতন হয় জানকী স্বরূপ।
শ্রীরাম পরম পুরুষ সব সাথে রাস করেন মোহন অনূপ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে হয় নিত্য পুরুষ সীতাপতি রাম।
পরাৎ পর পর ব্রহ্ম জ্ঞান গুণধাম॥
বিশ্বের সকল শক্তি শ্রীযুগল কিঙ্করী।
ইহাই বিচার সিদ্ধ দেখ সবে বিবেক বিচারি॥
সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রীজনকনন্দিনী।
তাহার চেতন অংশ জীব সুখ খনি॥

ব্রহ্মে জীবে ভেদ নাই ইহা অলীক কল্পনা।
অংশ নহে অংশী সম—ভাবি দেখ মনা॥
জীব ব্রহ্ম উভয়তঃ হয় অনন্ত মহান।
সান্ত জীবগণ কি উপায়ে করিবে তার মহত্ত্ব বিবেচন॥
সান্ত জীবে নাহি সাজে সোহহং ব্রহ্ম বলা।
এ সকল বাক্য-জ্ঞানের হয় অতি বিচিত্র কলা॥
অদ্বৈত জ্ঞানের সার—নাহিক সংশয়।
ভজন সুসিদ্ধ হলে দ্বৈত অদ্বৈত হয়॥
অদ্বৈতের বিচার কভু নহেক সাধন।
মায়িক সংসারে রহি কেমনে অদ্বৈত ভজন॥
রসের অমিত ভেদ মন বাণী পার।
রস বিশেষের যত্ন হয় সদ্ধর্মের সার॥
শ্রীমঞ্জরী প্রেম হয় সব রসের প্রধানা।
সুকিঙ্করী ব্রতেতে মত্ত সুদিব্য ললনা॥
জনকনন্দিনী দাসী দীন মানহীন।
শ্রীযুগল সুখ বর্দ্ধনে সদাই নবীন॥
কিঙ্করী ভজন ভাবের করি সুচয়ন।
সাধন পারের হয় সুদিব্য ভূষণ॥
সরস প্রীতির টানে শ্রীযুগলে সেবি।
মহানন্দ লাভ করে সুভাগ্যবতী কবি॥
শ্রীযুগল সীতারাম—হয় পরতত্ত্ব।
কিঙ্করী নিচয় জীব এই জ্ঞান সত্য॥
নিত্য জীবের পরালাভ শ্রীযুগল মিলন।
মিলনের সুখ কভু না হয় বরণন॥

শেষ শারদ শ্রুতি নারদ কল্প কল্প ধরি ।
কহিতে পারি না কভু সে সুখ কিবা আহা মরি ॥
যাহার বিন্দুতে হয় কোটি বৈকুণ্ঠ সৃজন ।
সে সুখ কিরূপ হয় ভাবি দেখ মন ॥
প্রভু সুকৃপায় ভাগ্যবান হৃদয়েতে অনুভব করে ।
যাহার আস্বাদে জীবে কভু মোহে নাহি পড়ে ॥

গো গোচর চিৎ মন ইন্দ্রিয় নিচয় ।
এ সকল মায়া হয় জানিয় নিশ্চয় ॥
বিদ্যা অবিদ্যা ভেদে মায়া দুই রূপ ।
অবিদ্যা সংসৃতি দায়ক বিদ্যা সুধা কূপ ॥
বিমল বিবেক জ্ঞান বিদ্যা মায়ার দান ।
শ্রীহরি-গুরু করুণার প্রমাণ মহান ॥
অবিদ্যা মায়ার বশে জীবের প্রমাদ ।
যাহা হইতে উপজয় ভ্রম অবসাদ ॥
অবিদ্যা মায়ার বশে জীব হয় শ্রদ্ধাহীন ।
মোহনিশায় সুপ্ত থাকি যাপে রাতি দিন ॥
অনিত্য বস্তুর মাঝে করি আত্মজ্ঞান ।
জন্ম মরণ ফাঁদে পড়ে সদা জড় পরাণ ॥
অনন্ত সুকৃতি জীবের হইলে একত্র ।
রাম কৃপায় হয় লাভ শ্রীবৈষ্ণব-পাত্র ॥
সাধুর কৃপার দানে মনমুখী জীব ।
হরিপদ মুখী হ'য়ে জীব হয় শিব ॥

শম দম নিয়মাদি শ্রীগুরু শিখান।
কার্পণ্য বিশ্বাসে সেবক হয় সুদীন অমান।
শ্রীযুগল ভজন রস মহামোদ খনি।
তাহার সন্ধান দেন শ্রীগুরু-চিন্তামণি॥
শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তন সদা বৈখরী সুতানে।
অকাম সেবক করে মুদিত সুমনে॥

জীবের পরম ধর্ম্ম প্রভুতে বিশ্বাস।
শরণাগতি ভাব সহ নিত্য সেবার বিলাস॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-উপাসনার সরস মিলনে।
দৈন্য ভক্তি লাভ করে সুসেবক জনে॥
ভজনানুকূল গুণ রাজির করি সুচয়ন।
প্রতিকূল বিঘ্নরাশির করে সুবর্জ্জন॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য করি বিচার ভোজন গ্রহণ।
তুলসীদল বিনা নহি কভু পান ও অশন॥
ভজনে যে দেয় বাধা তাহা প্রতিকূল।
পুত্র কন্যা পরিবার কিংবা বৈভব অতুল॥

প্রভুর সুকৃপা দানে সর্ব্ব কলিমল নাশ।
সচ্চিদানন্দময় জীবের হয় ক্রমশ প্রকাশ॥
শ্রীগুরু সহায়ে হয় সর্ব্ব আবিলতা দূর।
মহান পবিত্র প্রেমে লভে জীব দশা সুমধুর॥
সুন্দর সুজান প্রিয় জীবাত্মা চিন্ময়।
শ্রীগুরু সুশিষ্যে দেন তার যোগ্য পরিচয়॥

অনিত্য দুঃখ ভাক সব করি সুবর্জ্জন।
উজল প্রেমের পথের সুসেবক লহে যে শরণ॥
শ্রীগুরুর কৃপার দানে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
আত্ম স্বরূপ জ্ঞানে জীব লভে মহান জীবন॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম শ্রীগুরু শিখান।
ধর্ম্মাচরণ হয় সে যে ধর্ম্মের পরাণ॥

বাক্য জ্ঞান হইলেও পরম নিপুণ।
না পারে করিতে ছিন্ন ভব বন্ধন দারুণ॥
পরম কৃপাল গুরু করেন উপদেশ।
সকল জ্ঞানের সার ও রস বিশেষ॥
শ্রীগুরু কৃপা বিনা নাহি জ্ঞান অনুপম।
বিমল সুজ্ঞান বিনা পরমার্থ তত্ত্ব কঠিন অগম
ইহাই বেদের বাণী পরাধর্ম্ম সার।
সকল সাধন পারের সুদিব্য আগার॥
জপ যোগ তপ জ্ঞান হউক যতই মহান।
শ্রীযুগল ভজন বিনা মজে না পরাণ॥
জপ তপ সাধন হয় সম তারাগণ।
শ্রীযুগল ভজন সেবা শশী সুধা কণ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ যাগ ঐশ্বর্য্য প্রধান।
তাহার ভজনে কি মেলে প্রেম মহা প্রাণ?
প্রেমের সুরতি বিনা শ্রীযুগল ভজন॥
কভু কি হইবে বল করিলে ভজন?

শ্রীযুগল ভজন সাধন হয় বৈষ্ণব দ্বাদশ সম্পত্তি।
শম দম কার্পণ্যাদি সহিত শ্রদ্ধা ও সুমতি॥
যাহার আশ্রয়ে হয় শরণাগতি লাভ।
শরণাগতি লাভ বিনা কভু কি জাগে ভাব?
ভাবের সদাই বশ শ্রীযুগল সরকার।
ইহাই পরম সত্য দেখ করিয়া বিচার॥

প্রেমের উদার আলয় প্রার্থনা সুদীন।
নিষ্কপট অকৈতব সুনিশ্চিত অহং ভাব হীন॥
প্রার্থনার প্রভাব দেখ কভু গোপ্য নয়।
নিষ্কপট প্রার্থনার সদা হয় জয়॥
রূপ ধন যৌবন জাতি জ্ঞান মান।
সরস ভক্তির পথে হয় সুকণ্টক মহান॥
শ্রীযুগল নাম করি অনন্য আশ্রয়।
এ সব পিশাচ হতে রক্ষা পেতে হয়॥
শ্রীযুগল নাম ভজন পরমার্থ সার।
প্রেম লাভ তবে হয় সুমার্গ উদার॥

শ্রীগুরু কৃপারাশির বিচিত্র সুলীলা।
মতিমন্দ শুভশীলা তাহার নাহি জনে বিন্দুমাত্র কলা॥
দাসীর বাসনা স্বামী কর হে পূরণ।
জন্মে জন্মে দেহ ভজন ও যুগ চরণ॥

চতুর্বিংশতি উৎস

শ্রীপঞ্চ সংস্কার—শ্রীআচার্য্যপাদ ও শ্রীগুরু কথা

পরাৎপর পরব্রহ্ম অনাদি পুরাণ।
সকল রসের সার করুণা নিধান॥
আনন্দ কানন ভূমি সব সুখ সেতু।
অকাম চরিত করেন ভক্তজন হেতু॥
সর্বগুণধাম প্রভু তবু সব গুণাতীত।
রহস্য পরম অতি গো গিরাতীত॥
কিশোর কিশোরী রূপে প্রভু সদা একরস।
জানকী দ্বাদশ বর্ষ শ্রীরাম ষোড়শ॥
অব্যক্ত রসের মূল ভেদহীন যুগল প্রকাশ।
অগুণ সগুণ মাঝে অন্তহীন প্রেমের বিলাস॥
একক অদ্বৈত রসে শ্রীযুগল মিলন।
শ্রীবৈষ্ণব প্রাণারামের বাঞ্ছা অকিঞ্চন॥
নিষ্কেবল প্রেম পুর ছল কপট হীন।
সদানন্দময় সে যে শুদ্ধ অমলিন॥
কঠিন পুরুষ ভাব বর্জ্জিত সে দেশ।
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ আদি সেথা করে না প্রবেশ॥
নিত্য কিঙ্করী ব্রতে শুদ্ধ কায় চিতে।
আত্ম নিবেদন করি চায় যে ভজিতে॥

দীনমতি পতিব্রতা সুন্দরী ললনা।
সে বিচিত্র পুরী মাঝে বিচরে কত না॥
শ্রীরাম সবার পতি জানকী স্বামিনী।
শ্রীযুগল রসরাজ নিত্য প্রেম প্রদায়িনী॥
পরানন্দময় দেশ ধরে শ্রীসাকেত নাম।
সীতার মোহন রূপ দিব্য গুণধাম॥
সকল জীবের গতি শ্রীমিথিলা কিশোরী।
সর্ব্বশক্তি পরধাম সীতা রাসেশ্বরী॥
সদা স্বতন্ত্র সর্ব্বরস শ্রীজনক নন্দিনী।
শ্রীরাম অদ্বৈত প্রভুর প্রাণ সঞ্জীবনি॥
সীতা বিনা রাম নাই সব শূন্যময়।
সীতা সদা রামময় বেদ পুঁথি কয়॥
পরম অব্যক্ত রসের করি আস্বাদন।
রস রসাশ্রয় হয়ে শ্রীযুগল মিলন॥
শ্রীযুগল রসরাজ প্রমুদিত মনে।
উদার চরিত করেন প্রেমাভক্তি সনে॥
দিব্য সুনির্ম্মল অতি শ্রীসাকেত লীলা।
রসিক কিঙ্করী শুধু জানে তার কলা॥
বেদ বিধি পুরাণ শ্রুতি শারদ শেষ।
নেতি নেতি করি গাহে সে রস অশেষ॥

এইরূপে বহুকাল হইলে ব্যতীত।
কত যুগ গেল কত ব্রহ্মাদি সহিত॥

একদা শ্রীসাকেত ধামে শ্রীযুগল সরকার ।
কনক ভবন মাঝে করে সুসুখ বিহার ॥
জড় চেতন সব জীবের সদা সুখমূল ।
আনন্দকন্দরে ভুলি জড় লভে ব্যথা শূল ॥
পরমার্থ সুখাধার শ্রীযুগল ভজন ।
অনন্ত মংগল ধামের নন্দন কানন ॥
চেতন অমল শুদ্ধ জীবের স্বরূপ ।
ভুলি সে আত্ম জ্ঞান জীব লভে দুঃখকূপ ॥
মানাভিমান দুঃখশোক জড়ের কল্পনা ।
মমত্ব আরোপে জীব লভে দুঃখ কত নানা ॥

হেরিয়া জীবের এই বিমুখীন দশা ।
জনক নন্দিনী হোল বাৎসল্য বিবশা ॥
অনন্ত কৃপার ধাম শ্রীজনক নন্দিনী ।
আপন প্রিয়ারে কহে সুমনোহর বাণী ॥
হের নাথ জীব নিচয় দুঃখে জর জর ।
কী হ'বে উপায় প্রভু কহ দুঃখ হর ॥
নিখিল সুখের ধাম শ্রীসীতাপতি রাম ।
জানকীরে বামে লয়ে কহিল ললাম ॥

জনক নন্দিনী প্রিয়া তুমি মোর প্রাণ ।
তোমার সকল ইচ্ছা অমিয় সমান ॥
তুমি প্রিয়ে সুখধাম সুখ হতে সুখ ।
তোমার শরণে এলে জীব ভুলে দুঃখ ॥

তোমার করুণা কণা যে লভিবে প্রাণে।
অনন্ত শ্রীরামে সে বাঁধিবে পরাণে ॥
তোমার সহজ কৃপা নিখিল ভুবনে।
সদাই করিছে গান আনন্দিত মনে ॥
সকল পুণ্যের ক্ষণ তোমার স্মরণ।
সকল দুঃখের ভাগ তব বিস্মরণ ॥
তোমার করুণারাশি অমোঘ অপার।
কী কার্য্য সাধিতে হ'বে কহ জীবন আমার ॥

শ্রীনাথ বচন শুনি কহে ধনি মিথিলা কিশোরী।
জীবের কল্যাণ হেতু মোরা হব অবতারী ॥
পরম সুখের ধাম শ্রীযুগল ভজন।
জীবেরে শিখাতে হ'বে দিয়া চিৎ মন ॥
শ্রীযুগল সুখানন্দ জীবনের হয় পরমার্থ।
যাহা বিনা সব সাধন বিফল সুবার্থ।
কেমনে লভিবে জীব শ্রীযুগল চরণ।
ইহাই চরম প্রশ্ন ইহার যতই সাধন ॥
নদীর সহজ সুখ যথা সাগর লভিয়া।
জীবের সকল সুখ তথা শ্রীযুগল সেবিয়া ॥
মোহ নিশায় সুপ্ত জীব ভুলিয়া স্বরূপ।
ক্ষণিক সুখের লাগি লভে দুঃখ মোহ কূপ ॥
পরম কৃপার ধাম শ্রীজনক নন্দিনী।
জীবের সুত্রাণ হেতু হইল অগ্রণী জননী ॥

জড় সাথে সঙ্গ করি জীব ভুলিল চেতন।
ভুলিল আপন সত্ত্বা পরানন্দ ঘন॥
অবিদ্যা মায়ার বশে জীব ফিরে যে সতত।
দেহে করি আত্মজ্ঞান চিদ্ঘন হইল বিলুপ্ত॥
স্থূল দেহ সূক্ষ্ম কারণ তৎপরে মহা কারণ হয়।
নিত্য অবিনাশী মোদময় মহাকারণ হয়॥
জীবাত্মা নিত্যরূপ মহাকারণ জনক নন্দিনী।
স্থূল সূক্ষ্ম বিকারময় মোহ পিশাচ রূপিণী॥
পরম পবিত্র এই আত্মজ্ঞান স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।
যাহা বিনা কভু নহে ভজন বিমল॥
বিমল ভজন বিনা শ্রীযুগল মিলন।
কভু না সম্ভব হয় কহে বেদ বুধ জন॥
জানকী কৃপা বিনা কভু নহে রসিক ভজন।
সাধ্যাতীত জানকী কৃপা লভে দীন হীন জন॥

চৈতন্যের প্রথম বিকার হয় পঞ্চভূত।
সকল জড়ের হয় কারণ অদ্ভুত॥
পঞ্চভূত তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম নিদারুণ।
বুঝিবে যাহার বিবেক বিমল নিপুণ॥
নিজ অংশ হতে তবে রচিলা জননী।
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কার মোহ বিনাশিণী॥
জানকী শক্তির স্বরূপ হয় পঞ্চ সংস্কার।
যাহার সুকৃপায় বুদ্ধি হয় অবিকার॥

বিমল বিবেক বিনা শ্রীযুগল ভজন ।
কভু না হইবে শুণ বেদের বচন ॥
তিলকাদি কণ্ঠী মালা চন্দ্রিকা মুদ্রিকা ।
শক্তির সুদিব্য প্রকাশ কি বিচিত্র কিবা ॥
শ্রীযুগল পরাৎপর প্রভু সীতারাম ।
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কার ভজে অবিরাম ॥
জানকী স্বরূপ জানি কণ্ঠী মালা মন্ত্র ।
যে ভজে সু সুখে সবে লভে রঘুকুল চন্দ্র ॥
প্রকট সুকরি তিলক ধরে নিজ অঙ্গে ।
শ্রীযুগল তিলকাদির ভাসে রস রঙ্গে ॥
রসরাজ পূর্ণ অকল জনক নন্দিনী ।
তাহার সু অংশ কলা সদা পূর্ণ রূপিণী ॥

এইরূপে বহুকাল শ্রীযুগলে সেবিল তিলক ।
বুঝিলে জানকী কৃপা পরাপ্রেম কৈবল্য দায়ক ॥
চরাচর জীবকুলে করিতে উদ্ধার ।
জীবের পরমগতি জানকী করেন বিচার ॥
মোর শক্তি বিদ্যা বিনা না হয় জড়ের,বিনাশ ।
জড়ভাব ত্যাগ বিনা কভু না স্বরূপ প্রকাশ ॥
মোর মায়া অতি ঘোর কোন সাধনে না যায় ।
হরিহর ব্রহ্মাদি অপি না জানে উপায় ॥
অবিদ্যা মায়ার সেনা কাম ক্রোধ মোহ
অতি কঠিন করাল ।
সকল জীবেরে বাঁধি রচে মোহ জাল ॥

এ দুস্তর মায়া মোর সুদূরে পলাইবে ।
মোর কৃপা জন হৃদে যখন পশিবে ॥

নিজ অংশ হ'তে তবে রচেন দুই শক্তি ।
মহারমা চন্দ্রকলা জীবে দিবে ভক্তি ॥
চন্দ্রকলা কৃপা বিনা শ্রীযুগল মিলন ।
কভু না সম্ভব হয় কহে মুনি সন্তগণ ॥
চন্দ্রকলার প্রাণপ্রিয় মিথিলা কিশোরী ।
জনকনন্দিনী জীবন চন্দ্রকলা প্রাণেশ্বরী ॥
জানিয়া জানকী রুচি রাম নবঘন ।
নিজ অংশ হ'তে তবে রচিলেন
দুই শক্তি মঙ্গল ভবন ॥
চারুশীলা বিশ্বমোহিনী এই দুই রূপ ।
অনন্য ভজন ধাম বিচিত্র অনূপ ॥
এই রূপে চারিশক্তি প্রকট হইল ।
বিমল ভজন গেহ জ্ঞান অবিরল ॥
জীবের সুকল্যাণ হেতু তবে জানক নন্দিনী ।
কৃপা করি ধরাধামে পাঠালেন নিজ শক্তি স্বরূপিণী ॥
চন্দ্রকলা ভরতের হয় আত্মরূপ ।
শরতনে প্রেমানন্দ শ্রীভরত রূপ ॥
সেইরূপে মহাবিষ্ণু মহারমার হয় নবরূপ ।
অতি গোপ এ সংবাদ মোহন ও অনুপ ॥
চারুশীলার নবরূপ মারুতি মহারুদ্রাবতার
শ্রীবৈষ্ণব চূড়ামণি জ্ঞান-বৈরাগ্য আগার ॥

ব্রহ্মার আত্মিক রূপ বিশ্বমোহিনী ধরে নাম ঃ
সৃজনে ব্রহ্মাণ্ড আদি অতি নিপুণ ললাম ॥
রস ও রাসেশ্বরী শ্রীযুগল সীতারাম ।
এইরূপে চারি অংশে হন আদি শ্রীবৈষ্ণব প্রাণারাম
পরম সুগোপ্য রস শ্রীবৈষ্ণব সাধন ।
অখণ্ড আনন্দঘন নিষ্কেবল প্রেম প্রস্রবন ॥
একই ব্রহ্মের রূপ যথা চারি বেদ হয় ।
সেই রূপ রসরাজ শৃঙ্গারের আচার্য্য চতুষ্টয় ॥
ভেদাভেদহীন হয় এই সব আচার্য্য মহান ।
স্বামিনীর ইচ্ছা জানি জীবে ভজন শিখান ॥

শ্রীযুগল কণ্ঠী তিলক সুদিব্য মুদ্রিকা ললাম ।
চন্দ্রিকা বিন্দুর সহিত শ্রী সুখধাম ॥
পরম হ্লাদিনী শক্তি জানকী স্বরূপ ।
চারি শক্তি সযতনে অঙ্গে ধরেন অনুপ ॥
পঞ্চসংস্কার ধরি অঙ্গে আচার্য্য চতুষ্টয় ।
জীবেরে শিখান চরিত আর আত্ম পরিচয় ॥
জানকীর পঞ্চপ্রাণ হয় এই দিব্য পঞ্চ সংস্কার ।
পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি জ্ঞান অধিকার ॥
সুদিব্য জানকী কৃপার ধরি প্রেম রূপ ।
পঞ্চসংস্কার নাশ করে জীবের মহামোহ কূপ ॥
নিঃশ্রেয়স কল্যাণধাম হয় পঞ্চ সংস্কার ।
বিচিত্র ইহার গতি মনবাণী পার॥

পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি প্রেম উপজয় ।
সকলে প্রেমের বশ বেদ পুঁথি কয় ॥
পঞ্চ সংস্কার করি ধারণ জীব সুখে ভাসে ।
সাক্ষাৎ জানকী কৃপার সমঞ্জু আবেশে ॥
সদগুরু বিনা নাহি পঞ্চসংস্কার লাভ ।
পঞ্চসংস্কার সম নাহি প্রেম পরাভাব ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য খনি হয় পঞ্চসংস্কার ।
ইহলোকে দেয় ভুক্তি অন্যলোকে সুমুক্তি উদার ॥
পঞ্চসংস্কার লাভে জাগে জ্ঞান ধ্রুবা স্মৃতি ।
জীবের কিঙ্করী রূপ পূর্ণ প্রেম পরিণতি ॥
রসরাজ শৃঙ্গার ধরি শ্রীতিলক কণ্ঠী রূপ ।
আত্মনিবেদনে জীব হয় পরা প্রেমে চুপ ॥

যেই ক্ষণে হয় লাভ শ্রীপঞ্চ সংস্কার ।
সেই তো পরম ক্ষণ অশেষ মংগল আগার ॥
পরমহ্লাদিনী শক্তি শ্রীজনক নন্দিনী ;
পঞ্চসংস্কার রূপ ধরি করে কেলি বিনোদিনী ॥
জানকী কৃপার ধন পরা গোপনীয় ।
পরম উদার সে যে অতি রমণীয় ॥
শ্রীরাম প্রসন্ন অতি হেরি পঞ্চসংস্কার ।
জানকী স্বরূপ জানি পূজে বার বার ॥
যে ধরে শুভগ তনে এই পঞ্চ সংস্কার ।
রঘুনাথে অতি প্রিয় হয় সে ভকত উদার ॥

পঞ্চসংস্কার হয় সে যে উপাসনা রূপ।
নির্হেতুক করুণা কণা সদা মোদময়ী কূপ॥
পঞ্চ সংস্কার ধারণের ফল পরম মহান।
সদ্‌গুরু কৃপায় জানে রসিক সুজান॥
রসরাজ শৃঙ্গার ভজন স্বরূপ।
পঞ্চ সংস্কার হয় অতি সমঞ্জু অনুপ॥
রসিক ভাবনা যার হৃদয় মাঝারে।
পঞ্চ সংস্কার ধরে অঙ্গে পরম সাদরে॥
তিলকাদির দান হয় প্রেমাভক্তি ধন।
শ্রীগুরু কৃপায় লভে সুদীন সুজন॥
সকল ভক্তির আলয় হয় পঞ্চ সংস্কার।
পঞ্চ সংস্কার হয় জীবের শ্রীগুরু আগার॥

সদ্‌গুরু স্বামী জানে পঞ্চ সংস্কার ধন।
রসের পরম খনি শিখায় যুগল ভজন॥
শ্রীনাম আধার করি রাসিকা নাগরী।
শ্রীযুগল অনন্য সেবায় ধরে মতি ভারি॥
সকল গুণের ধর্ম্ম হয় পঞ্চ সংস্কার।
যাহা বিনা কভু নহে জীবের উদ্ধার॥
আচার্য্য চতুষ্টয় তবে ধরি সুদিব্য পঞ্চ সংস্কার।
জীবের কল্যাণ হেতু করে সদ্ধর্ম্ম প্রচার॥

অনাদি প্রসিদ্ধ এই আচার্য্য চতুষ্টয়।
যাহা হইতে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে চারি ভেদ হয়॥

জানকী সুরুচি হেতু এই চারি রূপ ।
জীবের পরম ধন মহানন্দ কূপ ॥
যুগে যুগে জানকী কৃপা আচার্য্য হইয়া ।
শিখাল জীবেরে গতি ধর্ম্ম আচারিয়া ॥
জানকী সুকৃপা হেতু ধরে নাম শ্রীসম্প্রদায় ।
জানকী কৃপায় হয় ধর্ম্ম অভ্যুদয় ॥
চন্দ্রকলা চারুশীলা মহারমা বিশ্বমোহিনী আর ।
অগণন কিঙ্করীগণের হয় সিয়া স্বামিনী উদার ॥

রসের অনন্ত ভেদ কে বুঝিতে পারে ।
নেতি নেতি কহে শ্রুতি আর বেদ চারে ॥
শৃঙ্গার রসের রূপ অনন্ত অপার ।
অতর্ক্য বুদ্ধিপর করুণ উদার ॥
আচার্য্য চতুষ্টয়ের দাসী অগণন ।
নর রূপ ধরি করে শ্রীধর্ম্ম আচরণ ॥
সদ্‌গুরু স্বামীরূপে আচার্য্য উদয় ।
কল্যাণ গুণের ধাম মংগল আলয় ॥
সদ্‌গুরু স্বামী আর আচার্য্য অভেদ ।
উভয়ে জানকী কৃপার ভবন অখেদ ॥
'আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ' হয় বেদবাণী ॥
ইহাই পরম সত্য সদানন্দ খনি ॥
জানকী আচার্য্য হয় আচার্য্য শ্রীগুরু ।
জীবের সুকল্যাণ হেতু যাত্রা হোল সুরু ॥

অনাদি সুসিদ্ধ গুরু শ্রীজনক নন্দিনী।
আদ্যাশক্তি পরা প্রেম হ্লাদিনী রূপিণী॥
আচার্য্য শ্রীগুরু রূপে জীবে দেন শ্রীবৈষ্ণব ভজন।
স্থূল দেহে শ্রীগুরু করেন সদা দাসত্ব শুচি ঘন॥
স্থূলে শ্রীগুরু করেন অকাম দাসত্ব অঙ্গীকার।
সূক্ষ্মতে আচার্য্য রূপে রহে সদা অধিকার॥
কারণেতে শ্রীগুরু করে সদা রসকেলি।
শুভগা কিঙ্করী রূপে যথা গন্ধ পুষ্পে হয় মত্ত অলি॥
শ্রীগুরু আচার্য্য আর জানকী কিঙ্করী।

জানকী কৃপার হয় এই ভেদ মনোহারী॥
কর্ম্ম জ্ঞান উপাসনা ভেদে বেদ তিন রূপ।
জানকী কৃপার ভেদ হয় সেইরূপ॥
শ্রীগুরু আচার্য্য আর রসবিহারিণী।
এ তিন অভেদ সদা পরমাহ্লাদিনী॥
জানকী কৃপার হয় অতি বিচিত্র সুগতি।
কে বুঝে রহস্য এই বিনা শুভ মতি॥
পরম হ্লাদিনী শক্তি শ্রীজনকনন্দিনী।
সর্ব্ব যুগে সর্ব্ব লোকে হয় আচার্য্য শিরোমণি॥

শ্রীতিলক-কণ্ঠী বিন্দু চন্দ্রিকা মুদ্রিকা।
মালা মন্ত্র ধনুর্বাণ জানকী কৃপার রূপ সুমুদিতা কিবা॥
জানকী কৃপার কণায় রসিক সুজান।
শ্রীযুগল অনন্য নামে হইল অমান॥

শ্রীবৈষ্ণব ভেদভক্তির গতি অবিরল।
জানকী কৃপায় সে যে জানিল সকল॥
তিলকাদি পঞ্চ সংস্কারের মহিমা সুজ্ঞাত।
অকাম অখেদ সে যে সদা নামে রত॥
শ্রীযুগল সীতারাম নাম শৃঙ্গার প্রধান।
ইহাই তাহার মতি কল্যাণ নিধান॥
অকাম অমান স্বামী নির্হেতুক করুণার ধাম।
শ্রীযুগল রসিক বর নিষ্কিঞ্চন ভজে সিয়ারাম॥

সদ্‌গুরু বিনা নাহি জ্ঞান উপদেশ।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি ভজনে প্রবেশ॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি নিজ পরিচয়।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি প্রেম উপজয়॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি পঞ্চ সংস্কার লাভ।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি প্রীতি প্রেমভাব॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি নিত্যানিত্য বোধ।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি যায় কাম মদ ক্রোধ॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি বাসনার ক্ষয়।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি মহামোহ জয়॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি শ্রীনাম ভজন।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি সাধন যতন॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি চিত্তেতে সন্তোষ।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি বল বা ভরোস॥

সদ্‌গুরু বিনা নাহি শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গতি।
সদ্‌গুরু বিনা নাহি ধর্ম্মে দৃঢ়মতি॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি উপাসনা ভেদ,
সদ্‌গুরু বিনা কহ কেমনে হইবে অখেদ?
সদ্‌গুরু বিনা নাই ভবনদী পার।
সদ্‌শ্রীরু স্বামী বিনা সংসার অসার॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি স্বার্থ পরমার্থ।
সদ্‌গুরু বিনা এ নরতনু ব্যর্থ॥
সদ্‌গুরু বিনা নহে শ্রীযুগল মিলন।
সদ্‌গুরু বিনা নহে প্রেম আস্বাদন॥
সদ্‌গুরু বিনা নহে জীবাত্মা স্বরূপ।
সদ্‌গুরু বিনা সংসার হয় মহামোহ কূপ॥
সদ্‌গুরু বিনা নাহি কৃপার পরশ।
সদ্‌গুরু বিনা কভু ভজন হয় কি সরস?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা কপট জঞ্জাল।
যায় কি শতেক উপায় করিলে বিশাল?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা রতি রস রাস।
অনুভব হয় কি কভু করিলে যতন প্রয়াস?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা ভজন সম্পত্তি।
কভু কি হইবে লাভ কহ ধীর মতি?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা শ্রীযুগল স্বরূপ।
হয় কি দ্রবিত কভু মোহন অনুপ?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা শ্রীধাম পরত্ব।
কভু কি যাইবে বুঝা সে প্রেম পরা তত্ত্ব?

সদ্‌গুরু কৃপা বিনা লীলা মোদময় ।
কভু কি নয়নে কিঞ্চিৎ প্রকটিত হয় ?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ।
কভু কি হইবে মনে সহজে প্রকাশ ?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা মোহ মদ মান ।
কভু কি যাইবে গলে অশ্রু বাদল সমান ?
সদ্‌গুরু কৃপা বিনা একান্ত নিবাস ।
কভু কি হইবে লাভ ভজন বিলাস ?
সদ্‌গুরু বিনা নাহি জীবন ও যতন ।
সদ্‌ গুরু বিনা নাহি অশন ও শয়ন ॥

অনন্ত জন্মের পুণ্য একত্র হইলে ।
হরির করুণা কণায় সদ্‌গুরু মেলে ॥
সদ্‌গুরু কৃপালাভ জানকী ইচ্ছাধীন ।
সদ্‌গুরু কৃপালাভে দীন বুঝে অমলিন ॥
সদ্‌গুরু আচার্য্য আর সিয়া করুণা রূপিনী ।
এ রহস্য তত্ত্ব ত্রয় সদা আত্ম প্রবোধিনী ॥
সদ্‌গুরুর লীলাতনে যে হেরে জনকনন্দিনী ।
সে হয় রসিক শ্রেষ্ঠ কহে রঘুকুল মণি ॥
এমন রসিক জনে শ্রীরঘুনাথ ভজে ।
সে রসরাজের কৃপা কণায় সীতাপতি মজে ॥

শুভশীলা মূঢ় মতি বুদ্ধি ধরে ছার ।
সদ্‌গুরু করুণার ভিখারী নাচার ॥

সদ্‌গুরু কৃপা রসে কবে হইবে মজ্জিত ?
মজ্জিত হইয়া কবে হেরিবে শ্রীযুগল সরসিত
শ্রীযুগল ভজনানন্দে কবে নাচিবে গাহিবে ?
এই আশে বিশ্বজনার শুভা শ্রীচরণ চাটিবে ॥

জয় জয় সদ্‌গুরু শ্রীরামজীবন ।
জয় জয় আচার্য্য পরাজ্ঞানঘন ॥
জয় জয় যুখেশ্বরী কিঙ্করী প্রধান ।
জয় জয় সীতাপতি করুণা নিধান ॥

জয় জয় রসরাজ শৃঙ্গার অমান ।
জয় জর রাসেশ্বরী অমিয় সমান ॥
জয় জয় সুখরূপ শ্রীযুগল কিশোর ।
জয় জয় নিত্য ধাম বিমল অখোর ॥

জয় জয় সদ্‌গুরু জীবন ও মরণ ।
জয় জয় সুখানন্দ শ্রীযুগল ভজন ॥
জয় জয় নরতনু প্রেমাভক্তি ধাম ।
জয় জয় সদ্‌গুরু প্রভু সীতারাম ॥

সদ্‌গুরু স্বামী পদে প্রীতি রতি মতি ।
বিমল সুখের ধাম অগতির গতি ॥
পরম কুটিল পণ যাচে শুশশীলা ।
শ্রীপদ রজে ঠাঁই দাও হে প্রভু কৃপালা ॥

পঞ্চবিংশতি উৎস

শ্রীশ্রীগুরু পরম্পরা স্মরণ ও ভজন

শ্রীবৈষ্ণব গুরু পরম্পরা হয় অনাদি অশেষ।
শ্রীসীতানাথ যাহার প্রারম্ভ শুভ রামানন্দ মধ্যমা
আচার্য্য রসেশ॥
করুণার সুরধুনী শ্রীযুগল ভজন রস ধরি নানারূপ।
আচার্য্য রূপেতে করিল চরিত সুবিচিত্র অনূপ॥
শ্রীগুরু পরম্পরা পাদপদ্ম নিত্য স্মরণীয়।
সকল ভজন ধামের রসঘন সেতু রমণীয়॥
আচার্য্য শ্রীপাদ স্মরণ বহু ভাগ্যে মিলে।
শ্রীগুরু চরণ রজে দীন চিতে সুমজ্জন করিলে॥
শ্রীগুরু পরম্পরা এক হ'তে এক হয় বিচিত্র অনূপ।
স্মরণ বারেক মাত্র হিয়া হয় দিব্যধাম আনন্দের কূপ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভজন রসের ইতি কভু নাই।
শ্রীজনক নন্দিনী যাহার আদি মধ্য অবসান ভাই॥
শ্রীযুগল ভজন রসের বিন্দু মাঝে ভাই।
অনন্ত আনন্দ সিন্ধু করে থৈ থৈ॥
শ্রীযুগল ভজন চরিত উপমা রহিত।
নেতি নেতি কহি গাহে বেদ পুরাণ সহিত॥

আচার্য্য শ্রীপাদগণ নিত্য করুণার ধাম।
যুগে যুগে বিতরিলেন শ্রীযুগল লীলা-ধাম রূপ ও শ্রীনাম॥
শ্রীযুগল ভজন ধন শ্রুতি শাস্ত্র সার।
বিচিত্র ইহার চরিত সর্ব্ব মন বাণী পার॥
আচার্য্য শ্রীপাদ পুঙ্গব করি সুখে ভজন প্রসঙ্গ।
শ্রুতি পুরাণ পুঁথি পাঠে ভরে রসরঙ্গ॥
আচার্য্য শ্রীপাদ জানি নিত্য মহাজন।
তাঁদের দুয়ারে ঋণী যতেক সুধীগণ॥
শ্রীগুরু করুণা কণার নিহে'তুক দানে।
শ্রীগুরু পরম্পরা করিনু স্মরণ ছন্দহীন গানে॥
শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব সাধু রসিক সুজনা।
সবাকার পদতলে পাঠানু এই রতিহীন সুদীন অর্চনা॥

শ্রীঅঞ্জনি নন্দন[১] কপি ব্রহ্মা[২] পিতামহ।
আজানু লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণিপাত করি লহ প্রভু লহ॥
শ্রীবশিষ্ঠ[৩] পরাসর[৪] মহাকবি ব্যাসদেব[৫] আর।
পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব[৬] আচার্য্য উদার॥
শ্রীপুরুষোত্তম[৭] মতিধীর গংগাধর স্বামী[৮]।
সদাচার্য্য[৯] মহারাজে বারে বারে নমি॥
শ্রীরামেশ্বরাচার্য্য[১০] দ্বারানন্দ[১১] দেবানন্দ[১২] আর।
নিজ নিজ আচার্য্যে স্মরি শ্রীধর্ম্ম করিল প্রচার॥
শ্রীশ্যামানন্দ[১৩] শ্রুতানন্দ[১৪] চিদানন্দ[১৫] মহারাজ।
চরিত করেন সুখে শ্রীবৈষ্ণব রসরাজ॥

শ্রীপূর্ণানন্দ[১৬] প্রিয়ানন্দ[১৭] শ্রীহরিয়ানন্দ স্বামী[১৮]।
পরম উদার নাথ সদা প্রভু অনুগামী ॥

শ্রীরাঘবানন্দ[১৯] রামানন্দ[২০] সুরসুরানন্দ[২১] পরম বিজ্ঞানী।
দীন দয়াল শ্রীবৈষ্ণব আপ্তকাম অসঙ্গ অমানী ॥
শ্রীমাধবানন্দ[২২] গরীবানন্দ[২৩] লক্ষ্মীদাস[২৪] সুসন্ত রসাল।
শ্রীবৈষ্ণব ভেদভক্তির উদার বক্তা দীন জনপাল ॥
শ্রীগোপাল দাস[২৫] মহারাজ শ্রীনরহরি দাস[২৬] স্বামী।
মহাকবি তুলসীদাস[২৭] পদে সতত নমামি ॥
শ্রীকেবল কুয়ারাম বাবা[২৮] শ্রীচিন্তামনি দাস [২৯] দীন
দয়াল।
পরম অভয় ধাম তরিতে এ ঘোর সংসার ভয়াল ॥

শ্রীদামোদর দাস[৩০] স্বামী শ্রীহৃদয়রাম[৩১] নাথ।
এ যুগল পদে রাখি মোর তনু সাথে মাথ ॥
শ্রীমৌজীরাম[৩২] মহারাজ শ্রীহরিভজন দাস[৩৩] স্বামী।
আত্মজ্ঞান রত সদা সন্তশ্রেষ্ঠ পরম অকামী ॥
শ্রীকৃপারাম[৩৪] মহারাজ রতন দাস[৩৫] বাবা।
শ্রীযুগল অমিয় সিন্ধুর শুভা কথা জানে কিবা ॥
শ্রীনৃপতি দাস[৩৬] সুবৈষ্ণব শ্রীশঙ্কর দাস[৩৭] ঠাকুর।
শ্রীযুগল কৃপার দানে হউক পুনীত শুভার হৃদয় মুকুর ॥

শ্রীজীবারাম[৩৮] মহারাজ শ্রীযুগলানন্য শরণ[৩৯]।
পরম কল্যাণধাম শ্রীসীতারাম রসের ভবন।

শ্রীজানকীবর শরণ[৪০] স্বামী শিষ্যবর শ্রীরামবল্লভা শরণ[৪১]।
শ্রীযুগল মহাত্মা হয় প্রেম ভক্তির সরস সদন ॥
শ্রীসিয়ালাল শরণ[৪২] স্বামী পরমহংস উদার।
জয় সিয়ারাম নাম স্নেহী শ্রীযুগল ভজন আগার ॥
শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণ স্বামী[৪৩] সুদীন মহান।
সুসিদ্ধ ভজন রসের পরম রসিক সুজান ॥
শ্রীগুরু পরম প্রধান হয় শ্রীজনক জননী।
তাদের শ্রীযুগল পদের মহিমা না জানি ॥

জানকী বল্লভ স্বামী শ্রীশ্রীযুগল কৃপার আগার।
সুখময় ভজন ধামের রসঘন সমঞ্জু আধার ॥

এ সকল আচার্য্য পদ সুসিদ্ধ বিজ্ঞানী।
সকল গুণের রাশি সুদীন ও অমানী ॥
পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞাতা বাহিরেতে দাস চূড়ামণি।
নিগূঢ় ভজন রসে অন্তরে হয় রসিকা লাবণী ॥
নির্হেতুক কৃপাকর ক্ষমা গুণবন্ত।
নিজ নিজ গুরুপদে ধরে সদা প্রীতির বসন্ত ॥
শম দম নিয়মাদির সর্ব্বভেদ জ্ঞাতা।
বিমল বিবেক বোধ অকৃপণ দাতা ॥

ধন ধাম যৌবন সুত দারা পরিবার।
শ্রীসীতারাম প্রেম বিনা বুঝিল অসার ॥
যোগযুক্ত সুকুশলী অষ্টযাম রত।
পরম উদার কণ্ঠে রটে শ্রীনাম সতত ॥

শব্দ শাস্ত্রে পরতত্ত্বে নিগূঢ় নিষ্ণাত।
শুচিশীল আত্মকাম ধীর সত্যব্রত॥
বিষয় সহজে ত্যাগ সু উদার কারণ রহিত।
আপামর জনগণে দেয় ক্রোড় প্রেমের সহিত॥
হৃদয় সন্তোষে ভরা ভয়হীন চিত্ত সমুজ্জ্বল।
জ্ঞান-বৈরাগ্য নিধি মূর্তিমতি ভকতি বিমল॥
পরদুঃখে দুঃখী অতি সুখী পর সুখে।
নয়নে করুণাধার শ্রীযুগল নিকুঞ্জ রয বুকে॥
পরম রহস্যময় শ্রীযুগল ভজন সুরস।
তাহাতে সুমজ্জন করি হইল প্রেমেতে বিবশ॥
শাস্ত্র প্রণেতা প্রভু জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের খনি।
বিমল বিবেক দানে কর যে অমানী॥
ভজন রসিক গ্রন্থ ভূরি ভূরি রচি।
জনগণে আস্বাদিলেন প্রেমপরা শুচি॥
নিত্য ভজন রত সুবিমল কিঙ্করী স্বভাব।
জনক নন্দিনী অলি জীব বড় ভাগ॥

শ্রীযুগল সিয়ারাম নাম রূপ ধাম।
অচিন্ত্য চিন্ময় লীলা সদা আপ্তকাম॥
ইহার চিন্তন হয় নিত্য পরমার্থ।
সংসার অবিদ্যা বশ সদা রত স্বার্থ॥

আলোচ্য বিষয়টিতে শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীরামানন্দী শ্রীযুগল ভজন রসিক মহাত্মাগণের শ্রীগুরু পরম্পরার শ্রীপাদপদ্ম যথামতি বিবেচিত হইয়াছে।

আত্ম স্বরূপে মজি ভজ সিয়ারাম।
আচার্য্য প্রমাণ বাক্য কহিনু ললাম॥
আচার্য্য মহিমা কিবা স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।
শ্রীযুগল রসের ভোক্তা সদা অবিরল॥
জানকী স্বরূপ জানি আচার্য্য শিরোমণি।
কল্মষ বর্জ্জিত সদা রসতত্ত্ব খনি॥
শ্রীযুগল রসরাজের সুবক্তা সাধুগণ।
সাধু কৃপা বিনা নাহি শ্রীযুগল ভজন॥
অব্যক্ত ভজন রস সাধুর কৃপায়।
ধরিল মধুর মূর্ত্তি প্রেমের দশায়॥
আচার্য্য শ্রীপাদ চরণ তাই হয় ইষ্টাধিক।
ইহাই পরম সত্য কভু নহে যে অলীক॥

আচার্য্য চরিত হয় মন বাণী পার।
জানকী কৃপার অর্ঘ্য তত্ত্ব মহাসার॥
আচার্য্য চরিত জানি 'শুভার' অগম।
সকল গুণের ধাম শান্তি অনুপম॥
অনন্ত গুণের ধাম মুখে বলা নাহি যায়।
জয় গান ব্যতিরেকে না জানি উপায়॥
অশেষ করুণা রসের সন্তগণ সুদিব্য নির্ঝর।
আচার্য্য শ্রীপাদ রত্ন জানে কিবা হীনমতি মোর॥
আপ্তকাম প্রভুপদ রাগ দ্বেষহীন।
নয়নে করুণারাশি হৃদয় সু দীন॥

সদোষ হ'লেও সেবা হরষিত মনে।
করেন গ্রহণ প্রভু স্নিগ্ধ কৃপা বরিষণে॥
ক্ষীণ বাক্যে জয় গাহি আচার্য্য সবার।
সংসার সু পারে যাবার হয় দৃঢ় পোত-কর্ণধার॥

সন্ত অকাম হৃদয় সর্ব্ব গুণাগার।
নির্মৎসর নির্ম্মল সে যে প্রভুর সুযশ আগার॥
শ্রীযুগল ভজন রসের অধীর চাতক।
জনগণে পরাপ্রেম সুমতি দায়ক॥
শ্রীতিলক কণ্ঠী আর মালামন্ত্র নাম।
ষোড়শ লক্ষণ যুক্ত সর্ব্বগুণ ধাম॥
শ্রীনামামৃত পান করি সদা আপ্তকাম।
সবাকার মাঝে হেরে প্রভু সীতারাম॥
শ্রীজনক নন্দিনী ইষ্ট—সহায় পবন কুমার।
শ্রীনাম-রূপ-লীলা-ধামের বিগ্রহ অবতার॥
শ্রুতি শারদ শেষ আর নিগম পুরাণ।
সন্ত গুণ গাহি গাহি কভু ইতি নাহি পান॥
সন্ত গুণ সন্ত জানে মুই হীন মতি।
ক্ষীণ বাক্যে রচি মোর সাধুর আরতি॥

জয় জয় জয় জয় আচার্য্য প্রবর।
পরম মংগল ধাম সিয়া পরিকর॥

জয় জয় জয় জয় শ্রীমিথিলা কিশোরী।
জয় জয় সীতাপতি শ্রীসাকেত বিহারী॥

জয় জয় রামদাস অঞ্জনি নন্দন।
জ্ঞান-বৈরাগ্য নিধি ভজন সদন॥

জয় জয় আদি কবি ব্রহ্মা সনাতন।
ভজন প্রভাবে বেদ কৈল বিভঞ্জন॥

জয় জয় শ্রীবশিষ্ঠ বিবেক চূড়ামণি।
ভজন রসের সার সাধু চিন্তামণি॥

জয় জয় পরাসর বিজ্ঞানে অগ্রণী।
সদানন্দময় চিত্ত জাত বেদবাণী॥

জয় জয় ব্যাসদেব বুদ্ধি বেদোজ্জ্বলা।
প্রচার করিল বিশ্বে জ্ঞান-ভক্তি পরম অমলা॥

জয় জয় শুকদেব পরমহংস গোঁসাই।
অদ্ভুত তোমার কীর্তি কেমনে গো গাই?

জয় জয় পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রবীণ।
আত্মজ্ঞান রত সদা প্রেমেতে নবীন॥

জয় জয় গংগাধর বাল ব্রহ্মচারী।
সরস সুমতি ধব সুবিবেক বিচারি॥

জয় জয় সদাচার্য্য ঐশ্বর্য্য মহান।
মুক্ত করে বিলাইলে সুসিদ্ধ পরাণ॥

জয় জয় রামেশ্বরাচার্য্য কল্যাণ নিকেত।
তোমার প্রসাদে হোল বিমুখী সচেত॥

জয় জয় দ্বারানন্দ শ্রীবৈষ্ণব অগ্রদূত।
তোমার বিমল কীর্ত্তি বিচিত্র অদ্ভুত॥

জয় জয় দেবানন্দ দীনতা নির্ঝর।
বিজ্ঞানী প্রবর তুমি নাহি জ্ঞান আত্মপর॥

জয় জয় শ্যামানন্দ প্রিয় রঘুবীর।
শ্রীবৈষ্ণব মহাপ্রাণ অকাম সুধীর॥

জয় জয় শ্রুতানন্দ দীন অকিঞ্চন।
হারিল তোমার কাছে কামিনী কাঞ্চন॥

জয় জয় শিবানন্দ জ্ঞানী মহারাজ।
শ্রীবৈষ্ণব ধ্বজা প্রভু দিব্য তব সাজ॥

জয় জয় পূর্ণানন্দ পরম কৃপাল।
বৈষ্ণব শিরতাজ প্রভু সুসিদ্ধ রসাল॥

জয় জয় প্রিয়ানন্দ মধুর মূরতি।
কেমনে গাহিবে তব যশ মূঢ়মতি?

জয় জয় হরিয়ানন্দ সুমতি নিকেত।
দিব্য শ্রীধামবাসী সগুণ সচেত॥

জয় জয় রাঘবানন্দ সদা আপ্তকাম।
প্রচার করিলে সুখে শ্রীযুগল সীতারাম॥

জয় জয় রামানন্দ শ্রীবৈষ্ণব চূড়ামণি।
ভজন রসিক সিদ্ধ অমান বিজ্ঞানী॥

জয় জয় সুরসুরানন্দ হ্লাদিনী রূপিনী।
করিলে প্রকট লীলা শ্রীজনকনন্দিনী॥

জয় জয় মাধবানন্দ জ্ঞান গুণধাম।
দিব্য তোমার বাণী কহিলে ললাম॥

জয় জয় গরীবানন্দ পর দুঃখে দুখী।
কেহ হয় তোমার মত হরিপদ মুখী ?

জয় জয় লক্ষ্মীদাস বিজ্ঞানী রসাল।
বিচিত্র তোমার চরিত কে জানে কৃপাল ?

জয় জয় গোপালদাস শান্তি পারাবার।
কেমনে ভাঙ্গিব প্রভু দেহ কারাগার ?

জয় জয় নরহরিদাস করুণার সিন্ধু।
অবিরল রাম কৃপায় মিলে তার বিন্দু॥

জয় জয় তুলসীদাস দীন পরায়ণ।
সুদিব্য রসের খনি তব মানস রামায়ন॥

জয় জয় কুয়ারাম সদা ভজন নিরত।
চরিত মুকুতামালা বেদ সরসিত॥

জয় জয় চিন্তামণিদাস দয়ার নিকেত।
ধরা ধামে প্রকটিলে সুদিব্য সাকেত॥

জয় জয় দামোদর দাস ভবভয়ভঞ্জন দ্বার।
অযুত বৈরাগ্য বীর্য্যের প্রভু রসাল আগার॥

জয় জয় হৃদয়রাম বৈষ্ণব গুণধাম।
তোমারে চিনিল সাধু নিত্য সীতারাম॥

জয় জয় মৌজীরাম আচার্য্য প্রবীন।
শ্রীরাম রসেতে তব মতি সদা লয়লীন॥

জয় জয় হরিভজন দাস তপ-ধ্যান রত।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিলে অকামে সতত॥

জয় জয় কৃপারাম শান্ত সুকোমল।
তোমার কীর্ত্তির স্তম্ভ সতত উজ্জ্বল॥

জয় জয় রতন দাস দানী শিরোমণি।
জ্ঞান-বল-বীর্য্যের সরসিত খনি॥

জয় জয় নৃপতি দাস সুদীন পরাণ।
তোমার করুণাসিদ্ধ হউক মোর গান॥

জয় জয় শঙ্কর দাস সন্ত গুণগ্রাম।
অশেষ ভজন রসের দিব্য তব ধাম॥

জয় জয় জীবারাম মহারাজ সুশান্ত সুধীর।
সতত নিকুঞ্জে বসি সেব সিয়া রঘুবীর॥

জয় জয় যুগলানন্য শরণ অযোধ্যা নিবাসী।
বিজ্ঞানী কুলকেতু প্রভু বিমল আনন্দ সুখরাশি॥

জয় জয় জানকীবর স্বামী পরা বিজ্ঞানী অকামী।
সুদিব্য তোমার রচিত রসরাজ সদা প্রভু অনুগামী॥

জয় জয় আচার্য্য পাদ শ্রীরাম বল্লভা ভজন সুধাম ।
অনন্য সেবায় প্রভু করিলে দ্রবিত শ্রীযুগল সীতারাম ॥

জয় জয় জয় জয় শ্রীসিয়ালাল শর্ন ।
অখিল লোকের ত্রাতা প্রভু তব যুগ চর্ণ ॥
সিয়ারাম নাম স্নেহী জ্ঞান গুণধাম ।
অনন্য ভজনে প্রভু সদা বিদেহী ললাম ॥

সুদিব্য মহান কবি রসিক মরাল ।
অকাম অমান সাধু স্বামী সিয়ালাল ॥
অখণ্ড ভজনানন্দের প্রভু সুখধাম ।
পুলকিত তনমনে সদা গাহে সিয়ারাম ॥
পরমহংস শিরোমণি আত্মজ্ঞান রত ।
প্রেমলতা সুখরাশি সদা সরসিত ॥

জয় জয় জয় জয় স্বামী সিয়া রঘুনাথ ।
কেমনে কহিব বল তব বিমল গুণ গাথ ॥
সুদিব্য ভজন রসের প্রভু আনন্দ নিকেত ।
অনঙ্গমোহন চরিত জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য সমেত ॥
সকল আচার্য্যপাদের প্রভু সাধনার ফল ।
বাহিরে জানকী প্রভু অন্তরে শ্রীরাম সমুজ্জ্বল ॥
দীনতার সুঝর্ণাধারা চরিত সুমধুর ও মঞ্জুল ।
শ্রীধর্ম্ম তরুবরের প্রভু হয় সরসিত ফুল ॥

সুদিব্য আলোক ঝরা শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মময় প্রাণ ।
প্রতি অঙ্গে ঝরে প্রভুর রসরাজ শৃঙ্গার অমান ॥

শ্রীনাম ভজন রত মদমান কাম কপট হীন।
চিৎ মন বোধি মাঝে সীতারাম সদা লয়লীন ॥
প্রেমের অমিত সিন্ধু করুণার নিত্য প্রস্রবন।
দীনবন্ধু দীননাথ দুঃখ হর পতিত পাবন ॥

অনন্ত কল্যাণ ধাম জয় জয় আচার্য্য শ্রীপাদ।
শ্রীপদ সুরজ তলে দাসী রাখে বারে বারে মাথ ॥

জনক জননী জানি সুদিব্য শ্রীযুগল সরকার।
অনন্ত জয়কার গাহি নিত্যগুরু এই দোঁহাকার ॥

আচার্য্য শ্রীপাদ শ্রেষ্ঠ শ্রীজানকী বল্লভ শরণ।
অনন্ত রসের সিন্ধু তাঁহার শ্রীযুগল চরণ ॥
ও যুগল চরণ মোর সর্ব্বতীর্থ সার।
জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভজনের সুসিদ্ধ আগার ॥

জানকী বল্লভ সাথে জননীর কৃপা দৃগঞ্চল।
এই দীন বাসনা মোর শ্রীযুগল কৃপায় হউক সফল ॥

আচার্য্য সুদিব্য সবে করুণা নিধান।
অন্তরে বাহিরে সদা শ্রীযুগল রস দীপ্যমান ॥
সখ্যাদি দাসত্ব ভাবে লীলাতনুর ভজন।
অন্তরে শুভগা নারী কান্ত নবঘন ॥
নরতনু ধরি সবে করে শ্রীধর্ম্ম প্রচার।
জীবাত্মা স্বরূপে ভজে রসরাজ শ্রীযুগল সরকার ॥

পরম সন্তোষে ভরা চিত্ত সবাকার ।
শ্রীনাম ভজন রসের সুদিব্য আগার ॥
কামহীন মদহীন ক্রোধহীন দীন ।
শ্রীযুগল ভজন রসে সবে রসিকা নবীন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্যজি মুক্তি নিরাদরি ।
শ্রীযুগল সীতারাম পদে করে প্রেম সুমঞ্জরী ॥

অনন্য হিয়ার ভজন মন বাণী পার ।
সকল আনন্দ রসের পরা সত্য সার ॥
বিদেহীর দশা সে যে বুঝা নাহি যায় ।
ভাগ্যবান গুরুকৃপায় তার স্বল্প স্বাদ পায় ॥
রসিক আচার্য্য সকল হয়ে রসাকার ।
সুনির্ম্মল চিৎ মনে হয় আনন্দ আগার ॥
দেশ দশা লুপ্ত হয় ভাবের উদয়ে ।
আত্মজ্ঞান ভাবশ্রেষ্ঠ শ্রীযুগল দাসী পরিচয়ে ॥

বিশ্বময় সীতারাম এই জ্ঞান সার ।
সকল বিন্দুর মাঝে সীতারাম রহে অবিকার ॥
শ্রীযুগল ভজন হয় শ্রীআচার্য্য প্রসাদ ।
যাহার কৃপার কণায় কাটে মোহ পরমাদ ॥

শ্রীগুরু আচার্য্যপাদ আর রস মিথিলা কিশোরী ।
আত্মজ্ঞান শুভা যাচে দেহ দয়া করি ॥

ষষ্ঠবিংশতি উৎস

শ্রীগুরু-সেবক সম্বন্ধ ধ্যান*

জনমে জনমে কায় বাক মনে
তুমি স্বামী মুঁই দাস।
শ্রীচরণ রজের সুসেবা করিয়া
পুরাব সকল অভিলাষ॥

তুমি সুস্বামী পরম অকামী
নাহি কোন রাগ দ্বেষ।
পরমানন্দে শ্রীযুগলে সেবিছো
দিবা নিশি অনিমেষ॥

তোমার মাঝারে শ্রীযুগল ভজন
বিকশিত শতদলে।
নাম রূপ আর ললিত চরিত
হেরিতেছো প্রতি পলে॥

*আলোচ্য সম্বন্ধ পত্রে নিজ সম্প্রদায়ের শ্রীগুরু পরম্পরার মধ্যে ছয়জন শ্রীবৈষ্ণব মহাজনের কথা স্থানে স্থানে আসিয়াছে। মহানুভবী পাঠক পাঠিকা ঐ ছয় শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মাগণের নামের পরিবর্তে আপন আপন শ্রীগুরু পরম্পরাকে স্মরণ করিবেন।

ললাটে অঙ্কিত সুষম তিলক
বিন্দু শ্রীকে ঘিরি।
যুগল সুনাম যুগল প্রতীক
কণ্ঠে তুলসী বেড়ি॥

অধরে তোমার মধুর হাসি
বয়ানে যুগল নাম।
প্রেমের পয়োধি হৃদয় সাগর
শান্তি সুখের ধাম॥

নয়ন যুগলে অমিয় ঝরিছে
শতদিকে শতধারে।
যে জন দেখিল মজিল সে জন
মুখে বাক নাহি যে সরে

সন্ন্যাস তব অঙ্গ ভূষণ
মন রাম রসে সদা লীন।
করিকর সম সুঠাম বাহু
কর কমলে মুক্তি বীন॥

আনন্দ বিতরিছো জনে জনে স্বামী
জয় সিয়ারাম শ্রীনাম দানি।
শুধু রসনায় রট মধুময় নাম
এই তব মহাবাণী॥

কাম ক্রোধানল কলির যজ্ঞ
লুপ্ত করিল সাধন যতো ।
সুশীতল ভরা সিয়ারাম নাম
সর্ব্ব সাধন পারংগত ॥

নর রূপে তুমি শ্রীগুরু হইয়া
প্রেমলতা বীজ করিলে বপন ।
কুসুম গন্ধে সুরভিত করি
জাগাও প্রভু মিলন লগন ॥

মঞ্জরী প্রেম সার্থক নাম
তত্ত্বদর্শীর পরম দান ।
করুণা তোমার যে জন লভিল
বিশ্রাম সুখ লভিল পরাণ ॥

আনন্দ কন্দ শ্রীরাম পুরুষ
বিশ্ব প্রকৃতি সকলি নারী ।
অন্তরে প্রভু রাম নবঘন
বাহিরে সিয়াজু কিশোরী ॥

তোমারে দেখিলে এই মনে হয়
কমলাপতি কমলা সনে ?
প্রেম নিকুঞ্জে বসি পাশাপাশি
হাসিছেন মৃদু অধর কোণে ॥

নিত্য জীবের কিঙ্করী ব্রত
মুগ্ধা নায়িকা শরণাগত ।
তোমার মাঝারে বিকশিত হলো
বিদেহী দশায় নিত্য রত ॥

শ্রীযুগল তোমার একক ভরোস
মগ্ন সতত শ্রীযুগল ধ্যানে ।
বিষয় বাসনা হৃদয় গ্রন্থি
ভিন্ন হোয়েছে প্রেমের বাণে ॥

তুমিই তত্ত্ব তুমিই সাধন
পরা প্রেমে সদা আনন্দঘন ।
অসীম সসীম তোমার মাঝারে
মিলিয়া লভিল ভজন ধন ॥

করিতে প্রচার শ্রীপ্রেম ধর্ম্ম
রটিয়া বয়ানে শ্রীযুগল নাম ।
পর দুঃখে দুখী বিরহ সুজান
সন্ন্যাসী প্রভু আপ্তকাম ॥

সহজ সরল তোমার বাণী
জনে জনে যাহা বুঝিতে পারে ।
শ্রীগুরু প্রসাদে সুচিত্তে তব ।
নির্ম্মল জ্ঞান মুক্তি ঝরে ॥

জ্ঞান কর্ম্ম আর সাধন যতো
প্রভু সবার তুমি ভাষ্যরূপ।
নিষ্কাম মন বিজ্ঞানে রত
প্রেমাভক্তির প্রভু অমিয় কূপ॥

জ্ঞান কর্ম্ম যতো ঐশ্বর্য্য সাধন
তোমাকে লভিয়া মধুর হলো।
হে পয়োকুম্ভ অমিত উজার
চরিত সিন্ধুর বিন্দু বলো॥

আনন্দ মগন জীবাত্মা শুচি
অংশী যুগলের তুমি যে অংশ।
শ্রীযুগল প্রেমে হ'য়ে অনন্য
দ্বৈত বোধে করিছে ধ্বংস॥

সরিৎ যেরূপ সাগরে মিলায়
লভিয়া সুখের অভয় স্থান।
নাম রূপ সব উপাধি ত্যজিয়া
মিলিত কণ্ঠে গাহে যে গান॥

শ্রীরামানন্দী শ্রীবৈষ্ণব স্বামী
আচার্য্য তোমার শ্রীলক্ষ্মী দেবী।
পবন কুমার শ্রীহনুমৎ দেব
শ্রীগুরু সিয়ালাল সুদিব্য কবি॥

অনাদি কালের যাত্রী হে দেব
পরিচয় তব অন্তহীন।
আনন্দ লীলার মধু গান গাহি
তুমি যে প্রভু সতত দীন॥

কণ্ঠে তোমার আচার্য বাণী
অমোঘ নিত্য পুলকময়।
শ্রীপ্রেম লতিকার নির্ভরা প্রেম
তোমার ভজন তোমার জয়॥

যা ছিল তোমার সকলি দিয়াছো
যুগল প্রেমের মুক্তা ধারায়।
ভজন সিদ্ধ মুগ্ধ আবেশে
বন্দী হইলে প্রেমের কারায়॥

দিব্য কারার শৃঙ্খল দল
রচিত সিদ্ধ যুগল নামে।
মদন মোহন শ্রীযুগল সরকার
সদা বিরাজিত দাহিন বামে॥

তোমারে ঘিরিয়া নৃত্য করিছে
রসিক সুজান কতো।
প্রেম বিহ্বল চিত্ত উজল।
অনন্য শ্রীনাম ভজনে রত॥

ঐ যে অদূরে শ্রীযুগলানন্য
মহাজ্ঞানী সাধু পবিত্র অমান ।
মন বাণী পরে শ্রীনাম তত্ত্বের
গাহিছে দিব্য ললিত গান ॥

পরমাচার্য্য জানকীবর স্বামী
অখিল জ্ঞানের নিত্যধাম ।
দিব্য আধার তোমার মাঝারে
লভিল সুখের বিরাম ধাম ॥

তোমার স্নিগ্ধ সরস প্রাণে
জ্বালিয়া দিব্য জ্ঞানের আলো ।
মুক্ত করিল শ্রীধর্ম্ম স্বরূপ ।
দূর হোল সব কঠিন কালো ॥

পরম গুরু সুসিদ্ধ সুজান
শ্রীরামবল্লভা দীনাতিদীন ।
অনন্য সাধনের সুদিব্য নিকেত ।
শ্রীরাম রসে সাধু সতত লীন ॥

তোমার দিব্য স্বরূপ মাঝারে
প্রেরণা করিল সব সাধনা ফল ।
তোমার প্রেমের মুক্তা ধারায়
সন্ত সুদীন হইল বিকল ॥

তোমার হেরিয়া তোমারে লভিয়া
শ্রীপরম গুরু ভুলিল ধ্যান।
প্রভুর সহজ বিরাগ সরস প্রেমেতে
হইল দিব্য জ্যোতিষ্মান॥

পরমহংস মণি শ্রীগুরু দেবতা
শ্রীজনকললীর অমিত দান।
শ্রীজনকললীর করুণা রাশি
তোমার মাঝারে গাহে যে গান॥

জ্ঞান সরসিত প্রেমের নয়নে
সিয়ালাল স্বামী অকুতোভয়।
চিনিল তোমারে আচার্য্য প্রবর
ধন্য তোমার প্রেমের জয়॥

শ্রীভাগবৎ রসের দিব্য মানস
শ্রীগুরু দেবতা অকিঞ্চন।
সে প্রেম সরসিত মানস হৃদে
তুমি যে মরাল শুদ্ধতন॥

শ্রীনাম, রূপ আর লীলা ধাম কথা
সহিত দ্বাদশ ষোড়শ ভক্তি।
অষ্টযাম সেবী শুচি কায় মনে
রসিক ভজনের সাধনাসক্তি॥

ভেদ ভক্তির রহস্য অনুপ
সহিত অর্থ পঞ্চকের তত্ত্বজ্ঞান ।
সকল রসের সিয়ালাল স্বামী
বিজ্ঞ রসিক সিদ্ধ সুজান ॥

শ্রীগুরু তত্ত্ব ও পঞ্চ সংস্কার
প্রেমা ভক্তির চরিত অনুপ ।
সিয়ালাল স্বামী সুপান করিয়া
মিলিল তোমাতে—হে আনন্দ কূপ ॥

প্রেম সরসিত শ্রীগুরু ভ্রাতা
জানকী বল্লভ জ্ঞানোজ্জ্বল ।
তোমার মাঝারে লভিল স্বামী
পূর্ণের স্বাদ নিত্য অকল ॥

শ্রীগীতা ভাগবতের ফলিত রূপ
কহিল গুরু ভ্রাতা হইয়া দীন ।
দরশ পরশ ও পবিত্র চিত্তের
করে সাধকে ভজন লীন ॥

জীবের স্বরূপ কিঙ্করী চারু
অনাবিল সুখের ঝর্ণা ধারা ।
নাহি সেথা ভয় শোক মান লাজ
স্বামী পদ রজে নিত্যহারা ॥

জানকী বল্লভ চির সাথী প্রভু
শ্রীযুগল দোঁহা ভজন ধাম।
অনির্ব্বাচ্য সুখে সতত মজিয়া
যুগলে রটিছে জয় সিয়ারাম॥

শ্রীগুরু পরম্পরার দিব্য অশেষ
তুমি যে প্রভু বিরাম কুঞ্জ।
তোমার মাঝারে তোমার হৃদয়ে
ঠাঁই মেলে সবার সাধন পুঞ্জ॥

অতি প্রিয় তুমি অতি নিজ জন
শ্রীআচার্য্য পাদের কণ্ঠহার।
তোমারে ঘিরিয়া সুসুখে সকলে
চরিত করিছে পরম উদার॥

নিত্যধামবাসী মহাত্মা সকল
বহু রূপে করে আনন্দলীলা।
তোমার প্রেমের মোহন পরশে
অঙ্গে অঙ্গে তব করিছে খেলা॥

তুমি যে সতত আচার্য্য মাঝারে
নাম নামীর হের মধুর মিলন।
নাম হ'য়ে গুরু করেন শ্রীনাম ভজন
দেখাতে জীবনে সুখের সদন॥

তোমার বিমল স্বরূপ মাঝারে
সত্য প্রেমের করুণ ধাম।
প্রভু অমানী মানদ অখেদ
সন্তোষ ঝরা আত্মারাম ॥

শত্রু মিত্র নাই আত্ম পর জ্ঞান
সিদ্ধ জ্ঞানের বিমল রূপ।
সবাকার হৃদে শ্রীজানকী নিবাস
এই রসে তুমি সতত চুপ ॥

কৈতবহীন হে প্রেমের প্লাবন
কে বুঝে তব স্বরূপ দীন?
দেহ মাঝে প্রভু বিদেহী দশায়
ভজন সরিতে হইলে মীন ॥

তুমি বিদ্যা প্রভু তুমি জ্ঞান ধন
গুরু পিতা মাতা সকলি মোর
সবার উপরে সুসত্য উজল
করুণা পরশে প্রভু চিত্ত চোর ॥

বাণী রূপে তুমি সুধা বিতরিছ
চিত্তে মূরতি নব।
স্নেহ বিগলিত সরস ধারায়
চরিত তোমার কেমনে কব ॥

নয়নে তুমি যে প্রেমের অশ্রু
কর্ম্মে যে নিপুণতা।
যুগল স্মরণ তোমারই ভজন
শ্রীবৈষ্ণবে প্রভু স্নিগ্ধ দীনতা॥

নয়ন কোণে ধরি মধুর হাসি
নাচাও দাসেরে প্রভু যেমন চাহ।
তোমার চরিত অতি বিচিত্র
করুণা করিয়া সত্য কহ॥

কেবা তুমি হও কী তব রূপ
কিবা কার্য্য তব চরিত কিবা?
কেন দূর হ'তে করো বিনোদ অদ্ভুত
বিতরিছ প্রভু কাহারে সেবা?

ঝটিতি তোমার করুণা ধারা
সব সংশয় করিল দূর।
সাধুর স্মরণ সাধুর মনন।
পবিত্র করিল চিত্ত মুকুর॥

প্রেরণা করিয়া বুঝাইলে দেব
তুমি যে সত্য নহ মধুর স্বরূপ।
পতিত পাবন স্বরূপ তোমার
করুণা রসের সরস সদন॥

যে জন বুঝিবে তোমার চরিত
তোমার অমিত মধুর লীলা।
সত্য প্রেমের নিত্য উজানে
বহে যে তোমার আনন্দ ভেলা॥

অতি বিচিত্র অপরূপ দেব
সকল সাধন পারের দিব্য রতন।
সুর দুর্লভ এ নরতনু লাভ
সার্থক হয় লভি ও চরণ শরণ॥

শ্রী মিথিলা কিশোরীর ইচ্ছিত রূপ
শ্রীসিয়া রঘুনাথ শরণ স্বামী।
আচার্য্য শিরোমণি শ্রীগুরু সিদ্ধ
প্রণতপাল প্রভু দীন ও অকামী॥

নাহি কোন যোগ নাহিক সাধন
কাম ক্রোধ রাগ রিপুর দাস।
নীরস হিয়ার এ দীন আরতি
লহ লহ দেব কুঞ্জ রাস॥

তোমার মাঝারে যুগল রূপের
মধুর মিলন যেন সতত হেরি।
ভ্রম দ্বন্দ্ব সব সংশয় নাশি
আত্মজ্ঞানের বাজাও ভেরি॥

চাহি না ধর্ম্ম অর্থ কামনা
নির্ব্বাণ পদ বাসনা নহে।
তোমার অমান দাসত্বে বাঁধি
করুণা মলয় যেন গো বহে॥

কর্ম্মবশে প্রভু যে যোনী ভ্রমইব
সেথায় দিয়গো যুগল চরণ ঠাঁই।
তোমার কৃপারসে অবশে অনায়াসে
স্মরণে এসো মোর হে প্রাণের গোঁসাই॥

তোমার শরণ তোমার ভজন
তোমার যশোগাঁথা অমিয়ময়।
মোর জীবন কাব্য জীবন আধার
ক'রো দীননাথ করুণাময়॥

নিত্য রূপে সদা দাসী শুভশীলা
রহে যেন প্রভু ও চরণে লীন।
তোমার মধুর প্রেমের কুঞ্জে—
কার্পণ্য বিশ্বাসে যেন রয়গো দীন॥

তোমারই যুগল চরণ সুধ্যানে
ভাসাল দাসী মূঢ়া দীনতা লিপি।
বারেক করুণ পরশে হে নাথ
ধন্য করো প্রভু এ ভাগ্য দীপি॥

সপ্তবিংশতি উৎস

শ্রীগুরু-শিষ্য সংবাদ

অখণ্ড আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীগুরু কৃপাল।
সুসিদ্ধ বিজ্ঞান ধাম পরম রসাল ॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের রহস্য সকল।
শ্রীগুরু হৃদয় সরে করে ঝলমল ॥
নিরলস কর্ম্মযোগ করিয়া আশ্রয়।
সাধন পন্থার ভেদ জ্ঞাত সমুদয় ॥
এমত শ্রীগুরু পাদ পরম দুর্লভ রতন।
রাম কৃপা বিনা কভু না হয় মিলন ॥
সুরভিত সুখময় প্রভুর বিচিত্র সুগতি।
সহজানন্দে গুপ্ত রাখে প্রভু সকল বিভূতি ॥
বিদেহীর দশা সদা চিত্ত রাম রসে লীন।
জনকনন্দিনী অলি প্রেম মঞ্জরী নবীন ॥

প্রভুর অঙ্গে অঙ্গে নৃত্য করে সুখানন্দ রাশি।
মদনমোহন রূপে প্রভু ত্রৈলোক্য বিলাসী ॥
প্রভুর সকল ধারা নৃত্য গীতময়।
শোকাতীত দ্বন্দ্বাতীত পূতি গন্ধময় ॥

পুনীত পাবন তীর্থ সন্ত সুখধাম।
নাম পুরী কাশীধাম অখিল লোক আশ্রম॥
পুণ্যতোয়া সুরধুনী দিব্য ভাগ্যবতী।
স্মরণ যাহার মাত্র হরে সকল কুমতি॥
কাশীধাম পদরজ করি সু সেবন।
সুরসরির যশোরাশি হোল বিলক্ষণ॥
অশেষ মন্দির আর হোম যোগ যাগ।
সকলি সেবিছে তীর্থ সহিত অনুরাগ॥
আপন ঘরণী সাথে শ্রীশঙ্কর ভগবান।
জ্ঞান যোগ ত্যজি সদা করে রাম গুণগান॥
শ্রীনাম প্রতাপ বলে কাশী সর্ব্ব তীর্থ সার।
বেদ পুরাণ ইতিহাস আর কহে বুধ গুণাগার॥

প্রভুর বিলাস কুঞ্জ একান্ত নির্জ্জনে।
নিত্য কাশী রাজ ঘাট তাহার এক কোণে॥
পরিকর সাথে প্রভু করেন বিনোদ।
অকথ অদ্ভুত সে যে দিব্য ঘন মোদ॥
সর্ব্বকাম তৃপ্তকাম প্রভু মোর পরম অকাম।
রাগ দ্বেষহীন প্রভু দিব্য নয়নাভিরাম॥
প্রেমের পীযূষ ধারায় প্রভু সতত উজ্জল।
করুণার সুখধাম জ্ঞান অবিরল॥
শ্রীবৈষ্ণব কুল কৈরব সন্ত শিরোমণি।
নিষ্কেবল প্রেমপরা মদহীন প্রভু মহা দানী॥

শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রভুর অশেষ সুরতি।
সকল সুখের সার প্রভু অগতির গতি॥
ভাগবত রস সাগর প্রভুর সুদিব্য নিকেত।
বারেক দর্শনে হয় অচেত সচেত॥
সুদিব্য মধুর রসের প্রভু দিব্য লীলা নিকেতন।
বিমল আনন্দ ধারায় প্রভু ভরে জন মন॥
শ্রীসীতারাম নাম রূপ লীলা সুখধাম।
সবার মধুর মিলন প্রভুর মূরতি ললাম॥

একদা নিকুঞ্জে স্বামী সুদীন দয়াল।
পরম সুখেতে আসীন হৃদয় রসাল॥
শ্রীযুগল রসে প্রভুর চিত্ত মন ভোর।
বিমল সুখের নাগর বিশ্ব বিলোচন চোর॥
শ্রীনাম সুখের কন্দ বৈখরী সতানে।
রটিছেন প্রভু নাম হরষিত মনে॥

অবসর পাই পুনঃ করিনু প্রকাশ।
দীন কাতর চিত্তে প্রভুর সকাশ॥
শ্রীবৈষ্ণব রসধারা ও শ্রীযুগল ভজন।
শুনিবার তরে জাগে হিয়ে প্রলভন॥
যদ্যপি হীনমতি দীন দাস নহি অধিকারী।
শ্রীগুরু দয়াল বিনা কে জ্বালিবে জ্ঞানদীপ
সর্ব্ব তমহারী?
মোর হৃদে কৃপা করি প্রভু যাহা করিলে প্রেরণা।
তাহারই অমোঘ দানে রাখি মুই এ দীন প্রার্থনা॥

পরম সাদরে প্রভু কহিলেন স্বামী ।
কি আছে জিজ্ঞাস্য তব কহ প্রিয় অনুগামী ॥
পরম প্রসন্ন মোরে জানিও নিশ্চয় ।
অভয় কৃতার্থ চিত্তে কহ তব সকল সংশয় ॥

প্রভুর বচন শুনি অমিয় সমান ।
পুলকিত তনু হোল প্রেমে আটখান ॥
প্রভুর চরণ পদ্মে প্রণিপাত করি ।
কহিনু মুদিত হিয়ে কর যুগ জোড়ি ॥

প্রথম প্রশ্ন ।

কহিছে পুরাণ গ্রন্থ আর ইতিহাস ।
পরাৎপর প্রভুর হয় অন্তহীন নামের বিলাস ॥
প্রভুর সকল নাম হয় দিব্য প্রভুর সমান ।
সচ্চিদানন্দ একরস অনুপম সুখের নিধান ॥
তথাপি কোন্‌টি অধিক প্রভু কাছে প্রিয় ।
বিস্তার করিয়া কহ জানি মোরে মূঢ় অতিশয় ।

পরম সুসুখে কহেন শ্রীগুরু কৃপাল ।
প্রশ্ন তব দিব্য অতি মোদময় প্রেমেতে রসাল ॥
জগৎ কল্যাণকর প্রশ্ন তব সুস্নিগ্ধ বিমল ।
ভজন রসিক হিয়ায় করে সদা ঝলমল ॥

এক কল্পে এইরূপ প্রশ্ন করেন সুখধাম শম্ভু সুজান।
তাঁহারে কহেন সুখে সীতাপতি করুণানিধান ॥
সেই শ্রীরাম-মহেশ সংবাদ কহি আজি পুলকিত মনে।
যথাশ্রুত যথামতি করি প্রণাম শ্রীগুরু চরণে ॥

একদা গিরিজাপতি চির মংগল ভবন।
আত্মস্বরূপ রত নিষ্কেবল প্রেমেতে মগন ॥
রসিকা নাগরী বেশে সুশীলা রূপেতে।
শ্রীযুগল সরকারে যায় দেখিতে সাকেতে ॥

তথায় সুখের সাগর শ্রীযুগল নাগর।
করেন অমিত লীলা সর্ব্বরস পর ॥
শ্রীরাম আনন্দকন্দে হেরিয়া সুশীলা।
ভাসিল অমিত সুখে মুখে নাহি যায় বলা ॥
অতঃপর ধৈর্য্য ধরি কহে দাসী কৃপাধামে।
কহ স্বামী গূঢ় প্রেম ধর তব কোন্ নামে সাখে ?
জানিয়া কাতর মোরে জিজ্ঞাসু পরম।
কহিও সকল কথা প্রাণনাথ বুঝিয়া মরম ॥

শম্ভুর কুশল প্রশ্ন অতি সুখময়।
আনন্দ মগন চিতে কহে রাম কৃপাময় ॥
শুন প্রিয় কহি আমি না রাখি গোপন।
পরম চতুরা তুমি দিব্য ভজন সদন ॥
কহিব বিমল কথা মোর মতি অনুসার।
প্রশ্ন তব অতি গূঢ় নাহি পারাবার ॥

যদ্যপি মোর সকল নাম হয় পতিত পাবন ।
তথাপি রাম নাম হয় তার সবার কারণ ॥
মোর ইষ্টদেব হয়ে শুন রাম সুনাম ।
ইহার মহিমা অতি অকথ ললাম ॥
রাম নাম প্রাণ মোর জীবন আধার ।
রাম নামের বলে আমি নাশি মহি ভার ॥
রাম নাম জপি আমি সদা অবিরাম ।
ইহার সমান প্রিয় নহে নিজ দেহ কিংবা ধাম ॥
রাম নামের মুই দাস তাহার সদাই অধীন ।
নামের সাথেতে আমি সদা সুখে লীন ॥
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমি রটি প্রেমে রাম নাম ।
নাম সাথে সঙ্গ মোর সতত ললাম ॥

কামীর সুপ্রিয় যেরূপ যুবতী সুনারী ।
রাম নাম মোর কাছে সেইরূপ হয় প্রিয় ভারি ॥
লোভী কাছে ধন যথা মূঢ় কাছে দেহ ।
রাম নামে জানিবে মোর ততোধিক স্নেহ ॥
রাম নাম মোর হয় পিতা মাতা স্বামী ।
রাম নাম সর্ব্ব সুখ পরমাত্মকামী ॥
সকল বিদ্যার বিদ্যা শুন মোর রাম নাম ।
সকল লোকের স্বামী করে মোরে মোর শুভ নাম ॥
অশনে বসন আর ভোগ ও বিলাস ।
প্রভুতা ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য প্রকাশ ॥

জানিও সকল মম রাম নামের স্থান ।
কেমনে করিব বল তাহার গুণগান ॥
সর্ব্বোপরি কহে সদা মোরে চতুর্ব্বেদ ।
আমার সুযশ গাহে সকল পুরাণ হইয়া অখেদ ॥
আমার বিমল অংশ অবতার যত ।
ভূভার হরণ করেন কহে বেদ এই মত ॥
এ সকল প্রভুত্ব আমি পাই রটি রাম নাম ॥
রাম নাম তাই মোর হয় প্রিয় অধিক ললাম ॥

যে রটে পরম স্নেহে মোর রাম নাম ।
সে হয় আমারই অংশ সদা আপ্তকাম ॥
তথাপি রহস্য এক কহি হরষিত মনে ।
সাবধানে শুন ধীর এ দীন বচনে ॥
সিয়া নাম সাথে যে রটে রাম নাম ।
শ্রীনাম রহস্য শীঘ্র সে বুঝিবে ললাম ॥
স্বল্প দিবসে সে হ'বে পূর্ণকাম ।
যে রটে সদাই স্নেহে জয় সিয়ারাম ॥
শ্রীবৈষ্ণব সদ্‌গুরুর সেবি চরণ কমল ।
সিয়ারাম নাম রসের বুঝ মহিমা বিমল ॥

সিয়া রামতত্ত্বখানি প্রেম পরধাম ।
বিচিত্র তাহার গতি পরম ললাম ॥
সকল জ্ঞানের সার সিয়া নাম হয় ।
যে ভুঞ্জিল এই সুখ হোল রামময় ॥

ভজন সু অর্থ বাচক সিয়া শুভ নাম।
ইহার সরস ভোক্তা সন্ত সু'ধাম॥
সিয়া সাথে রাম নাম যে রটে ভাই।
সে হয় আমার স্বরূপ কোন ভ্রম নাই॥
শ্রীযুগল নামের মহিম অকথ অপার।
রটিতে রটিতে নাম বুঝ মর্ম্ম সার॥

শুনি সে মধুর বাণী শম্ভু সুজান।
লভিল পরম সুখ সুদিব্য মহান॥
কাতর নয়নে তবে শুধায় সুশীলা।
কহ প্রভু কৃপা করি হে দীন দয়ালা॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

নাম আর মন্ত্র মাঝে কিবা ভেদ হয়।
বিস্তার করিয়া কহ তাহার রস সমুদয়॥
শুনিয়া সে শিবের বচন পরম উঁদার।
কহেন জগৎ স্বামী স্নিগ্ধ কৃপাগার॥
নাম মন্ত্রে ভেদ নাই—দুই একই গতি দাতা।
সর্ব্বোপরি এই দুই অখিল লোক ত্রাতা॥
মহাপাপ মহাতম মহামোহ নাশী।
নাম মন্ত্র একরূপ অখণ্ড সুখরাশী॥
রবি কিরণ সম জল ও সুবিচী সম দুই সদা একরস।
রস রসাল সম নাম মন্ত্র একে হয় অন্যের বিলাস॥

ষড়ক্ষর রাম মন্ত্র ও শ্রীরাম নাম সদা সুখময় ।
একরূপ দুই হয় মুক্তি দাতা সুপ্রদ অভয় ॥
শ্রীনাম মহিমা কিঞ্চিৎ তোমার বিদিত ।
রাম মন্ত্রের যশ গাহি হও অবহিত ॥

রাম মন্ত্র জপ করেন সকল অবতার ।
দেব ঋষি মুনি মন সদা সেবিছে উদার ॥
সকল ঈশ্বর ধরে বিধিধ মন্ত্রের স্বরূপ ।
রাম মন্ত্রের সদাধীন মন্ত্র সব হয় সুধাকুপ ॥
রাম মন্ত্র পূর্ণরস সত্য শুচি অনীহ অকল ।
সকল সুখের সার চরিত রসাল অমল ॥
মন্ত্র রাজ ধরি ধ্যান মুখে রটি যুগ নাম ।
সহজ সুখের ধাম মনের অখণ্ড বিশ্রাম ॥

মন্ত্র সবিধি জপি দেয় যাহা ফল ।
সেই ফল সদা লভে শ্রীনাম জাপক বিমল ॥
শ্রীনাম ভজনে কোন বিধি নিষেধ নাই ।
নামের অধিক গুণ ইহা বুঝে দেখ ভাই ॥

নাম মন্ত্রের অন্য ভেদ কহি শুন দিয়া মন ।
ভজন রসিক চিত্তের দিব্য সুচিন্তন ॥
শ্রীগুরু মুখপদ্ম বিনা ইহার না হয় বিচার ।
সকল জ্ঞানের সার দিব্য পারাবার ॥

শ্রীরাম তারক মন্ত্র আর তারক ব্রহ্ম নাম ।
একটি হয় জ্ঞান রূপী অপরটি সুভকতি নলাম ॥

যদ্যপি ভকতি জ্ঞানে নাহি কিছু ভেদ।
ভবার্ণব তরে দুই কহে বুধ বেদ॥
তথাপি জ্ঞানের পন্থা কঠিন ও অগম।
ভকতি সরস অতি সহজ ও সুগম॥

জ্ঞান পন্থা পুনঃ দেখ বিচার প্রধান।
অধিকারীর প্রশ্ন সেথা হয় বলবান॥
ভকতির রসাধারে সবার অধিকার।
ইহাই জীবের হয় পরমার্থ সার॥
সেইরূপ মন্ত্র নাম একেরই দুই রূপ।
দুই-ই হয় ব্রহ্মময় সদা সুধাকূপ॥
তথাপি আচার্য্য পাদ করিয়া বিচার।
মন্ত্রে জপে রাখিলেন বিধির প্রাকার॥

মন্ত্রের সহজ রূপ নাম সুখময়।
মন্ত্র মাঝে নাম রয়—নাম সদা মন্ত্রময়॥
প্রেম প্রেমাধার সম নাম মন্ত্র হয়।
একটি আশ্রয় হয় পুনঃ একটি বিষয়॥
শুদ্ধ চিত্তে মন্ত্র রাজে সদা অবিকার।
বিমল ভজনে দেখ সেথা নাম জয়কার॥
মন্ত্রের ভজন কঠিন এ কলি কালেতে।
বিষয় রসেতে মজি জনগণ রহে সদা কলুষ পঙ্কেতে॥
রটিতে রটিতে নাম জীব সুমতি লভিবে।
মন্ত্রের প্রকাশ বল তখনি হেরিবে॥

নামের সহায়ে মেলে মন্ত্রের বিচার।
মন্ত্রের ভজনে সাধক নামে মজে অধিকার॥

মন্ত্র রাজ স্মরণ মাত্র হয় কলির উদার পণ।
ইহাতেই তুষ্ট হ'বেন সচ্চিদানন্দ ঘন॥
নাম মন্ত্র সদা এক কভু ভিন্ন নহে।
ব্রহ্ম ভগবান যেরূপ এক সত্তা কভু পৃথক নহে॥
চতুর রসিক জন তাই রটে শুধু নাম।
বিজ্ঞানী মন্ত্রের বিচার করে অবিরাম॥
সরস সুগম নাম ললিত মধুর।
সবার সুগতি দাতা যে হয় আতুর॥
মন্ত্রের স্মরণ করি মুখে রটি নাম।
ইহাই সুদিব্য মার্গ শুন শম্ভু সুখধাম॥

শুনি সে মধুর বাণী শম্ভু পুলকিত মন।
কহিল সজল চক্ষে স্মরি শ্রীযুগল চরণ॥
পরম কৃপাল স্বামী দিব্য পরধাম।
বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু বচনাভিরাম॥
দীনহীন দাসী মুই কি কহিব স্বামী॥
রাখিও স্মরণে তব হে দয়াল অকামী॥
এত কহি শম্ভু চলি যায় নিজধাম।
পুলকিত তনে রটে মধুময় নাম সিয়ারাম॥

শ্রীগুরুর কথা শুনি অমিয় সমান।
সুদিব্য সরল অতি সুখময় সত্যের প্রমাণ॥

কহিনু কাতর প্রাণে তবে শ্রীগুরু চরণে।
প্রাণনাথ কহি পুনঃ মোর অপর প্রশনে।

কহিল দয়াল ঠাকুর সুখের সাগর॥
ভজন প্রসঙ্গ সদা প্রেমের আকর॥
কহিব সকল কথা মোর মতি অনুসার।
ভজন প্রসঙ্গ হয় সুদিব্য অপার॥
পারাপার হীন সে যে সুখানন্দ কন্দ।
কেমনে বুঝিবে বল মূঢ়মতি মন্দ॥
পরম সাদরে কহ তোমার সকল সংশয়।
সুগোপ্য হ'লেও তাহা যথামতি কহিব নিশ্চয়॥

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন

শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মরত যদি নাহি করে তিলক ধারণ।
কিবা গতি হয় তার কহ নাথ হে নবঘন ?
গুপ্ত প্রকট হয় প্রভুর ভজন দ্বিবিধ।
কোনটি প্রভুর প্রিয় কিবা হয় প্রেম সরসিত ?
এই দুই সংশয় মোর কর নিবারণ।
দয়াল স্বামিন্ তুমি অধম তারণ॥

তোমার বিমল প্রশ্ন অতীব রসাল।
সদগুরু স্বামী কহেন দীননাথ পরম দয়াল॥

যুগে যুগে তব প্রশ্ন ধরি নব রূপ ।
ভজন রসিক প্রাণে দিয়াছে সু আনন্দ অনুপ ॥
শুনেছি শ্রীগুরু মুখে এই দিব্য কথা ।
প্রেমসিক্ত জ্ঞানময় শুচি স্নিগ্ধ লতা ॥
যথাশ্রুত যথামতি করি সেই কথা গান ।
অধিকারী তুমি দিব্য হও চির আয়ুষ্মান ॥
প্রথম প্রশ্নের তব করি সুবিচার ।
ভজন রসিক জনের সু দিব্য আধার ॥

একদা মারুতি হৃদয় পবন নন্দন ।
শ্রীরাম সকাশে কহেন তব প্রশ্ন রসঘন ॥
সেই প্রশ্ন তুমি আজ করিলে প্রকাশ ।
ইহাই ভজন ভাবের সু দিব্য বিলাস ॥
শ্রীরাম-মারুতি সংবাদ কহি শুন দিয়া মন ।
সকল সংশয় ভ্রমের হউক মূল উৎপাটন ॥

শ্রীরাম কহেন সুখে শুন পবন কুমার ।
সুদিব্য জ্ঞানের ধাম তুমি যে অপার ॥
তথাপি বাসনা তোমার করিব পূরণ ।
প্রশ্ন তব অতি গূঢ় প্রেমময় ভজন কারণ ॥

শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় শ্রীযুগল স্বরূপ ।
সদানন্দময় সে যে নিত্য সুধা কূপ ॥
বেশ বিহীন বৈষ্ণব যদি ব্রহ্মা সম হয় ।
কেমনে সে পাইবে বল আমার হৃদয় ?

শ্রীবৈষ্ণব বেশ মোর সদা লীলার সঙ্গিনী।
লীলা মোর নিত্য রস কহে বেদ বাণী॥
জনক নন্দিনী সাথে করি দিব্য বেশ।
রস হ'তে রসে মোরা করি যে প্রবেশ॥
সীতার বিমল বিলাস হয় শ্রীবৈষ্ণব বর বেশে।
সে মোর অধিক প্রিয় যে মোর বেশ ভালবাসে॥
যে না ধরে দ্বাদশ অঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব বেশ।
কেমনে বুঝিবে সে ভজন রসেশ?

শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় অতি প্রিয় মোর।
যাহার ভজনে মোরা রহি প্রেমে ভোর॥
যে চায় ভজিতে মোরে সহিত অনুরাগ।
সুদিব্য বৈষ্ণব বেশ তাহার কারণ অদাগ॥
হউক পণ্ডিত বা সুধী গুণী জন।
বেশ বিহীন সেবায় আমি না হই আপন॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ রহস্য গূঢ় মন বাণী পার।
করিয়া সু ভজন বেশের বুঝ এই মর্ম্ম সার॥
অন্তর্যামী রূপে প্রভু সকল বিদিত।
শ্রীবেশ ধারনের কিবা হয় সুফল মুদিত॥
তন সুখ রত যারা দম্ভী হট শীলা।
কেমনে বুঝিবে বল শ্রীবৈষ্ণব বেশ লীলা?

কণ্ঠী তিলক ছাপ আর শ্রীযুগল মন্তর।
আত্মনাম সযতনে ধরে রসিক চিত্তবর॥

আমার সকল বেশ হয় মোর বান সম।
পিশাচী কপট দম্ভের করে বিনাশ পরম॥
আমার আশ্রিত জীবের লক্ষণ সুবেশ।
ইহার সুগোপ্য রস জানিল মহেশ॥
বেশধারী শ্রীবৈষ্ণব চলে ভক্তি রাজ পথে।
বেশ হীন কুবাদী চলে সু সংকীর্ণ গলিতে॥
অনন্য ভজন হয় রাজ পথ মোর।
বেশ বিনা লভ্য নহে কহি আমি দিয়া সর্ব্ব জোর॥

মনমুখী ভজন করি মোর বেশ বিহীন।
কেমনে হইবে কহ রসিক প্রবীণ?
শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় আমার হৃদয়।
নিঃসংশয়ে বুঝিও ইহা হে পবন তনয়॥
শ্রীজনক দুলারী সম প্রিয় মম বেশ।
বেশের প্রতাপে সাধক লভে রস বিশেষ॥
বেশের প্রভাব হের সিদ্ধ সুমহান।
বেশধারী চণ্ডাল অপি হয় পূজ্য সন্ত সমান॥

মোর বেশ হয় সে যে মোর লীলা অনুপম।
বিচিত্র তাহার গতি সু বিচিত্র তাহার ধরম॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় পরধাম সত্য।
প্রেমের সুনিকেত সে যে সু রসাল নিত্য॥
শান্তি সুখারাম আর ভজন সুগান।
ইহাই বেশের হয় নিত্য মহাদান॥

যেরূপ স্নানের পর তনু হয় সরসিত ।
সেইরূপ বেশধারী শ্রীবৈষ্ণব রহে সদা প্রেমে পুলকিত ॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় পরানন্দ কন্দ ।
অপার সুধার স্রোত ভরা গীতি ছন্দ ॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশধারী জানে মোর ভেদ অনুপম ।
রসের বিচিত্র গীতি আর তাহার কৃপার ধরম ॥
ভজন রহস্য ভেদ কহি সব না করি গোপন ।
তুমি মোর ভক্ত দাস সেবা নিকেতন ॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ বিনা মোর ভজন ও পূজন ।
কভু না সফল হয় করিলে যতন ॥

শ্রীবৈষ্ণব বেশধারী যে পুনঃ ভজন বিহীন ।
অভাগা সুমন্দমতি ধরে বুদ্ধি অতীব মলিন ॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ বিনা যেরূপ ভজন উদাস ।
ভজনবিহীন বৈষ্ণব হয় তথা যোগ্য পরিহাস ॥
শ্রীসদ্ গুরু নাম জাপক রসিক সুজান ।
তাহার কৃপায় জীব লভে বেশের ভজন ॥
শুন শুন গুণাগার পবন কুমার ।
যে ভজে বৈষ্ণব বেশ সে হয় সু পূজ্য আমার ॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশ হয় মোর পঞ্চপ্রাণ ।
বেশ বিহীন উপাসনা মৃতদেহে শৃঙ্গার সমান ॥

বেশের মহিমা জ্ঞাত শ্রীজনক নন্দিনী ।
তাহার আশ্রয় বেশ নিত্য লীলা সুসঙ্গিনী ॥

বেশের বিভব অতি মন বাণী পার।
কহিনু সংক্ষেপে কিছু মোর মতি অনুসার।

পুনঃ কহি ভজন মোর যে দুই প্রকার।
তোমার সুদিব্য প্রশ্ন অপার সুখাধার॥
এ গুপ্ত রহস্য জানে সন্ত সুদীন।
ভজন প্রতাপে দেখ আমি মোর ভক্ত গুণাধীন॥
বিমল বিচার বিনা না হয় ভজন।
ভজনে শ্রীযুগল রসের হয় বরিষণ॥
ভজন রহস্য গূঢ় সর্ব্ব সুখসার।
অকাম অমান চিত্তে প্রকাশ তাহার॥
বিমল বিচার বিনা ভজন সুকর্ম্ম।
নাশে না সংশয় ভ্রম হয় যে অধর্ম্ম॥

মন মুখী ভজনে কিবা লাভ বল?
শ্রীগুরু মুখী ভজন দেয় সুখময় ফল।
যে রোগী ঔষধ খায় নিজ রুচি মত।
কভু কি হইবে নিরোগ করি আয়াস শত শত?
মনমুখী ঔষধ সেবনে রোগ বাড়িবে সদাই।
সুবৈদ্য বিনা রোগের কভু উপসম নাই॥
মলিন মানব হৃদয়ে সদা কাম রোগ দুষ্ট।
সদ্‌গুরু সু বৈদ্য বিনা যাইবে কী সে কষ্ট?
ভব রোগের সুপথ্য সেবন হয় যে বিমল ভজন।
অম্ল নহে কটু নহে সে যে মধুময় প্রেমের সদন॥

অনির্ব্বাচ্য সুখরূপ শ্রীযুগল বিমল ভজন ।
সে গোপ্য ভজন জানে মোর ভক্ত নিজ জন ॥
পুঁথি পাঠ করি করি যে করে ভজন ।
বিফল সকল প্রয়াস হয় তার শুন বিলক্ষণ ॥
শ্রীসদগুরু স্বামী জানে মোর সুখময় ভজন উঁপায় ।
প্রকৃষ্ঠ ভজন মিলে সতত যে তাঁহার শ্রীচরণ সেবায় ॥
অজ্ঞানী মলিন হৃদয় মোরে কভু নাহি পায় ।
পূর্ণরস লভিবারে একমাত্র হয় মোর ভজন সহায় ॥
সুদীন রসিক সাধক জানে মোর সহজ সুশীল ।
অনন্ত কল্যাণধাম মোদময় সুখ অনাবিল ॥
যদ্যপি অনীহ অকল আমি সদা পরিপূর্ণ কাম ।
তথাপি শ্রীযুগল ভজন মোর বিমল সুখধাম ॥
সর্ব্বভূতে দয়া মোর নাহি কিছু ভেদ ।
তথাপি তাহার বশ যে ভজে সতত মোর হইয়া অখেদ ॥

:

কোটি কোটি নর মাঝে কোন ভাগ্যবান ।
আমার স্মরণ সুখে হয় যত্নবান ॥
সেই কোটি কোটি ভাগ্যবান নরগণ মাঝে ।
বেদ পন্থা অনুগামী কেহ কেহ সব বিধ কাজে ॥
তাদের সহস্র মাঝে কেহ কেহ যোগী মতিধীর ।
আমারে তত্ত্বতঃ জানি হয় পরা প্রেমেতে গম্ভীর ॥

শ্রীযুগল ভজনে মজি হয় সুখকন্দ ।
সর্ব্ব রস সার হয় মোর নাম চিদানন্দ ॥

সন্ত মিলন বিনা না হয় শ্রীযুগল ভজন।
সন্ত মোর নিজজন শুন কপি পবন নন্দনে॥
সন্ত সুকৃপা বারি মোর অতি প্রিয়।
সন্ত সুখের ধাম শ্রীযুগল ভজন আলয়॥
মন মুখী কেহ করে জপ যোগ ধ্যান।
কাহারও বা বৈদিক কর্ম্মে রহে যে পরাণ॥
কেহ বা পূজা পাঠে করে মোর উত্তম ভজন।
মন মুখী নাহি জানে মোর ভজন সুধন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি দেশ কাল গতি।
আপন খেয়াল বশে ভজে মোরে মূঢ়মতি॥
আনন্দ বিহীন সে যে জড় ধর্ম্ম ময়।
চেতন অমল মোর স্বভাব সুখময়॥
সকল বিদ্যার সার মোর ভজন প্রসঙ্গ।
কেমনে জানিবে বল বিনা সদ্‌গুরু সঙ্গ ?

শুন হে অঞ্জনি নন্দন কহি মত বেদ।
চারি যুগে ভজনের হয় যে চারি ভেদ॥
চারি যুগের ধর্ম্ম জানে সন্ত মতিধীর।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের সুরহস্য গভীর॥
কালের স্বধর্ম্মে ভজন মোর অতি প্রিয়।
বাধা বিঘ্ন হীন সে যে সদা সুখময়॥
কালের স্বধর্ম্মে ভজন সদা সরল উদার।
বিমল বিচার বিনা কে মর্ম্ম বোঝে তার॥

সত্য সার ধর্ম্ম হয় পরা সুনির্ম্মল।
দ্ব্যর্থহীন সুমঙ্গল সদা রসে ঝলমল॥
পণ্ডিত কুতর্কী আর মদ মানী জন।
না বুঝি ধর্ম্মের স্বরূপ ভাবে বড় কঠিন ভীষণ॥
হট বাদী মদমানী সদা ভজন বিহীন।
কাম ক্রোধ খল রিপুর সতত অধীন॥
নিজ নিজ মতবাদ করিয়া প্রচার।
সন্ত বেদের মতে করে যে প্রহার॥
যুগানুকূল ভজন হয় সর্ব্ব সুখধাম।
যাহার শরণে জীব হয় আপ্তকাম॥

সত্য যুগে জীব নিচয় নিস্পাপ সুকর্ম্মী।
অটল নিয়ম নিষ্ঠায় মম ব্রত ধর্ম্মী॥
ধর্ম্মের চারটি পদ সত্যের পরাণ।
সত্য শৌচ দয়া আর দান সুমহান॥
অস্থিময় প্রাণ সেথায় দীর্ঘায়ু সকলে।
পরা বাণীর সুবিজ্ঞেতা সাধু সেই কালে॥
অনুকূল অবসর সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন হীন।
মম ধ্যানে রত জীব বিচারে প্রবীণ॥
চিত্ত কায় মনে করি সমাধি নিপুণ।
অন্তর বাহিরে ভজন সত্যের সগুণ॥
শ্রীনাম ভজনে মতি সদা অতি ক্ষীণ।
যদ্যপি নামের প্রভাব সদা বাধাহীন॥

কালের স্বধর্ম্ম যবে সত্যেরে ত্যজিল।
প্রবল প্রতাপ সাথে ত্রেতা উপজিল॥
ধ্যানাদিক সত্য যুগের সুধর্ম্ম সকল।
সু কর্ম্ম পালনে রত নিজ রূপ নিল॥
ধর্ম্মের প্রথম পদ সত্য সু উদার।
ত্রেতার শাসনে লয় হইল তাহার॥
প্রাণ মাংসগত ত্রেতায় কহে বুধগণ।
শৌচ দয়া দান পুনঃ লভিল পতন॥
কালের বিবিধ বিঘ্ন আসি দেখা দিল।
মদ মান পিশাচ সব জীবে প্রবেশিল॥
সত্যের বিশুদ্ধ হৃদয় হইল মলিন।
অন্তরঙ্গ ভজনের আসিল কুদিন॥
পশ্যন্তী ত্রেতার বাণী পরার পরিণাম।
খর্ব্ব হইল জীবের পূর্ণ শকতি ললাম॥
মদ মানের তাপে হোল জীব সুদুখিত।
শোকাতীত দ্বন্দ্বাতীত সত্য সদা যে মুদিত॥
ত্রেতায় কর্ম্মের শুভ হোল আয়োজন।
ধ্যানাদি অন্তরঙ্গ ভজন না যায়' সাধন॥
তথাপি জীব কুল ভ্রম পরমাদে।
কর্ম্মের সহিত ধ্যান করে নিজ মতবাদে॥
ভ্রমের নিশ্চয় ফল জানিবে সুতাপ।
ত্রেতায় অজ্ঞানী জন রত সদা পাপ।
কর্ম্মরত অভিমানী শ্রীনাম রহস্য না জানে।
যদ্যপি নামের গতি বিদিত সকল ভুবনে॥

সত্য হ'তে ত্রেতা যুগে যদ্যপি নামের দ্বিগুণ প্রচার।
নাম অনাদর করি যোগ যাগ ত্রেতার আধার॥
এইরূপে ধীরে ধীরে ত্রেতা হোল ক্ষীণ।
সেথায় আসিল তবে দ্বাপর নবীন॥
দ্বাপর আসিয়া পুনঃ নিজ তন্ত্র করিল প্রচার।
ধর্ম্মের দ্বিতীয় চরণ শৌচ না রহিল আর॥
প্রাণ হোল চর্ম্মগত জীবগণ অল্পায়ু সরোগ।
কামাদি প্রচণ্ড পুনঃ দিল জ্বালা শোক॥
ধর্ম্মের হইল প্রকাশ দেবতা অর্চ্চনে।
দুঃখ শোক সুব্যাপিল ত্রেতা ও সত্যের ভজনে॥
পরা ও পশ্যন্তী বাণী হইল সুদূর।
মধ্যমা সুসিদ্ধ বাণী দ্বাপরে মধুর॥
গুরুমুখী ভক্ত সুজান করি মধ্যমা আশ্রয়।
ভজন করিয়া মোদ লভে অতিশয়॥
দ্বাপরে কেবল অর্চ্চন নাহি অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম।
সুজান রসিক হৃদয় বুঝে এই মর্ম্ম॥
দ্বাপরের আয়ু যবে পূর্ণ সু হইল।
তাহার সুস্থলে তবে কলি উপজিল॥
কলিরাজ লভি পদ করিল আদেশ।
কলির ধর্ম্মের রূপ ও আচার বিশেষ॥
কঠিন করাল কলির প্রতাপ মহান।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বধিল পরাণ॥
যে করে কলির রাজে অন্য যুগাচরণ।
তাহার মিলিবে জেনো দুঃখ অগণন॥

কলিরাজ্যে জীব সদা কামী মদ মানী।
কপট দম্ভের বলে সুমত্ত অজ্ঞানী॥
পরদার রত জীব সদা লম্পট ও বিমুখী
পর সুখে জ্বলে সদা পর দুঃখে সুখী॥
কলিকালে পণ্ডিত সে যে গাল বাজায়।
কলুষ মলিন চিত্ত নিজ নিজ মহিমা সুগায়॥
মূঢ়তা অবিবেক আর অজ্ঞান প্রধান।
কলির শাসনে জীবের হোল অন্নগত প্রাণ॥
মনে মুখে সদা দুই কভু নহে এক।
এইরূপ কলিরাজে মিলে লাখে লাখ॥

জ্ঞান সুবিবেক আর ধৈর্য্য অনুরাগ।
কলিতে বিরল অতি না রহিল ভকতি বিরাগ॥
ভিতরে বাহিরে জীব দুষ্ট পাপে ভরা।
দেহ ধর্ম্মী জীব হোল সু উৎকট পরা॥
বিষয়াসক্ত জীব সদা হীন স্বার্থরত।
হেরিয়া সাধন শুভ হোল অপগত॥
না রহিল জপ তপ কর্ম্ম মখ দান।
না রহিল পূজা অর্চ্চন যজন সুধ্যান॥
পাঠ স্বাধ্যায় দূর হোল আর শুভ আচরণ।
কলির প্রতাপ হেরি ধর্ম্মে'র হোল নিষ্ক্রমণ॥

পাপ পয়োনিধি কলি জন মন মীন।
কলির শাসন প্রবল অতীব কঠিন॥

সত্য শৌচ দয়া গেল রহিল সু দান।
ইহাই কলিতে কেবল ধর্ম্মের প্রমাণ॥
পাত্রাপাত্র স্থান কাল না করি বিচার।
কলিতে দানের পুণ্য সদা সুখাধার॥
পূর্ব্ব যুগের শুদ্ধ রূপ কলিতে দুষ্কর।
ধ্যান পূজা কর্ম্ম আদি হোল দুঃখ শোকাকর॥
কলিতে কেবল নাম পরম পাবন।
ত্যজিয়া সকল যুগের প্রপঞ্চ অগণন॥

চারিযুগের চারি বর্ণ শুন প্রিয় দাস।
গুণভেদে বর্ণ হয় বেদ করিল প্রকাশ॥
সত্ত্বময়ী সত্যে হয় বিপ্র সুমহান।
ধ্যান জ্ঞান ভজনাদি হয় তাহার পরাণ॥
জ্ঞানের প্রাধান্য হয় সত্য যুগে ভারি।
যাহা অনায়াসে লভ্য হয় নাম ভজন করি॥
জ্ঞানের কঠিন পন্থায় করি সুদীর্ঘ প্রয়াস।
কোন কোন ভাগ্যবান জানে মোর মাধুর্য্য বিলাস॥
মদমানী জ্ঞানী কভু না লভে আমায়।
প্রেমের নিকুঞ্জ মোর অতি প্রিয় হায়॥

ক্ষত্রিয় ত্রেতার রূপ রজো গুণী সার।
ত্যজিয়া ধ্যান জ্ঞান্ লহে শিরে কর্ম্মভার॥
ত্রেতায় হইল কিঞ্চিৎ মোর নামের প্রচার।
অর্ব্বাচীন অজ্ঞ জনে বুঝিল কর্ম্ম সার॥

অর্থ সুবল নাশি করে বৈদিক সুকর্ম্ম ।
সর্ব্ব সুখসার হয় নাম মোর কে বুঝে এই মর্ম্ম ?
শ্রীনাম রটন বিনা আমি না হই দ্রবিত ।
সদগুরু কৃপা বিনা কে বুঝে এ তথ্য সরসিত ॥
শ্রীনাম সুদূরে রাখি ত্রেতা করে কর্ম্ম সুপ্রধান ।
ত্রেতাতে কভু না হেরি আমার সরস পরাণ ॥
সেই হেতু পাঠানু সেথা মোর কালের শাসন ।
বৈশ্য রূপ ধরি দ্বাপর করে আসন গ্রহণ ॥

মোর নাম-রূপ প্রচার হেতু পাঠানু দ্বাপরে ।
কিন্তু হায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য দ্বাপর ভুলিল আমারে ॥
পূজা পাঠ অর্চ্চনাদির খুলি সু দুকান ।
নামে-রূপের না জানিল সুধা সুমহান ॥
নামের রটন স্বল্প পূজার ভূরি আয়োজন ।
দ্বাপরে কলুষ চিত্তের হইল শরণ ॥
পূজার না জানে বিধি না জানে প্রকার ।
না জানে স্বভাব দেবের কিংবা রুচি তার ॥
দেবগণ স্বার্থপর-কভু না অকামী ।
বিধিবৎ পূজা বিনা কভু নহে ফলগামী ॥
অর্ব্বাচীন অনধিকারীর পূজা গ্রাহ্য নয় ।
এতেক বিচারে পূজা হোল দুঃখময় ॥
পূজায় কেবল আয়াস নাহি সুখলেশ ।
শ্রীনাম ত্যজিয়া দ্বাপর ভুগিল অশেষ ॥

মোর দাস কলিযুগের শূদ্র বর্ণ হয় ।
করিল নামের ভরোস ত্যজি সকল সংশয় ।
জয় সিয়ারাম নাম রটি বৈখরী সুতানে ।
কলি ভুলিল সকল জ্বালা সুধাসিন্ধু পানে ।।
অনন্য নামের ভজন কলির শাসন ।
পূজা পাঠ কর্ম্ম নয়—নহেক ধ্যানের শরণ

শুন কপিরাজ প্রিয় পবন তনয় ।
ধ্যান সমাধি যজ্ঞ মোর ভজন গুপ্ত হয় ॥
গুপ্ত ভোজনে কলি ঘোর দণ্ড দিল।
তপ ধ্যান অর্চ্চন সব সবিধি পলাইল ॥
বেদ পুরাণ পাঠের না রহিল স্থান ।
কর্ম্মী ধর্ম্মী জ্ঞানী সব করে পলায়ন ॥
কলির শাসন ঘোর শুধু মধুময় নাম ।
মুখে রট নিরন্তর জয় জয় সিয়ারাম ॥

মদমানে রত পণ্ডিত যদ্যপি সু জানে ।
কলিতে নামের আশ্রয় সব সুখ দানে ॥
তথাপি মোহের বশে অজ্ঞান নিকেত ।
শ্রীনাম আধার করি না হয় সচেত ॥
সৎসঙ্গে বিরাশী দোষ সেবায় বত্রিশ ।
রচিল দোর্দ্দণ্ড কলি সদা অহর্নিশ ॥
এইরূপে সেবা ধর্ম্মের কলি বধিল পরাণ ।
অর্চ্চন মনন ধ্যান কলিতে প্রপঞ্চ মহান ।।

কালের স্বধর্ম্মে ভজন সদা সুখময় ।
প্রকৃষ্ট সু পরধর্ম্ম কভু নহে রসময় ।।

প্রকট ভজন মোর শুন পবন কুমার ।
মধুময় শ্রীনামের সদা রটন উদার ॥
সদ্‌গুরুর শরণ লহি কণ্ঠী তিলক পরি ।
শ্রীনাম ভজন শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বোপরি ॥
শ্রীনাম ভজনে নাই কোন যতন বিশেষ ।
সাধ্যহীন কষ্টহীন শ্রীনাম ভজন সুখ হয় পরমেশ ॥
অন্য যুগে কষ্ট করি ভাগ্যবান যাহা ফল পায় ।
কলিতে শ্রীনাম রটন তাহা সদা বরষায় ॥
শ্রীনাম গর্জ্জন করি—করি নাম সুকীর্ত্তন ।
নাচি গাহি পুলকিত হয় তনু মন ॥
শ্রীনাম জাপকে কভু অন্য সাধনা না রোচে ।
জানিল জাপক বর সব সাধন ভরা দুখ শোচে ॥

শ্রীনামে অনন্ত মধু নাহি কভু শেষ ।
প্রতি শ্বাসে ভজনেতে মিলে রস বিশেষ ॥
শ্রীনাম জাপকে নিন্দা যে করিবে শুন ।
তার উপর সদা রহে কলির কঠিন শাসন ॥
কলির শাসন কঠিন হয় নানাবিধ ।
অসূয়া ত্রিতাপ জ্বালা আর দুষ্ট রোগ শত শত ॥
রৌরব নরক মাঝে সে যায় নিশ্চয় ।
শ্রীনাম জাপকে মোর যে মন্দ কথা কয় ॥

পবন কুমার শুন কহি বিনা মদ মান।
অনন্য জাপক জনের আমি রক্ষক মহান॥
শ্রীনাম জাপক সদা মোর সম হয়।
অতি সত্য কথা ইহা সদা জানিও নিশ্চয়॥
আমি সদা ভজি স্নেহে মধুময় নাম সিয়ারাম।
কিছু মাত্র নাহি ভেদ আমাতে আর জাপকে ললাম॥

শুনি সে অমিয় বাণী পরা সুখময়।
প্রেম রসে ভাসি গে'ল পবন তনয়॥
বার বার প্রভুপদ করি সু বন্দন।
নতজানু হ'য়ে কহে অঞ্জনি নন্দন॥
আর একটি সংশয় মোর প্রভু করো দূর।
অতি মূঢ়মতি আমি লোভী কামাতুর॥

রঘুনাথ স্বামী কহেন মধুর বচনে।
বুঝিনু চতুর কপি তোমার ভজনে॥
পবন কুমার তুমি শুচি সত্যধাম।
সর্ব্বজ্ঞ সরল সদা চির আপ্তকাম॥
তোমার সকল প্রশ্ন জনহিত তরে।
কিবা হয় প্রশ্ন তব চাহি শুনিবারে॥

পঞ্চম প্রশ্ন

কহে দাস চূড়ামনি শুন স্বামী রঘুনাথ।
না জানি কহিব কিবা তব গুণগাথ॥

সর্ব্ব রস তুমি প্রভু নিত্য সুখধাম।
সকল জীবের স্বামী তুমি পরম ললাম॥
কর্ম্ম আর কর্ম্মফল প্রভু সকলি তোমার।
সকল কর্ম্মের প্রেরক তুমি প্রভু হে গুণাগার॥
ভালমন্দ তুমি করাও কহে বুধ মত।
তবে কেন জীব হয় দুঃখ শোক হত?
কেহ কেহ কহে তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
অগুণ অতনু প্রভু সত্য চিদ্ঘন॥
এই দুই মত ভেদের কোনটি যথার্থ।
কহ প্রভু পরাগতি স্বামী পরমার্থ?

দাসের বচন শুনি অমিয় সমান।
কহে প্রভু রঘুনাথ করুণা নিধান॥
মধুময় প্রশ্ন তব দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
ভজন রসিক হৃদে সদা মুক্ত ধারে বয়॥
কহিব সকল কথা না করি গোপন।
তুমি মোর প্রাণাধিক দিব্য নিজ জন॥
বিমল বিবেক বিনা না হয় বিচার।
বিচার বিহীন ভজন সদৈব অসার॥
শুভাশুভ করমের যে কর্ত্তা মোরে কহে।
অজ্ঞ অকোবিদ সে কভু সাধু নহে॥
বিমল বিচার বিনা মলিন হৃদয়।
নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের ফল প্রভুতে রাখয়॥

মাতা কী শিখায় কভু শিশুকে সরল।
ধরিতে অনল কিংবা খাইতে গরল?
অচেত বালক ভোগে করি পাপ নিচয়।
অহেতু জননী পরে মিথ্যা দোষ লাগয়॥

সবা জীব হৃদে দিছেন সদসদ্ জ্ঞান।
অশেষ কল্যাণময় প্রভু ভগবান॥
শুন প্রিয় দাস মোর পবন কুমার।
ভাল মন্দ হিতাহিত ব্যাপিত সংসার॥
দেখিও বিচার করি মদ মান হীন।
হানি লাভ সুখ দুঃখ সদা লয় দীন॥
জীবন মৃত্যু ব্রহ্ম জীব সদা ধায় পাশাপাশি।
অবিচ্ছিন্ন অবিরল যথা হয় দিবানিশি॥
এ মোর বিচিত্র লীলা অশেষ অপার।
অনন্য শরণ বিনা কে মর্ম্ম বোঝে সার॥

সব বিধি যোনি হ'তে নরতনু শ্রেষ্ঠ।
বিমল চেতন জীব লভে পরমেষ্ঠ॥
এ চেতনের মাঝে হয় তিন বিচিত্র সু-ভেদ।
গুপ্ত করি রাখি পুনঃ যাহা নাহি জানে বেদ॥
এ তিন ভেদের কথা কহি শুন দিয়া মন।
অধিকারী দিব্য জানি তুমি মরুৎ নন্দন॥
যদ্যপি এ তিন প্রাণী সদা মোর প্রিয়।
কারো সাথে নাই মোর দ্বন্দ্ব বিষময়॥

তথাপি জীবের গতি বিচিত্র অনুপ।
সংস্কার প্রধান সেথা কহে বেদ সুধাকূপ॥
অজ্ঞানী প্রথম প্রকার চেতনের মাঝে।
দ্বিতীয় সে জ্ঞানী হয় ক্ষিপ্র সর্ব্ব কাজে॥
তৃতীয় সুভক্ত মোর সদা অনুগামী।
সর্ব্বাবস্থায় জানে সে যে ভরোস একমাত্র স্বামী॥
এ তিন চেতন জীব মোর সদা অতি প্রিয়।
মাতার নিকটে যথা হয় পুত্র কমনীয়॥

অবোধ অজ্ঞানী চেতন কহে বালকের মত।
সকল কর্ম্মের কর্ত্তা হয় প্রভু যে সতত॥
হিতাহিত ভাল মন্দ নাহি তার জ্ঞান।
নিজ ভোগ হেতু মিছে দুষে ভগবান॥
অবোধ বালকে মাতা সদা করে সাবধান।
মনমুখী কুমারগী তাতে নাহি দেয় কান॥
যে হয় অজ্ঞান সে এই কথা বলে।
ভাল মন্দ সব কিছু ঈশ্বর করায় অবহেলে॥

চেতন প্রাণীর মাঝে দ্বিতীয় বিজ্ঞানী।
সকল প্রকারে মোর হয় সুখদানী॥
হিতাহিত করি বিচার পালে আজ্ঞা মোর।
সুন্দর স্বভাব শীল সদা হিত কর॥
আপন বিচরে চলে বিজ্ঞানী প্রবর।
প্রৌঢ় তনয় বৎ সদা নিজ তন্ত্র পর॥

আপন বিচারে রাখে অতীব প্রত্যয়।
আমার ভরোসে সে কভু না থাকয়॥
যদ্যপি বিজ্ঞানী প্রিয় আমায় সতত।
আপন পৌরুষ বলে সে রহে সতত॥
শরণাগত দাস বিনা কে জানে আমায়।
মোর কৃপা বিনা কভু তাহা কি মিলয়?

জ্ঞান কর্ম্ম পুরুষাকার আর ভক্তি নারী বর্গ।
ভক্তি জীবের গতি সুখানন্দ সর্ব্ব॥
প্রৌঢ় তনয় জ্ঞানী সগুণ সজোর।
নিজ বিচারে করে সব কর্ম্ম মোর॥
ভাল মন্দ সব কাজের কর্ত্তা ভোক্তা হয়।
শুভ কর্ম্মের ফল ভোগে নিজ গুণ পায়॥
বিজ্ঞানী বালক কভু মোর আশা নাহি করে।
নিজ পুরুষার্থে সদা অতি বল ধরে॥
যদ্যপি বিবিধ ভাবে আমি করি সাবধান।
তথাপি সে নিজের বলে ধরে অভিমান॥
পুঁথি পাঠ করি করি নানা যুক্তি করে।
মোর ভজন রহস্য হতে রহে অতি দূরে॥

বেদের সুভাষ্য রূপ হয় সন্ত আপ্তকাম।
তাঁহার সুখদ শরণ সর্ব্ব সুখ ধাম॥
সগুণ অগুণ মোর রহস্য উদার।
জ্ঞান বৈরাগ্য ভেদ বিবিধ অপার॥

অনন্য ভজন বিনা কে বুঝে মোর মর্ম্ম ।
বিজ্ঞানী বালক সদা আচরে নিজ ধর্ম্ম ॥
আপন ধর্ম্মের রূপ আমাতে লাগয় ।
নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করয় ॥
কেহ নিরাকার কহে মোরে কেহ বা সাকার ।
নিজ নিজ মত লাগি করে কুতর্ক অপার ॥
প্রৌঢ় সুতনয় মোর জ্ঞানী অভিমানী ।
যথাযথ না জানে কালের সাবধানী বাণী ॥

গ্রন্থ পাঠ করি করি না খোলে হৃদয় নয়ন ।
ভাসা ভাসা অর্থ করি ভাবে নিজে বিজ্ঞ বুধজন ॥
আমার সগুণ রূপ বেদে দিব্য প্রকটিত ।
প্রেমের নয়নে তাহা সদা প্রকাশিত ॥
জ্ঞান বৈরাগ্য হয় হৃদয় নয়ন ।
যাহা বিনা রস মম কভু নহে নিরূপণ ॥
কলিমলগ্রস্থ যাহার হৃদয় নয়ন ।
কিরূপে করিবে সে মম রহস্য চিন্তন ?
আমার রহস্য জ্ঞান মন বাণী পার ।
সর্ব্বপর সে যে হয় সুদিব্য অপার ॥
কলিকালে কেন নহে অন্য যুগলাচরণ ।
কহিব সকল কথা শুন দিয়া মন ॥

সত্য যুগের নরনারী সকলে বিমল ।
বেদতত্ত্ব জ্ঞাতা সবে ধ্যান-মনন রসে সদা ঝলমল ॥

ত্রেতায় আধেক মল আধেক বিমল।
দ্বাপরে হইল পুনঃ তিনভাগ মল ॥
কোন কোন ভাগ্যবান কলিতে বিমল।
কলিতে মানব হৃদয় সদা মলে দলে দল ॥
জ্ঞান বৈরাগ্য নয়ন হইল সুবন্ধ।
বুদ্ধি মলিন হ'লো জীব সদা কাম অন্ধ ॥
বিমল বিচার বিনা জ্ঞানের প্রসঙ্গ।
কভু না মিলিবে যেন করি পাঠ সঙ্গ ॥
নির্গু'ণ ব্রহ্মের জপ কলির প্রপঞ্চ।
সগুণ সাকার সেব যদি সুখ বাঞ্ছ ॥
মনমুখী পণ্ডিত পড়ি নানা বেদ পুরাণ।
নির্গু'ণ ব্রহ্মের করে মিথ্যা মায়া ধ্যান ॥

সগুণ উপাসনা মম পরা সুখময়।
নাম-রূপ-লীলা-ধাম মম সদা রসময় ॥
তৃতীয় সুভক্ত মোর সদা সরল উদার।
মোর আজ্ঞা সদা পালে হিতাহিত না করি বিচার।
অনন্য ভজন মোর তার জীবন আধার।
কভু না নিজের সুখ করে সে বিচার ॥
আমার ভরোস তার নিত্য সুখধাম।
আমার ভজনে তার সতত বিশ্রাম ॥

ভক্ত অতীব প্রিয় দাস অমানী।
সরল বালক স্বভাব অতি সুখদানী ॥

সুনির্ম্মল চিৎ মন সব বাধা হীন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি সে হয় মদ মান হীন॥
সব গুণধাম মোরে সে দেখে যে সতত।
আপনারে হেরে সে সদা পাপরত॥
ভক্ত অমানী দাস সদা মোর গুণ গায়।
সকল দোষের কারণ নিজেরে কথয়॥
মংগল ভবন প্রভু—দাস মোরে কহে।
কার্পণ্য বিশ্বাসে সে সদা দীন রহে॥
জ্ঞাম কর্ম্ম সর্ব্বোপরি নিরাদর করি।
অনন্য ভজনে মোর রহে চিত্ত ভরি॥
সকল মানের বালাই সু তুচ্ছ করিয়া।
অনন্য বিশ্বাসে মোর রহে সরসিয়া॥
স্বর্গ নরক ধর্ম্ম' না করি বিচার।
ভক্ত অনন্য মোর রহে সদা অবিকার॥
আমার ভরোস তাহার হয় পরাগতি।
বিন্দুমাত্র নাহি হেরে নিজ বল শক্তি॥

অনন্য ভকত মোর সদা সাধু শীল।
নির্ব্বন্ধন বালভাবে রহে সুখে অনাবিল॥
মধুর মোহন অতি তাহার চরিত্র।
সকল বিনোদ তাহার করে যে মোহিত॥
পিতা মাতা বিনা নাহি জানে সে অপর।
মোর কৃপা অবিরল সদা তাহার উঁপর॥

ভক্তের অনন্য ভাবে আমি সদা বশ।
ভক্ত সাথে আমি করি সুখ লীলা রস ॥
অনন্য ভকত তরে আমি সদা ধাই।
তার সাথে সঙ্গ করি আমি অতি সুখ পাই ॥
অনন্য ভকতে আমি সদা রক্ষা করি।
তার তরে সব ধর্ম্ম' আমি সুখে পরিহরি ॥

অনন্য শ্রীনাম রত মোর ভকত সুন্দর।
সব ভূতে দেখে মোরে নাহি জানে পর ॥
অনন্য ভকত মোর শুন পবন কুমার।
শ্রীনাম জাপক ভক্ত মোর সুপ্রিয় উদার ॥
শ্রীনাম জাপক ভক্ত মোর ভজনীয়।
কহিলাম মোর স্বভাব সদা গোপনীয় ॥
শ্রীনাম প্রভাব জানে মোর ভকত উদার।
অতি গূঢ় চরিত তার সুদিব্য অপার ॥
শ্রীনাম জাপক সন্ত সাধু শিরোমণি।
অনন্য ভজন ধাম প্রেম সরসিত খনি ॥
শ্রীনাম জাপক ভক্ত অতি প্রিয় মোর।
কহিতে না পারি আমি তার প্রেম ডোর ॥
সকল বিষয় ত্যজি রটে মধুময় নাম।
বিমল সুখের ধাম জয়, জয় সিয়ারাম ॥

অনন্ত কল্যাণ ধাম সাকার সগুণ।
আমার চরিত বোঝে ভকত নিপুণ ॥

কলিরাজে নামাধার সগুণ উপাসনা।
মরীচিকা সম হয় নির্গুণ সাধনা॥
শুন কপিরাজ মোর অতি প্রিয় দাস।
সত্যের স্বভাব কহি আর তার বিচিত্র বিলাস॥

ওঁকার প্রণব বিন্দু দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
শাশ্বৎ সত্যের রূপ কহে বেদ চতুষ্টয়॥
সত্য যুগে ধ্যান পরা অখণ্ড অমল।
কামাদি রহিত মন বীর্য্য অবিকল॥
নির্গুণ ব্রহ্মের সাধন সত্যের আধার।
কলিতে মিলি না তার কিঞ্চিৎ ব্যাপার॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
কলির স্বধর্ম্ম হয় অতি বলবান॥
কলির মানব মন সদা রিপু দাস।
নির্গুণ ব্রহ্মের সাধন দিব্য পরিহাস॥
কলিতে কেবল নাম মুদিত অপার।
ব্রহ্মের বিমল রূপ দিব্য সুখাধার॥
কর্ম্ম নহে জ্ঞান নহে—নহে শুন বৈরাগ্য সাধন।
শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তন কলিতে মোর অনন্য ভজন॥

অনন্য ভকত মোর অতিশয় প্রিয়।
শ্রীনাম জাপক সাধু সদা রসময়॥
শ্রীনাম জাপক সন্ত সদা একরস।
বালক স্বভাবে রহি গাহে মোর যশ॥

ধ্যানাদি অন্তরঙ্গ ভজন কলির কভু না সাধন।
মধুময় নাম গান মম প্রকৃষ্ট ভজন ॥
জপ যোগ যজ্ঞ তপ ধ্যান সমাধি বিচার।
কলির শাসনে হোল অস্থি মাংস সার ॥
নাম গান লীলা পান আর সাধু সঙ্গ।
শ্রীধামে নিবাস করি বাড়ে রাস রঙ্গ ॥
জয় সিয়ারাম নাম সব ভব ভয়হারী।
সরস সুখের ধাম সদা মুদকারী ॥
শ্রীনাম আশ্রয়ে জীব লভে মম ধাম।
এই মম সার কথা কহিনু ললাম ॥

প্রভুর বচন সুধা অপূর্ব্ব চিন্ময়।
শুনি কপি ভাসে সুখে তবু তৃপ্তি নাহি পায় ॥
প্রভুর চরণ বন্দি কোটি দণ্ডবতে।
কহিল মরুৎ নন্দনে দীন বচনেতে ॥

ধন্য কৃপাধাম স্বামী চির আশ্রিত বৎসল।
তোমার সমান কৃপাল নাহি মিলে ভুবনে সকল ॥
তোমার করুণা কণা মোর পঞ্চ প্রাণ।
শ্রীনাম গাহিতে শিখাও করিয়া অমান ॥
কহি রাম সিয়ারাম জয় জয় রাম।
প্রেমেতে অবশ হ'লো কপি সুখধাম ॥
পুলকিত তনে চলে অঞ্জনি নন্দন।
প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম করি সু বন্দনে ॥

শুনিয়া শ্রীমুখ বাণী দাস সুখে ভাসে ।
বিগলিত দেহ মন প্রেমের বিলাসে ॥
কৃপাল স্বামীরে তবে কহে দীন দাস ।
অপর জিজ্ঞাসা মোর চাহি প্রভু করিতে প্রকাশ ॥

পরম উদরে স্বামী কহে সুধা স্নিগ্ধ বাণী ।
করহ প্রকাশ তব মর্ম্ম রস খনি ॥
তোমার বিমল প্রশ্ন সদা সুখময় ।
শুনিবার তরে মম চিত্ত সদা ধায় ॥

ষষ্ঠ প্রশ্ন

কহে দাস দীন বাণী প্রেম পুলকিত তনে ।
শ্রীবৈষ্ণবের গুণাবলী কহ প্রভু কৃপা বরিষণে ॥

শুনি সে দাসের প্রশ্ন অতি অনুপম ।
দীননাথ স্বামী কহে বাণী সুধা সম ॥
তোমার অমিয় কথা স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল ।
শ্রীবৈষ্ণব জনের হৃদয় সদা রসে টলমল ॥
শ্রীবৈষ্ণব সাধুর গুণ কে বর্ণিতে পারে ।
শ্রুতি শারদ শেষ আদি কহিবারে নারে ॥
ঐরূপ প্রশ্ন করে ভরত সাধু চূড়ামণি ।
তাহার উত্তর দেন শ্রীরাম রঘুমণি ॥

পরম পুলকে আজি তাহাই কহিব।
মতি অনুসারে মম তব বাঞ্ছা সু সাধিব ॥

কহেন শ্রীরাম কৃপাল ভরত সকাশে।
উত্তম শ্রীবৈষ্ণব গুণ মধুর বিলাসে ॥
উত্তম শ্রীবৈষ্ণব হয় অতি প্রিয় মোর।
মম নাম রূপ লীলা ধামের সুভোক্তা প্রবর ॥
শ্রীরাম ভরোস খাস আর নাহি কোন আশ।
আমার শরণে ধরে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
ভজন প্রসঙ্গে সদা রাখি চিত্ত মন।
বিমল আনন্দে করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
সৎসঙ্গ অতি প্রিয় রত সদা শ্রীনাম ভজনে।
সবাকার সাথে প্রীতি নিত্য স্বরূপ বিজ্ঞানে ॥
পঞ্চ রস পরাবিদ্যা ভেদ ভকতি বিজ্ঞেতা।
নেম নিষ্ঠা উপাসনা ধর্ম্ম আচরণে সদা সরসিতা ॥
নিষ্পাপ অভয় সদা প্রভুর রক্ষায় বিশ্বাস অতীব গভীর।
শরণাগত দীন অতি ভজন সুভাবে যোগী অতি
মতিধীর ॥
শ্রীতিলক কণ্ঠী ছাপ তুলসীর মালা আর যুগল মন্তর।
চিত্তের সু সন্তোষ ধরি একান্ত নিবাসে ভজে মোরে
নিরন্তর ॥
ভগ জাল মায়া জাল শ্রীনাম প্রতাপ বলে করিয়া সুছিন্ন।
পরমার্থ বাদী সাধু ভজন সুসঙ্গ ত্যজি নাহি মতি অন্য ॥

পরগুণ গ্রাহী সদা নিন্দা স্তুতি কহার না করে ।
সবার হৃদয়ে সাধু সদা মম রূপ হেরে ।।
কায় মন চিতে শুদ্ধ সদা ধর্ম্ম রত ।
শুভাশুভ সব কর্ম্মে কামনা বিগত ।।
রাগ দ্বেষ হীন সাধু অকাম অমান ।
সরস সুখের ধাম মোদময় ভজন নিধান ।।
ভজনানুকূল সঙ্গ সাথে করে সাদরে পিরিতি ।
প্রতিকূল বস্তু ত্যজে—কভু নহে নীতি ।।
স্বজাতির সাথে সাধুর অখণ্ড নিবাস ।
শ্রীগুরু পদ রজে করে প্রেম প্রীতি সুরতি বিলাস ।।
শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিব্য গুরু সম জানি ।
পরম সাদরে সেবে জোড়ি যুগ পাণি ।।
তুলসীর জল বিনা পানীয় ভোজন ।
উত্তম শ্রীবৈষ্ণব কভু করে না গ্রহণ ।।
উত্তম শ্রীবৈষ্ণব গুণ কিছু মতি অনুসার ।
কহিলাম সাধু শ্রেষ্ঠ ভরত গুণাগার ।।

মধ্যম বৈষ্ণব কথা কহি শুন দিয়া মন ।
উত্তম মধ্যম আর অধম ভেদে শ্রীবৈষ্ণবের হয়
তিন প্রকরণ ॥
মধ্যম বৈষ্ণব জনের চরিত যখন,যেমন ।
নেম নিষ্ঠা পালনে নাহি করে সুপ্রীতি তেমন ॥
কখন তিলক পরে কখন বা ভুলে ।
কখন বা ছিন্ন কণ্ঠী কণ্ঠ দেশে ঝুলে ॥

লোকলাজ ভয়ে সদা তিলকে লুকায় ।
শ্রীবৈষ্ণব বেশের মর্ম্ম নাহি সঠিক জানয় ॥
তিলক কণ্ঠী ধারণেতে বড় লাজ পায় ।
মন্ত্র জপে কভু নাহি সুরতি সঞ্চয় ॥
কভু বা ভজন রসে কভু রহে প্রতিকূল সঙ্গে ।
কভু চলে মনমুখী কভু মাতে রস রাজ রঙ্গে ॥
হৃদয়ে ধরে না কভু ইষ্টে সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
যেথা যায় সেথা হয় সেই সঙ্গ দাস ॥
অভক্তের কার্য্য করি মোর ভক্ত হ'তে চায় ।
আমার স্বরূপ জ্ঞান সে কভু নাহি পায় ॥
কখন আমার প্রসাদ ভক্তি ভরে পায় ।
কখন আবার পুনঃ মোরে ভোগ নাহি দেয় ॥
কখন বা তুলসী সহ কভু বিনা তুলসীতে ।
মধ্যম শ্রীবৈষ্ণব কয়ে ভোজন হরষেতে ॥

অধম বৈষ্ণব জনের কহিব লক্ষণ ।
শুন সাধু শিরোমণি কৈকেয়ী নন্দন ॥
অধম বৈষ্ণব জনের গুরু হয় সু চঞ্চল মন ।
যেমন তাহার গতি সে করে তেমন ॥
শ্রীতিলক কণ্ঠী ছাপের কহে কিবা প্রয়োজন ?
সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু কহে মন মহাজন ॥
মনমুখী আচরণ—শ্রীবৈষ্ণব সদগুরু হীন ।
অধম বৈষ্ণব জন সদা কপট মলিন ॥

অধম শ্রীবৈষ্ণব বচন শুন গুণাগার ।
যাহার আশ্রয়ে জীব লভে দুঃখ কঠিন অপার ॥
ভক্তির রহস্য গতি কিছু নাহি জানে ।
ভক্তির উপায় কহে নিজ মন মুখী জ্ঞানে ॥
ভক্তির প্রথম দ্বার মোর পঞ্চ সংস্কার ।
সদ্‌গুরু হ'তে নাহি কভু করিবে আধার ॥
মন মুখী হটবাদী অতি বিমুখীন ।
মদ মানে রত সদা বিদ্যা জ্ঞান সত্ত্ব বিহীন ॥

মনে মনে সেবা পূজা ভজনের প্রকৃষ্ট উপায় ।
মনতে তিলক কণ্ঠী শ্রীযুগল মিলন সহায় ॥
বহিরঙ্গ সেবা ভজন শুধু যোগ্য উপহাস ।
না জানে ভজন মোর ও বিচিত্র বিলাস ॥
সৎ সঙ্গে শুনে না কভু সাধুর উপদেশ ।
সাধুরে শুনায় বহু তত্ত্ব-জ্ঞান বিশেষ ॥
শ্রীগুরুর আশ্রয বিনা নিজে হয় বড় গুরু ।
সকল ভজন বিঘ্নের হয় তাহা হ'তে সুরু ।

সাধু সন্তের সেবা সে-কভু নাহি করে ।
সব প্রকার রত মান হীন বুদ্ধি ধরে ॥
গ্রন্থ পাঠ করি শুধু জ্ঞান দরশয় ।
অনুভব ভজন বিনা জ্ঞান কভু কি হয় ?
দেহ ধর্ম্মী গৃহ মেধী কলুষ কঠিন ।
যুগল ভজন রসের সদা পরশ বিহীন ॥

এইরূপ মনমুখী শ্রীবৈষ্ণব বহু কলি কালে।
আপনার ধর্ম্ম নাশি অন্যে ঠকায় অবহেলে॥
মনমুখী শ্রীবৈষ্ণব সদা গতিহীন।
চুরাশীতে ঘুরে শুধু হ'য়ে দুখে লয়লীন॥
সংক্ষেপে কহিনু তিন বৈষ্ণব প্রকার।
কী জিজ্ঞাস্য আছে তব কহ প্রিয় ভরত গুণাধার॥

শুনি সে প্রভুর বাণী অমিয় সমান।
ভরিল অমিত সুখে ভরত পরাণ॥
বার বার বন্দি নীল চরণ কমল।
কহিল ভরতলাল সু সন্ত সরল॥

সপ্তম প্রশ্ন

কহ স্বামী রঘুনাথ পুনীত পাবন।
কে পাপী নরকযোগ্য কিবা হয় তার ভজন ?
কে হয় স্বরগগামী করি সুকৃতি সঞ্চয় ?
কে লভে তোমার ধাম শ্রীসাকেত সুখময় ?
বিশদ করিয়া প্রভু কহ এ তিন প্রকার।
কারণ রহিত স্বামী অকাম উদার॥

শুনি সে ভরত কথা প্রেম সরাসত।
শ্রীরাম আনন্দকন্দ হোল পুলকিত॥

বার বার প্রশংসিয়া ভরতে উদার।
কহেন জগৎ পতি রাম রসাধার॥
শুন সাধু চূড়ামণি ভরত সুন্দর।
কহিব গোপন কথা মোর মতি অনুসার॥

পাপী পাপ কর্ম্মরত সদা নরক নিবাসী।
চুরাশী চক্করে ভ্রমে সদা দিবানিশি॥
ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্ম করি লভে সুরলোক।
দীন উপাসক মোর লভে ধাম শ্রীসাকেত বিশোক॥

পাপীর লক্ষণ কহি শুন দিয়া মন।
মানব সুতন ধরি করে পশু আচরণ॥
কায় মন বাক্যে সদা হয় পাপরত।
সাধু সন্তে দেয় পীড়া অযথা সতত॥

পাপীর দ্বিবিধ প্রকার জ্ঞানী ও অজ্ঞানী।
দুজনেই পাপময় লভে নীচ যোনী॥
জ্ঞানী পাপী নিন্দা করে মোর সগুণ স্বরূপ অমল।
নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ—সত্যসদা অনীহ অকল॥

মোর নির্গুণ সগুণ রূপের নাহি পরিচয়।
বাক্য জ্ঞান ফাঁদে পড়ি লভে দুষ্ট অধিক সংশয়॥
সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় সদা তমোময়।
আপনি যা নাহি বুঝে তা অপরে বুঝায়॥

মোর নাম রূপ লীলা ধাম সুখদ অপার।
জ্ঞানী পাপী নাহি মানে মূঢ় অবিচার॥
শ্রুতি পন্থা মানে নাকো নাহি মানে পুরাণ ইতিহাস।
গ্রন্থ পাঠ করি শুধু মনে করে লভিনু আকাশ॥

অর্থবাদ করি করি পড়ে তমঃ কূপে।
নয়ন বিহীন কভু দেখে কি মোর আনন্দ স্বরূপে?
মোর নাম রূপ লীলা ধাম জানে মুনি সরস উদার।
সগুণ স্বরূপ মোর সুখধাম অনূপ অপার॥

সগুণ নির্গুণ উভয় স্বরূপ মোর বেদের বচন।
সগুণ ভজনে মোর জ্ঞানী পাপী নিন্দে অনুক্ষণ॥
লোক মান প্রতিষ্ঠা হেতু দুষ্ট সোহহং বাদী।
কপট মলিন মতি অন্ধ কুবাদী॥

ভোগ বিষয় রত মদ মানে লীন।
কভু না আচরে ধর্ম্ম সদা হরি বিমুখীন॥
মন মুখী কথা কয় বিনা কোন সাধন ভজন।
হৃদয় মলিন অতি রত সদা দুষ্ট আচরণ॥

সোহহং—হংস—সদা মুখে শুধু কয়।
নানারূপ ইন্দ্রিয় সেবায় সদা রত রয়॥
মম ভক্ত সাথে করে কুতর্ক বিবাদ।
মন মুখী জ্ঞানী পাপী লভে সদা দুঃখ বিষাদ॥

শ্রীবৈষ্ণব বেশ দেখি জ্বলে মহাতাপে ।
পাপ কর্ম্ম করিতে কভু হৃদয় না কাঁপে ॥
নামহীন রূপহীন কহে মূঢ় ব্রহ্মের স্বরূপ ।
লীলা ধাম হীন ব্রহ্ম সর্ব্ব রস হীন অনূপ ॥

এই রূপে লোক মাঝে করে নিত্য জ্ঞানের বিচার ।
কপটী কুদম্ভী কলুষ মদমানরত সু অপার ॥
জ্ঞানী পাপীর সঙ্গ সদা অতি দুঃখময় ।
না জানে ভজন মোর নাহি জানে মোর স্বরূপ সুখময় ॥

অজ্ঞানী পাপীর লক্ষণ কহিব এবার ।
চরিত তাহার অতি কুটিল দুখাগার ॥
রাক্ষস প্রবৃত্তি রত আচরণ অসুর ভয়ঙ্কর ।
দুর্নিবার স্বভাব ঘোর যথা হয় নিশাচর ॥
হরিপদ বিমুখীন সদা অবিচারী ।
নীচ কর্ম্মে রত সদা সাধু নিন্দাকারী ॥
হিংসা পরমো ধর্ম্ম এই জ্ঞান সার ।
পরতিয়গামী আর ধরে মতি মন্দ অতি ছার ॥
মদ মাংসাদি প্রিয় লম্পট তস্কর ।
জড় ধর্ম্মী উৎকট লোভী অতি ঘোর ॥
শ্রীতিলক কণ্ঠী দেখি করে নিন্দাবাদ ।
মোর ধর্ম্মে সদা কহে কুকথা কুবাদ ॥
মোর ভক্তে গালি দেয় কহে কটু বাণী ।
নাম গানে বিঘ্ন করে দুষ্ট মদমানী ॥

উদর পুরণ হেতু ধরে শ্রীবৈষ্ণব বেশ।
কার্য্য শেষে বৈষ্ণব জনে দেয় বহু ক্লেশ॥

শুন নারদ ভক্ত প্রিয় বিচার আমার।
যাহার সু জ্ঞানে খুলে হৃদয় আগার॥
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী পাপী হরি বিমুখীন।
ঘোর নরকে পশি রহে দুঃখে লয়লীন॥
কুকর্ম্ম রত পাপী হেতু রচিয়াছি নরক মহান।
যেথায় নিবাস করি জন্মে পুনঃ ধরি তনু শূকর শ্বান॥
নরতনু লাভ করি যে না ভজে মোরে।
তার তরে রচিয়াছি দুঃখ ভারে ভারে॥

সাবধান মতি ধীর শুন মম প্রিয়।
মানব জনম সার সত্য অতিশয়॥
সুদুর্লভ নর তনুর মহিমা সু ভারি।
শ্রীজানকী কৃপার দান দেখ হে বিচারি॥
কহিছে পুরাণ বেদ আর ইতিহাস।
চুরাশীতে নাহি মিলে নর তনুর বাস॥
জীবন যতন ভেদে জীবের হয় চারি রূপ।
অণ্ডজ পিণ্ডজ স্বেদজ ও স্থাবর অনুপ॥
পুনঃ প্রতিটি যোনীর মাঝে অনন্ত সুভেদ।
অনন্ত সংস্কার কারণ কহে বুধ বেদ॥

চুরাশী লাখ যোনী কহি শুন নারদ সহিত সুমন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যাহা হয় অগণন।

স্থাবর বৃক্ষাদির মান হয় বিশ লক্ষ।
জলজের সংখ্যা শুন হয় নব লক্ষ ॥
জলজ স্থলজ যাহা তাহা এগার লক্ষ।
পশুগণের যোনী শুন হয় ত্রিশ লক্ষ ॥
চুরাশী লাখ যোনীর এই খাস পরিমাণ।
হরেক যোনীর মাঝে পুনঃ ভেদ বর্ত্তমান ॥

এ সকল ভোগ যোনী কহে বুধগণ।
গতাগতির নাহি শেষ দুঃখ অগণন ॥
ভোগ যোনীর অন্তে মিলে নরতনু সার।
শ্রীরাম কৃপার কণায় হয় তবে কর্ম্মে অধিকার ॥

নরতনু কর্ম্মযোনী নহে ভোগ যোনী।
সন্তগণ কয় যারে ভজন সুযোনী ॥
নরতনু লাভ করি যে মজে ভোগ বিলাসে।
ভুলিয়া আপন পণ প্রভুর সকাশে ॥
"সকল ভোগের বিলাস সুতুচ্ছ করিয়া।
ভজিব তোমায় হরি চিত্ত সমর্পিয়া ॥"
অশেষ দয়াল হরি জীবে দয়া করি।
সুখের ভজন তনু দেন প্রেম ভরি ॥

সকল যোনীতে মিলে ভোগের বিলাস।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর ভয় ত্রাস ॥
এ সকল মিলে সদা বিবিধ যোনীতে।
আমার ভজন রয় শুধু মানব হৃদিতে ॥

সুখের ভজন ত্যজি যে মজে বিষয় ভোগের বিলাসে।
আত্মহন্তা কয় তারে বেদ পরিভাষে॥
বিষয় ভোগ করিবারে নহে নর তনু।
নর মাঝে সেই হেতু সুবিবেক দিনু॥
বিবেক বিচার করি চলিবে যে জন।
আমার ভজনে সে হ'বে এক মন॥
আমার ভজন সদা নির্দ্বন্দ্ব অকাম।
অবিরল সুখধারার হয় নিত্যধাম॥

কেহ বা কপট জ্ঞানী মোর নির্গুণে ভজনে রত।
সগুণ বিরোধী হ'য়ে হয় আনন্দ বিগত॥
শুন ভরত গুণাগার রহস্য আমার।
সগুণ সুখদ প্রিয় সুদিব্য আধার॥
সগুণ ভজন ছাড়ি যে করে নির্গুণ ভজন।
সে হয় কপট অতি দুষ্ট মতি মন॥
দুঃসাধ্য নির্গুণ ভজন এই কলিকালে।
সগুণ ভজন মোর অতীব রসীলে॥
কেহ বা অজ্ঞানী পশু সদা ইন্দ্রিয়াচারী।
নীচ যোনীর লহে গতি ভ্রষ্ট দুরাচারী॥

শুন হে ভরত প্রিয় পাপীর নিশ্চিত লক্ষণ।
আমার ভকতি সুধা ভাল নাহি লাগে বিলক্ষণ॥
কণ্ঠী তিলক আর মধুময় নাম সিয়ারাম।
ভাল নাহি লাগে পাপীর আর মম লীলা-ধাম॥

নারী কিংবা পুরুষ যে সদা পাপরত।
কভু না লাগে ভাল আমার চরিত ললিত॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু পাপীর লক্ষণ।
কহিব অপর কথা শুন ধীর কৈকেয়ী নন্দন॥

সুকৃতী ধর্ম্মাত্মা জন যায় স্বর্গলোক।
তীর্থ ব্রত দানাদি করি সাধি তপ যোগ॥
তাহার লক্ষণ কিছু কহিব এবার।
যাহা সেবী পায় প্রাণী স্বর্গে অধিকার॥
ধর্ম্মাত্মা সুকৃতশালী সত্য কহে সদা সুবিচারী।
নীতি পথে দৃঢ় অতি শুভ গুণ হয় প্রিয় ভারি॥
বিধিবৎ তীর্থ দান করে যে বিবিধ প্রকার।
হিংসা মদমান ত্যজে জানি দুখাগার॥
শ্রীতিলক কণ্ঠীধারী সন্ত সাথে করে সুখসঙ্গ।
বিপ্র সাধু গুরু পদে ধরে সদা প্রীতির সুরঙ্গ॥
শুদ্ধ কায় চিত্ত মন ভোজন বিমল।
গৃহ দ্বার সুনির্ম্মল বেশভূশা সদা স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল॥
শাস্ত্র পুরাণ শ্রুতি শুনে দিয়া চিৎ মন।
নানারূপ সাধনের করে শুভ আচরণ॥

পুষ্করাদি পূত কর্ম্ম করে হরষিত মনে।
বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান অন্নদান করে অন্নহীনে॥
অভক্ষ্য অমল মদ কভু করে না গ্রহণ।
[illegible]রত ধর্ম্মশালার করে অনুষ্ঠান॥

সকলের প্রিয় সদা অতি রসময়।
সন্তোষ শুচি ও দয়ার নিকেত সুখময়॥
ভজন ভাবনা রত অকাম অমানী।
সুখকর নীতিপ্রদ কহে সুখময় বাণী॥
শিব বিধি বিষ্ণু গণপতি ভাস্কর।
উপাসক পঞ্চ দেবের আর অনল পূতিকর॥
সব দেব দেবীর গুণগান করে বসুযাম।
এমন সুকৃতশালী যায় সুরধাম॥

আচরি শুভ কর্ম্ম অযুত ভূরিভাগ পায স্বর্গবাস।
সুকৃত অন্তে পুনরায় চুরাশীতে ভ্রমি লভে দুখত্রাস॥
গতাগতি নাহি যায় নাহি মিটে কঠিন সুক্লেশ।
সেই হেতু বিচারশীল স্বর্গ তরে করে নাকো
সুযত্ন বিশেষ॥
স্বর্গ নরক প্রদ দুখ কভু নহে ভ্রম হীন।
শান্তি সুখ স্বল্প সেথা মদমান মায়ার অধীন॥
সুকৃত যদ্যপি অপার কভু নহে অন্তহীন সুখ নিধান।
শাশ্বৎ সুখের সেতু শুন প্রিয় মোর নাম জয়গান॥
শ্রীনাম ভজন মোর শ্রেষ্ঠ সুখ ধাম।
অচিন্ত্য চিন্ময় গতির দাতা নাম আপ্তকাম॥
গতাগতি ছিন্ন করে ভিন্ন হয় হৃদয় বন্ধন।
সত্যসার নিত্যকাম সরসিত শ্রীনাম ভজন॥
স্বর্গ নরক দুখপ্রদ জানি মম ভক্ত।
তৃণবৎ ত্যাগ করি শ্রীনাম ভজনে হয় [illegible]

তাহার লক্ষণ কিছু কহি মতি অনুসার।
অনন্য ভক্তের গুণ হয় সুদিব্য অপার॥

শুভাশুভ সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভার ফেলি।
মম গুণ গান রত পাপপুণ্য ভ্রমপ্রদ সঙ্গ অবহেলি॥
শ্রীবৈষ্ণব বেশধারী সরস সুখধাম।
পুলকিত তনে রটে সদা সিয়ারাম॥
লোক সমাজ ভয় আর যত জঞ্জাল অসার।
মোর নাম-রূপ লীলা-ধামের সদা করে সুবিচার॥
মন কর্ম্ম চিত্তে ধরে আমার রক্ষায় বিশ্বাস।
জীবন যাপন হেতু অন্য পরে নাহি রাখে আশ॥
আমার অনন্য ভক্ত শুচি মতি ধীর।
সদা প্রসন্ন আপ্তকাম ভক্তি পথে সতত গভীর॥
ভজনে অনন্যতা যবে আসে অবিরল।
জ্ঞান ভকতি ভাব হয় সহজ সরল॥
অনন্য ভজন মোর সব সুখদাতা।
যাহা লাগি ভজে মোরে বিষ্ণু শংকর বিধাতা॥
হৃদয়ে অনন্যতা যবে সরসায়।
সকল ভজন সুখ হয় চিকণায়॥
অনন্য ভজন বিনা নাহি সুখ অবিরল।
বহু ধর্ম্ম পালনে হৃদয় হয় না সরল॥
সরল সরস হিয়া মোর ভজন সুধাম।
সতত সেথায় মোর সুখের বিশ্রাম॥

আমাতে আসক্ত হৃদয় অন্য নাহি জানে।
কভু নাহি রুচে তাহার অন্য দেবতা ভজনে॥
অনন্য ভক্তের প্রিয় গতি মতি বাণী।
আমার পরম প্রিয় সদা সুখদানী॥

অনন্য ভকতে যে করে নিন্দাবাদ।
সে লভে আমার কোপে অতীব বিষাদ॥
অনন্য ভকতে মোর যে সেবে অনুরাগে।
শত সুরধেনু সম তার সুখ লাগে॥
যে অনন্য ভক্তের মোর করে সেবন ভজন।
গোষ্পদ মত সে তরে ভব ভয় সুদৃঢ় বন্ধন॥
আমার রহস্য ভেদ জানে মোর ভক্ত।
সেই হেতু আমি সদা তার অনুরক্ত॥
আমার অনন্য ভক্তের বাণী সু-প্রমাণ।
সকল সত্যের সার বেদ শ্রুতির প্রমাণ॥
হৃদয়ে অনন্যতা বিনা সুখময়।
মোর ভক্ত নামাধিকারী কভু নাহি হয়॥
ভজনে অনন্য যে সে মোর ভক্ত।
তাহার যোগক্ষেম বহি আমি যে সতত॥
পণ্ডিত পড়ি পড়ি বহু সু শাস্ত্র পুরাণ।
নিজ মতবাদ রচে সদা সহিত অভিমান॥
না জানে আমার সুখ নাহি জানে মোর গতি।
না জানে অনন্য ভজন হট মূঢ়মতি।

অনন্য ভজন মোর হয় শ্রীযুগল রতির বিলাস।
অনন্য জাপক কাছে আমি তাহা করি সুপ্রকাশ॥
অনন্য ভজন বিনা হৃদে ভক্তি নাহি উপজয়।
সরস সুভক্তি মোর ভাঙ্গে সব সংশয় ভয়॥
মোর শ্রীতিলক কণ্ঠী নাম অনন্য ভজন সহায়।
যাহা বিনা ভক্তি নাই করি মরি সু কোটি উপায়॥

মোর অনন্য ভকত চরণ সেবি কায় মনে।
জীব লভে ভাব ভক্তি পুলকিত তনে॥
সন্ত অকাম প্রভুর আদেশ শিরে ধরি।
জয় সিয়ারাম নাম ভজে উচারি উচারি॥
হিয়ার কলুষ কাটে মম নামগুণ গানে।
অনন্যতা অঙ্কুরিত হয় হৃদয় কাননে॥
অনন্য ভজন লতা যবে মেলে ফুল দলে।
অকাম সন্তোষধী তবে লভিবে যুগলে॥
অনন্য সুভক্ত মোর হয় মোর শিরোমণি।
তাহার সুসঙ্গ লভি আমি মোর ভাগ্য ধন্য মানি॥
অনন্য ভকত চরিত মন বাণী পার।
সংক্ষেপে বর্ণিনু তাহার চরিত মম মতি অনুসার॥

শুনিয়া প্রভুর কথা অতি গুহ্য রহস্য অপার।
ভাসিল ভরত সুখে অন্তহীন আনন্দ মাঝার॥
ধন্য ধন্য মানি ভাগ প্রভুপদ করি সুবন্দন।
নিজ ধাম ধায় ভরত আনন্দ মগন চিৎ মন॥

ভরত-শ্রীরাম সংবাদ মহা সুখকন্দ ।
কহিলেন সুস্বামী মোর প্রেম পরানন্দ ॥
পরম সরস বার্ত্তা মোদময় সুদিব্য অপার ।
শুনি যাহা কাটে মায়া মোহ কারাগার ॥
অকাম সুস্নিগ্ধ স্বামীর শ্রীচরণ বন্দিয়া ।
কহিলাম অতঃপর প্রশ্ন মোর ছল কপট ত্যজিয়া ॥
প্রভুর চরণ প্রান্তে করিনু মিনতি ।
হে দেব সর্ব্বজ্ঞ স্বামী মোর পরাগতি ॥

অষ্টম প্রশ্ন

শ্রীযুগল সীতারামের কি হয় সম্বন্ধ স্বরূপ ।
কৃপা করি কহ নাথ সত্যধাম বিমল অনুপ ॥

কাতর দাসের প্রশ্নে প্রভু হরষিত ।
কহিলেন বেদবাণী প্রেম সরসিত ॥
পরম সরস তব প্রশ্ন সুকুশল ।
সুখমূল প্রেম পরা শ্রীভজন যুগল ॥
সীতা রামেব সম্বন্ধ দিব্য মধুময় বিচিত্র অনুপ ।
যাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানে মিলে মহা সুধা কূপ ॥

তোমার জিজ্ঞাস্য শুন অতীব প্রাচীন ।
যুগে যুগে এই প্রশ্ন হয় পুনঃ একান্ত নবীন ॥

একদা দেবর্ষি নারদ সুখধাম শ্রীরঘুনন্দনে ।
এইরূপ প্রশ্ন করেন পরম দীনার্ত্ত বচনে ॥
তাহার সু সুখ হেতু শ্রীরাম করেন বরিষণ ।
শ্রীযুগল সম্বন্ধ প্রিয় প্রেম রসের দিব্য প্রস্রবন ॥
সেই দেবর্ষি-শ্রীরাম সংবাদ কহি মতি অনুসার ।
চিৎ মন দিয়া শুনি লভ মোদ সুদিব্য অপার ॥

কহেন সুস্বামী তবে শ্রীযুগল সম্বন্ধ অনুপ ।
যাহার বিমল রসে সদা ভাসে শ্রীযুগল স্বরূপ ॥

শ্রীরাম কহেন সুখে দেবর্ষি নারদে ।
শ্রীযুগল সম্বন্ধ সুখ ভরা মহা মোদে ।।
শুন নারদ মতি ধীর ভজন রসিক ।
সীতা রাম সদা এক পরিপূর্ণ রসের প্রতীক ।।
শ্রীযুগল সম্বন্ধ অমল বিচিত্র মহান ।
সর্ব্বরস পর সে যে অনুগম করুণা নিধান ।।
শেষ শ্রুতি পুরাণাদি যার অন্ত নাহি পায় ।
ভজন রসিক চিতে তাহা স্বতঃ প্রকাশয় ॥
মন বাণী পার সে যে রসতম সত্য ।
শ্রীযুগল সম্বন্ধ দিব্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিত্য ॥
উপমা সহিত করি যুগ সম্বন্ধ নিরূপণ ।
পরম সত্যের রূপ কভু না যায় বর্ণন ॥

ভোজনে যেরূপ স্বাদ তৃপ্তি সদা রয় ।
জনকনন্দিনী সাথে মোর তথা নিত্য পরিচয় ॥

অবিবেকী মাঝে যথা দেহে আত্ম জ্ঞান।
সিয়ার মাঝেতে তথা শ্রীরাম সুজান॥
সাধুতে ভজন যথা জ্ঞানে সু বিরাগ।
শ্রীরাম হৃদয় সরে সিয়া সুদিব্য কমল পরাগ॥
প্রেমেতে সুত্যাগ যথা সংসারে সু স্বার্থ।
রাম সিয়া সদা এক দিব্য জ্ঞান পরমার্থ॥
নারী মাঝে যথা হয় ভয় অবিবেক ও চপলতা।
সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সদা এক রাম আর সীতা॥
সংগীতে সুরাগ যথা গল্পে সু কল্পনা।
রাম সীতা সদা এক কভু ভিন্ন না॥
অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গ যথা ব্যাপ্ত সব ধার।
রামের আধার সীতা—রাম সীতার আধার॥

নাম মাঝে রূপ যথা সুধামেতে লীলা।
রাম সীতা সদা এক—অদ্বৈত অকলা॥
মেঘ মাঝে বারি যথা প্রকৃতিতে শোভা।
শ্রীরাম জানকী সীতা সেইরূপ এক মনলোভা॥
শ্রীগুরু মাঝারে যথা সর্ব্ব জ্ঞান সদা ব্যাপ্তময়।
সীতা রাম সদা এক কভু ভিন্ন নয়॥
ভেদাভেদ তত্ত্ব যথা হয় মন বাণী পার।
সেইরূপ সীতারাম এক অদ্বৈত রসাধার॥
ভেদেতে অভেদ যথা অভেদেতে ভেদ।
সীতারাম সদা এক বিনা কোন খেদ॥
মূঢ়জনে যথা হয় দম্ভ হট কপট সুমান।
সীতারাম সেই রূপ সদা এক রস'খান॥

পুত্র স্নেহে অন্ধ যথা হয় লঘু পিতা মাতা।
সেইরূপ সীতা রাম—রাম সদা সীতা ॥
বিপ্র মাঝে যথা জ্ঞান ক্ষমা অতিশয়।
সীতা মাঝে রাম সদা সীতা সদা রামময় ॥
জ্ঞান নদ যথা ধায় ভজন সরিতে।
দোঁহাকারে ভজে যুগল সুরাগ সুগীতে ॥
গৃহীতে সঞ্চয় যথা সতীতে পবিত্রতা।
শ্রীরাম সতত ভজে সিয়া সিয়া সীতা ॥

বন্ধুতে সুবিশ্বাস যথা কর্ম্মে কুশলতা।
ধীর মাঝে ধৈর্য্য যথা চরিত্রে সততা ॥
মন মাঝে লয় বিক্ষেপ সর্পে কুটিলতা।
শ্রীরাম জানকী সত্য সদা এক বিদ্যা পারমিতা ॥

জনকে দায়িত্ব যথা সুপুত্রে কর্ত্তব্য।
রাম মাঝে সীতা তদা মন পার বুদ্ধি অতর্ক্য ॥
বীজ মাঝে বৃক্ষ যথা শশ্মানে বৈরাগ্য।
সীতারাম এক রস নাই যে অনৈক্য ॥
শ্রীতিলক কণ্ঠী যথা সদা প্রেমময়।
সীতা রাম সদা এক কভু ভিন্ন নয় ॥
তনু সাথে ছায়া যথা দেহ মাঝে দেহী।
সেইরূপ সদা এক রাম ও বৈদেহী ॥
ভজনে সুভক্তি যথা রস ও আহ্লাদ।
সেইরূপ সীতা রাম সদা এক বিনা অবসাদ ॥

জলেতে তরঙ্গ যথা অগ্নি মাঝে তাপ।
রবিতে কিরণ যথা কালে পরিমাপ॥
বিদ্যাতে বিনয় যথা ফল মাঝে রস।
সীতারাম সদা এক দিব্য পরা রস॥
পয়ঃ মাঝে ঘৃত যথা পুনঃ ঘৃতে সরসতা।
সেইরূপ সীতার স্বরূপ রাম—রাম হৃদে সীতা॥
যোগীতে সুযুক্তি যেরূপ অখণ্ড অনুপ।
জনক নন্দিনী সাথে মোর নিত্য সম্বন্ধ সেরূপ॥

সরস ভজনে যথা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান।
সীতার হৃদয় সর নিত্য রামের নিধান॥
বীর মাঝে বীর্য্য যথা খল মাঝে ছল।
সীতারাম সদা এক পূর্ণ অবিরল॥
বাণী মাঝে অর্থ যথা মনে চঞ্চলতা।
সেইরূপ দুই দোঁহা সদা এক—রাম আর সীতা॥
রাম নামে সব ধর্ম্ম যথা কর্ম্মীতে সুকর্ম্ম।
রাম রস সীতারস সদা এক এই বুঝ মর্ম্ম॥
নৃপ মাঝে নীতি যথা নারী মাঝে মায়া।
সেইরূপ সদা এক রঘুনাথ সিয়া॥

তৃণে যথা সবুজতা যোগে কঠিনতা।
সীতা মাঝে রাম তথা রামে যথা সীতা॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি যথা রয় কল্পতরু মাঝে।
বজ্রে যথা শব্দ ঘোর ভয়ঙ্কর বাজে॥

সেইরূপ সীতারাম সদা একরস ।
শ্রীযুগল নাম গানে যথা হয় মোদ ও হরষ ॥
গুরু মাঝে দয়া যথা ঔষধে নিরোগতা ।
তথা সীতার স্বরূপ রাম রাম রূপ সীতা ॥
মায়েতে মাতৃত্ব যথা শিশুতে সারল্য ।
বিবাহ উৎসবে যথা সুরভিত মাল্য ॥
সংসার ক্ষণিক যথা জীবন নশ্বর ।
একরূপ হয় তদা সিয়া রঘুবর ॥
বস্ত্রে যথা সূত্র হয় যথা দেবতা মন্দির ।
কালেতে প্রবাহ যথা মুনিতে সুধীর ॥
কার্য্য মাঝে কারণ যথা সদা ব্যাপ্তময় ।
রাম মাঝে সীতা তথা সীতা সদা রামময় ॥

জ্ঞানেতে বিচার যথা ভজনে সুরতি ।
বস্তু মাঝে মূল্য যথা সখায় পীরিতি ॥
সীতা রাম গৌর শ্যাম সদা একতন ।
কভু না পৃথক জেনো দুয়ের সদা একমন ॥
গীতা মাঝে জ্ঞান যথা বেদে কর্ম্ম জ্ঞান উপাসনা ।
সেইরূপ সদা নিত্য রাম ও বিদেহ ললনা ॥
সীতার সুবিম্ব হয় রঘুনাথ কায়া ।
যেইরূপ হয় সীতা শ্রীরামের ছায়া ॥

সত্যে যথা নির্ভয়তা ধর্ম্মে যথা সুখ ।
দেহেতে সুরোগ যথা ভোগ মাঝে দুখ ॥

কৃপণে সুলোভ যথা চক্ষে যথা দৃষ্টি ।
রুদ্রে সংহরতা যথা ব্রহ্ম মাঝে সৃষ্টি ॥
সেইরূপ সীতা মাঝে রাম সদা অখণ্ড বিমল ।
রাম মাঝে সীতা তদা নিত্য অবিরল ॥
শিষ্যে যথা সেবকতা প্রেমে অধীরতা ।
শ্রীগুরু কৃপা মাঝে যথা ভক্তি সরসতা ॥
কবি মাঝে অনুভব যথা সদা স্নিগ্ধ হয় ।
সীতারাম সদা এক সর্ব্ব ব্যাপ্যময় ॥

পুষ্প মাঝে গন্ধ যথা জলে শীতলতা ।
চন্দ্র মাঝে সুধা যথা নামে পাবনতা ॥
অধর্ম্মে সুবিনাশ যথা মানেতে পতন ।
শ্রীনাম ভজনে লাভ যথা দুর্ল'ভ রতন ॥
সেইরূপ রাম নামের অর্থ সীতা-সীতা রামময় ।
রাম সীতা সদা এক কভু ভিন্ন নয় ॥

পাপেতে কলঙ্ক যথা হিংসা মাঝে জ্বালা ।
জগতে সুগতি যথা শ্রীযুগলেতে লীলা ॥
তিল মাঝে তেল যথা গুরু মাঝে জ্ঞান ।
সীতারাম সদা এক দিব্য করুণা নিধান ॥

সত্যে যথা ধ্যান যোগ ত্রেতায় সুকর্ম্ম ।
দ্বাপরে অর্চ্চন যথা মরমীতে মর্ম্ম ॥
কলিতে শ্রীনাম রটন যথা হয় দিব্য রস ।
সীতা মাঝে রাম তদা নিরবধি প্রেমেতে সরস ॥

দানেতে সন্তোষ যথা লোলুপেতে কাম।
সীতারাম সদা এক নিত্য বসুযাম ॥
প্রতিষ্ঠাতে মদ যথা অজ্ঞানেতে তম।
রাম মাঝে সীতা তদা দিব্য অনুপম ॥
আত্মজ্ঞানে মোদ যথা ভজনে আনন্দ।
যেই সীতা সেই রাম—নিত্যরস সিয়া রঘুনন্দ ॥

রাম নামে জ্ঞান দীপ যথা প্রকটিত।
সিয়া সাথে মোর তথা সম্বন্ধ অদ্বৈত ॥
অহিংসাতে প্রেম যথা সাধনে সুনিষ্ঠা।
সেবায় সুপ্রীতি যথা জ্ঞানে আত্মদ্রষ্টা ॥
সীতা মাঝে রাম তদা রাম মাঝে সীতা।
সুদিব্য ভজন রসের প্রেম সরসতা ॥

সীতা ছোট আমি বড় এই যার জ্ঞান।
অজ্ঞানী মলিন হৃদয় সদা রত মদমান ॥
সিয়ার সুতত্ত্ব জ্ঞানে রাম জ্ঞান হয়।
রাম তত্ত্ব জ্ঞান বিনা সীতার নাহি পরিচয় ॥

শুন নারদ মতিধীর কহি বিনা মান।
আমার গোপন কথা বেদ শ্রুতির সুপ্রাণ ॥
আমার সুপ্রাপ্তি তরে সীতার ভজন উপায়।
আমার মিলন শুভ সদা সীতার সহায় ॥
আমার প্রাণের প্রাণ জনক দুলারী।
আমার সুখের সুখ হয় সিয়া মনোহারী ॥

সিয়া বিনা রাম নাই রাম বিনা সিয়া ।
এক রসে মিলে যায় এই অভেদ দুই কায়া ॥
সীতার ভজন মোর অতি সুখময় ।
সিয়া সীতা মোর ধ্যান দিব্য রসময় ॥
সীতার মাধুর্য্য রস মোর অশন শয়ণ ।
আমার পরম মার্গ শ্রীজানকী অয়ণ ॥

শুন হে নারদ পুনঃ অতি গুপ্ত কথা ।
অনন্য সুরসিক বিনা কে বোঝে সরসতা ?
আমার অধিক গুণ সীতাতে প্রকাশ ।
ভজন রসিক সাধু ইহার জানিল বিলাস ।
মাধুর্য্য সুষমা আর ক্ষমা স্নিগ্ধময় ।
আমা হ'তে অধিক তাহা সীতা রসে রয় ॥
অনন্য ভজন ধাম শ্রীসীতার স্বরূপ ।
সীতার বিমল চরিত পরা প্রেমেতে অনুপ ॥
সীতার মাধুর্য্য রসের আমি নিত্য সেবা করি ।
সীতার করুণা কণা কিবা দিব্য আহা মরি ॥

জানকী সুকৃপা বিনা শ্রীযুগল ভজন ।
কভু নাহি হয় লাভ শুন মুনিধন ॥
জানকী কৃপার কণা যে লভিল হায় ।
পরা প্রেমে মগ্ন হ'য়ে ভজে সিয়া রঘুরাই ॥
সেই হেতু সুরসিক সন্ত সুসজ্জন ।
আমা হতে অধিক করে সীতার ভজন ॥

সিয়া সীতা ত্যজি যে মোর গুণগ্রাম করে ।
আমার করুণা হ'তে সে রহে সদা দূরে ॥
সীতা বিনা মোর ভজন কভু সিদ্ধ নহে ।
সীতার ভজন মাঝে মোর ভক্তি রহে ॥
প্রেমের অবধি সীতা ভজন সু-সার ।
ইহাই কহিনু নারদ মোর মতি অনুসার ॥
অপর জিজ্ঞাস্য নারদ কহ শুনিবারে চাই ।
তোমার সুসঙ্গে মুই পরানন্দ পাই ॥

শুনি সে মধুর কথা রসানন্দ কন্দ ।
ভজন রসিক মুনি প্রেমে হইল নির্দ্বন্দ্ব ॥
পরম সাদরে প্রভুর করি সু চরণ বন্দন ।
দেবর্ষি কহিল সুখে অতি দীনার্ত্ত বচন ॥

পরম দয়াল ঠাকুর চির সুখ ধাম ।
অনন্ত গুণের সাগর প্রভু সীতারাম ॥
তোমারে শুধাই স্বামী সর্ব্বজ্ঞ সরল ।
অজ্ঞানী অচেত পরে কর কৃপা অবিরল ॥

নবম প্রশ্ন

শ্রীগুরু আচার্য্য স্বামী পরম উদার ॥
শৃঙ্গারাদির নিত্য রসের দেন শিষ্যে সুসম্বন্ধ সার ॥

নিত্য রাসের মহলেতে জীবের কিবা নিত্য নাম ।
কেমনে জানিতে পারেন তাহা গুরু আত্মারাম ?
জীবের সু পরম গতি হয় নিত্যধাম ।
যাহা বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম সব হয় ব্যর্থকাম ॥
নিত্য নামে যুক্ত করি শ্রীগুরু শিষ্যে দেন পরা সুখধাম ।
কী রূপে শ্রীগুরু জানেন সেই নিত্য নাম ?
রসরাজ সম্বন্ধ বিনা নিত্য রসে নাহিক প্রবেশ ।
এইরূপ কহে সদা শ্রুতি শারদ শেষ ॥
এ আশ্চর্য্য কথা মন জানিবারে চায় ।
অধিকারী নাহি জানি মুই হীন নীচাশয় ॥
অশেষ করুণা ধাম প্রভু জগৎ প্রদীপ ।
নিজ গুণে জ্বালো হৃদে জ্ঞানের সু-দীপ ॥

শুনি সে দেবর্ষি বাণী দিব্য গন্ধময় ।
শ্রীরাম কৃপাল স্বামী প্রেমে হোল লয় ॥
নিত্যধাম সাকেতের রসভরা অনন্ত মহল ।
পুষ্পে গন্ধে রসময় নয়নেতে হোল ঝলমল ॥
নখ-শিখ শৃঙ্গারিত সুদিব্য অনন্ত ললনা ।
পবিত্র প্রেমের রূপ নির্ব্বিষয় কাম গন্ধ হীনা
শ্রীমিথিলা কিশোরী সাথে করে সু বিনোদ অমল ।
হেরিলেন প্রেম নেত্রে রাসেশ্বর রাম নীলোৎপল ॥

অতঃপর ধৈর্য্য ধরি কহিলেন প্রেম সমুজ্জ্বল ।
আচার্য্য চরিত কথা দিব্য জ্ঞান পরিমল ॥

কী রূপে আচার্য্য জানে মোর গুপ্ত সুরহস্য।
তোমা কাছে কহি আমি শুন প্রিয় শিষ্য ॥
অতীব অপূর্ব্ব কথা মন বাণী পার।
বেদ পুরাণ নাহি জানে ইহার দিব্য রস সার ॥
তুমি মোর ভক্ত প্রিয় দীন শরণাগত।
তোমার সকল সংশয় করি অপগত ॥

পরম সুদিব্য কথা প্রীতি-প্রেম দায়ক।
আশ্চর্য্য হয় না শুনি যারা রসিক নায়ক ॥
বিমল বিবেক হীন মূঢ়মতি জন।
না বুঝে সু মর্ম্ম ইহার পরিহাস করে অগণন ॥
হরি গুরু কৃপা বিনা বিমল বিবেক না হয়।
ইহাই সিদ্ধান্ত মত জানিও নিশ্চয় ॥
সাবধানে শুন প্রিয় কথা পরম রসাল।
তুমি মুনি মতিবীর রিক্ত মায়াজাল ॥

আচার্য্য সকল শুন আমার স্বরূপ।
তাহার মাঝারে রাখি তিন সুভেদ অনুপ ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী আর প্রেমী আচার্য্য মহান।
আচার্য্য মাঝারে ভেদ কহিল পুরাণ ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণের এ তিন আধার।
ভজন সংস্কার হেতু এ তিন বিচার ॥
কর্ম্মী তামসগুণী রজোগুণী জ্ঞানী।
সসাত্ত্বিক প্রেমী হয় অকাম অমানী ॥

কর্ম্মী গুরু জীবে দেন কর্ম্মের উপদেশ।
ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় কর্ম্ম করি সহিত সু-ক্লেশ ॥
ইহাই বচন প্রিয় কর্ম্মী গুরু কন।
যথাযথ নাহি বুঝে মোর বিমল ভজন ॥
বিপুল আয়াস আয়ু অর্থ করিয়া সু নাশ।
তামসী শ্রীগুরু মোর করে ভজন বিলাস ॥
কখন বা ভাবের সহিত জপি মন্ত্র ষড়ক্ষর।
আহুতি প্রদান করে সহিত সু অন্তর ॥
যোগযাগ পূজা পাঠ ব্রত মখ দানে।
কর্ম্মী শ্রীগুরু রত সদা মোর স্বভাব নাহি জানে ॥
পূজা পাঠ শেষে কভু রটে নাম সিয়ারাম।
কর্ম্মী শ্রীগুরুর ভজন সদা হয় স্বর্গকাম ॥

সকাম ভজনে কর্ম্মী করে অতি প্রেম।
অভিমানে দম্ভে মদে করি নিষ্ঠা নেম ॥
যোগযাগ কর্ম্ম করি বাড়ে অভিমান।
বাহিরে সু ভক্ত মোর ভিতরে অজ্ঞান ॥
শুন প্রিয় দেব ঋষি মোর স্বভাব সরল।
তোমা কাছে কহি মোর গোপ্য চরিত সকল ॥
অনন্য সুভক্ত কাছে মোর চরিত সুদিব্য রসাল।
যাহার স্মরণ সুখে ভক্ত মোর কাটে মায়াজাল ॥

মদ মান ভরা চিত মোর নাহি ভাল লাগে।
সেথায় মোদের নিবাস যে ভজে সদা প্রেম-অনুরাগে ॥

দ্বিতীয় আচার্য্য জানি রজোগুণী জ্ঞানী।
বিধিবৎ শাস্ত্রমত করে মোর ভজন পাবনী॥
সুরম্য ভবন মন্দির করি সুস্থাপন।
বিচিত্র বিলাসে তাহা করে বিভূষণ॥
মোদের যুগল মূর্ত্তি সযতনে আনি।
দীপ ধূপ ভোগ রাগে পড়ে বেদ-বাণী॥
ঝুলন, বিবাহ, জন্ম আর দোল সু-উৎসব।
শাস্ত্রবৎ পালে জ্ঞানী করি মোর স্তুতি-স্তব॥
বেদের মর্য্যাদা আর কৌলিন্য সুধর্ম্ম।
কখনও করে না ভঙ্গ জ্ঞানীর কোন কর্ম্ম॥
ধন-ধাম-সুত-দার-সাথে নিবসি ভবনে।
জ্ঞান মার্গী গুরু মোরে ভজে সুযতনে॥

বিধিবৎ মন্ত্র জপ করি তিলকাদি অঙ্গে।
শাস্ত্র পাঠ করে জ্ঞানী বসি সাধু সঙ্গে॥
পূজা পাঠ শেষে করে আরতি প্রার্থনা।
মোর কাছে যুগ্ম করে চাহে কৃপা কণা॥

সখ্য দাসাদি রসের-সাধক জ্ঞানী রজোগুণী।
বর্ণাশ্রম স্বধর্ম্ম রত নহে যে অমানী॥
মোর সাথে জ্ঞানী গুরু রচে ভেদের প্রাচীর।
সুদূরে রাখিয়া মোরে ভজে মতিধীর॥
দাস সখাদি ভাবে স্বাতন্ত্র্য না যায়।
'তুমি' 'আমি' ভেদ সেথা সদা রহে হায়॥

আমার মন্ত্রের জপ আর রটে মম নাম।
বিধিবৎ মোর ধামে রহে বসুযাম॥
লোক মতে বেদ মতে করে পূজা পাঠ।
অঙ্গে অঙ্গে ধরে মোর শ্রীবৈষ্ণব ঠাট॥
আমার সগুণ ভজন জ্ঞানীর আধার।
তাহা পুনঃ বিধিবৎ সহিত বিচার॥
কখনও অনন্য ভাব কখন বা হয় মনমুখী।
আচরি সুরীতি ধর্ম্মনীতি মনে করে সুখী॥
যখন অনন্য ভাব দেখি তার হৃদে।
সেথায় নিবাস করি মোরা পরম আহ্লাদে॥

কখনও বা মদ মানে নিজ জ্ঞানের করে যে প্রচার।
আমায় আশ্রয় তখন জ্ঞানীর না হয় আধার॥
এইরূপ জ্ঞানী গুরুর পূর্ণ বিশ্বাস কভু নাহি রয়।
সংসার প্রপঞ্চ সাথে করে মোর ভজন সুখময়॥
ধর্ম্ম রাখি কুল রাখি—রাখি সু প্রতিষ্ঠা মান।
শ্রীযুগল রহস্য পূর্ণ কেমনে লভিবে বল বিনা আত্মদান

পূর্ণ রস শুন নারদ আমার স্বধর্ম্ম।
অপূর্ণ অজ্ঞানে নাহি বুঝে দিব্য এই মর্ম্ম॥
আমারে পাবার উপায় পূর্ণ আত্ম নিবেদন।
জ্ঞানের উপাধি তাহে করে শত বিঘ্নদান॥
জ্ঞানের পরম গতি সু বিমল ভজন আমার।
ইহাই সু সিদ্ধ জ্ঞান ভক্ত মোর করে যে আধার॥

অকামী সরল হৃদের মুই চির দাস ।
কঠিন পুরুষাকারে আমি রহি যে উদাস ॥
জ্ঞান কর্ম্ম পুরুষ দুই সদা রত মদ মান ।
অনন্য ভজনে তাদের নহেক পরাণ ॥
অনন্য ভজন মোর পরা সুখময় ।
যে জানিল, জানকী কৃপায়, কভু তার
মোহ নাহি হয় ॥
প্রেমী গুরুর কথা কহি শুন মতি ধীর ।
শ্রীযুগল নামে প্রীতি তাহার অতি সুগভীর ॥
শুদ্ধ সাত্ত্বিকী মোর ভক্ত অমান ।
অনন্য শ্রীনাম জাপক সন্ত সু মহান ॥
পরম সন্তোষধাম সদা একরস ।
বিমল বিবেকবান ভজনে সরস ॥
বহিরঙ্গে দাস ভাব অন্তরে শৃঙ্গার ।
মধুর ভজন ভাবের সুদিব্য আধার ॥

নশ্বর সু জড় দেহে নাহি মমত্ব পীরিতি ।
আত্মজ্ঞানে রহি বুদ্ধ করে শ্রীযুগলে রতি ॥
জীবাত্মা বিমল শুচি সদা নারী বর্গ ।
আপনার মানে দীন অতিশয় খর্ব্ব ॥
মদমান হীন শুচি আত্মা সুখময় ।
শ্রীযুগল কিঙ্করী চারু তার নিত্য পরিচয় ॥
স্বামীর সরস সেবায় রহি বসুযাম ।
শ্রীতিলক কণ্ঠ-পরি সদা রটে সিয়ারাম ॥

স্বামীতে অনন্য ভাব বিনা মদ মান ।
সুন্দর বিমল চিত্ত অবিরল কৃপার নিধান ।।
স্বামীর স্মরণ সুখ তার ভজন আধার ।
বিদেহীর দশা সদা প্রেম ভকতি অপার ।।
নির্ব্বিষয় পরানন্দ পরা সুখময় ।
স্বামীর নির্ভরা সুখে দীনা সদা রয় ।।

শৃঙ্গারাদি রসরাজের সুদিব্য বিজ্ঞেতা ।
আত্মজ্ঞান রত সদা নিপুণ পুনীতা ।।
সর্ব্বোপায় শূন্য মন একান্ত স্বামীর শরণ ।
পতি পদতলে আত্মদান দাসীর জীবন ।।
কামনা বাসনা হীন শুধু পতি সেবা চায় ।
স্বামীর সু সুখ হেতু করে কোটি যতন উপায় ।।
বহিরঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মজ্ঞাতা প্রচারক জ্ঞানী ।
সিয়ারাম নাম রত রসের সু খনি ।।
অকাম অগেহ আর পরম বিরক্ত ।
প্রেমী গুরু শ্রীবৈষ্ণব মোর অতি প্রিয় ভক্ত ।।

ভজন ভাবনা রসে কাটে নিশিদিন ।
ত্রিগুণাতীত প্রেমী গুরু তৃণাদপি দীন ।।
প্রেমী গুরু মোর অধিক কহি সত্য কথা ।
বিমল বিবেক বিনা কে বুঝে এই চতুরতা ॥
বড় ভাগে মিলে নারদ প্রেমী গুরুর শরণ ।
সু সিদ্ধ সাধন সকল সেবে তার যুগল চরণ ॥

প্রেমী গুরু দেয় শিষ্যে শ্রীযুগল রসের সম্বন্ধ ।
রস রাজ শৃঙ্গারাদিতে করিয়া সু মত্ত ॥
পঞ্চ সংস্কার বিনা নাহি শ্রীযুগল সম্বন্ধ ।
যাহা বিনা নাহি কাটে ভ্রম দুখ দ্বন্দ্ব ॥
প্রেমী গুরু শিষ্যে দেন মোর পঞ্চ সংস্কার ।
যাহার কৃপায় খোলে সুদিব্য হৃদয় আগার ॥
দীক্ষা অন্তে গুরু দেন দাসাদিক সম্বন্ধ নাম ।
সিয়ারাম শরণ আদি যাহার প্রতীক ললাম ॥
শিষ্যের ভজন ভাব করি সু বিবেচন ।
প্রেমী গুরু জ্ঞাত হন শিষ্যের হৃদয় কেমন ॥

নির্ম্মল হৃদয় বিনা বিমল ভজন না হয় ।
নির্ম্মল ভজনে মোর কৃপা অতিশয় ॥
নির্ম্মল হৃদয় সর মোর সুখ কুঞ্জ ।
শ্রীগুরু কৃপা বিনে নাহি যায় হৃদি মল পুঞ্জ ॥
নির্ম্মল হৃদয়ে মোর রসের তরঙ্গ ।
নির্ম্মল হৃদয়ে মোর সদা ভজন প্রসঙ্গ ॥

শিষ্যের ভিতর[১]ভজন যথাযথ করি সু বিচার । [১]অন্তরঙ্গ
শ্রীগুরু প্রেমিক কৃপাল হেরে রসের আধার ॥
শিষ্যের ভজন যেরূপ মহলেতে সেবা সেইরূপ ।
সেবার সুযোগ্য নাম শিষ্যের রাখেন অনুপ ॥

শুন নারদ গুপ্ত কথা তোমা সনে কই ।
শ্রীগুরু আচার্য্য মনে নিত্য নাম আমি সহর্ষে জানাই ॥

প্রেমী গুরু পদ সেবী বড়ভাগ চেতন সকল।
নিত্যধাম মহলেতে লভে ভোগ পরম বিমল॥
অন্তর স্বরূপে শুন আমি আর শ্রীগুরু আচার্য্য।
সদা এক বাহিরেতে লীলা হেতু ভিন্ন মোদের কার্য্য॥
লীলা সম্বন্ধ সেবা আর পিতা মাতা সখা আদি ভাব।
অন্তর ভজন যেরূপ সেই মত হয় জেনো জীবের স্বভাব॥

শ্রীগুরু আচার্য্য কৃপায় লভি সেই নিত্যলীলা নাম।
কায় মন বাক্যে জীব সদা সেবে শ্রীযুগল সীতারাম॥
করি শ্রীযুগল চরণে রতি গতি আর ভকতি অভেদ।
অনূঢ়া কন্যা সম লভি সু উত্তম বর হয় যে পরম অখেদ॥
জীবের সম্বন্ধ নিত্য আমা সনে হয় সেইরূপ।
কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ সুখ মধুময় বিনোদ অনুপ॥
স্বামীর চরণ লভি কান্তা জীব সদা সুখে ভাসে।
ভয়হীন মদহীন পূর্ণ সদা রতির বিলাসে॥

পঞ্চ রসের ভেদ জ্ঞাতা শ্রীগুরু দয়াল।
অখণ্ড বিজ্ঞান ধাম পরম উদার স্বামী সুদীপ্ত রসাল॥
প্রেমী গুরুর আচরণ মন বাণী পার।
বেদ পুরাণ নাহি জানে কিবা গতি তার॥
বেদ পুরাণ সম্মত যতেক শুভ কর্ম্ম।
হয় সে যে স্বর্গকর লৌকিক সুধর্ম্ম॥
আমার সুরহস্য ভেদ নাকি জানে বেদ।
একমাত্র রসজ্ঞাতা প্রেমী গুরু পরম অখেদ॥

শ্রীগুরুর শ্রীমুখবাণী সত্যের প্রমাণ।
তাহাতে সু সুখে ভাসে সু দীন পরাণ॥

শুন হে নারদ মুনি কহি সত্য গূঢ় বাণী।
মোরে প্রীতির সরস সেবা অতি সুখদানী॥
মোর সাথে সম্বন্ধ বিনা নাহি ভজন অমান।
ভজন পরাণ শুন বিমল আত্মজ্ঞান॥
বেদ শ্রুতি পুরাণাদি পাঠে সে জ্ঞান নাহি হয়।
সন্ত সু কৃপাগুণে ভাগ্যবান হৃদে সে ভেদ উপজয়॥
অনূঢ়া কন্যার যথা চিত্ত কভু স্থির নাহি হয়।
পতি পদাস্থিতা নারী যথা সদা সুখময়॥
সেইরূপ রসের সম্বন্ধ বিনা জীবের না হয় বিরাম।
শান্ত সুমন বিনা সাধন না হয় কভু পূর্ণ সুখধাম॥
চঞ্চল সু চিত্ত মনে না হয় অনন্য ভজন।
অনন্য সু ভজন বিনা হিয়ে নাহি মোদ বরিষণ॥

রসিক শ্রীগুরু সেবি লভে জীব নিত্য রূপ নাম।
তন মন ধন সু অর্পণ করি শ্রীযুগলে ভজে অবিরাম॥
দেহ দশা যায় ভুলি নিজাত্ম স্বরূপে জীব সদা দীপ্যমান
অকাম অমান হিয়ায় শ্রীযুগল ভজন সুখে হয় মজ্জমান॥
মায়িক সু দেহ ত্যজি জীব লভ নিত্য কিঙ্করী স্বরূপ।
শ্রীধাম সাকেত পুরে মোর সনে করে লীলা বিবিধ অনুপ॥
শ্রীযুগল বিহার সুখ সব রস সার।
অনন্য কিঙ্করী প্রিয়া সিয়া সখীর প্রেম অবিকার॥

মদ মান লোভ কাম হিংসা সু মৎসর।
কঠিন কলুষে চিত্তে সদা জর জর ॥
পুরুষ ভাবের হয় সব লক্ষণ প্রধান।
আত্ম স্বরূপ রিক্ত জীব সদা রত মদমান ॥
পুরুষ ভাবেতে মোর সেবা নাহি হয়।
ভজন নারীর ধন পতি প্রেমে সদা সুখময় ॥
মধুর ভজন শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব সুখময়।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য কান্ত রতিময় ॥

মধুর ভজন রসিক জীব আত্মজ্ঞান রত।
পঞ্চ রসে সদা হয় মোর প্রেম অনুগত ॥
দাস্য সখ্যাদি ভাবে রতির না হয় পূর্ণ আস্বাদন।
পরম প্রকৃষ্ট সেবা রসরাজ শৃঙ্গার ভজন ॥

সকল রসের মিলন দিব্য রসসার হয় যে মধুর।
মধুরে বিরহ ঘন—বিরহে কান্তা হয় স্বামীর চরণ নূপুর
আমার পূর্ণাঙ্গ রসের ভোক্ত সন্ত সুখধাম।
অকাম অগেহী সদা মোর সুখে নিত্য আপ্তকাম ॥
অঙ্গে অঙ্গে শান্তরস শান্তিময় কল্যাণ নিধান।
অন্তরেতে পত্নী রূপে আমার সরস সেবায় রহে মজ্জমান ॥
মদ মান লোভ হীন অমানী বিরক্ত।
বিমল সন্তোষ ধাম মোর অনন্য সু-ভক্ত ॥

গৃহমেধী গৃহীগুরু নাহি জানে মোর সুগোপ্য ভেদ।
স্বয়ং বন্ধন যুত কিরূপে করিবে বল অন্যেরে অখেদ?

মন মুখী ভজনে কভু নাহি যায় ক্লেশ।
তন সুখ রত সদা জ্ঞাত নহে মোর ভকতি বিশেষ ॥
তনসুখ হেতু সদা রত ধন ধাম।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে জরে বসু যাম ॥
রসিক বিরক্ত গুরু অন্তহীন করুণা নিধান।
সেবকে মহল সুখের দেয় নিত্য জ্ঞান ॥
পঞ্চ রসের জ্ঞাতা সহিত রাসরতি ভেদাভেদ।
ভজনানন্দী স্বামী করি শ্রীনাম রস পান
হয় যে অখেদ ॥

শ্রীসিয়ারাম নাম মধুময় পরম উদার।
সরস ভজন ভাবে সদা রটে অবিকার ॥
সকল বিষয় বাসনা ত্যাগী সদা নাম অনুরাগী।
মোর লীলা ধাম রূপের সদা অনুপম ভোগী ॥
ভোজন ভাবনা কিছু নাহিক তাহার।
যখন যেমন মিলে সেই সুখে রহে অবিকার ॥
এরূপ রসকি মণি মোর পঞ্চপ্রাণ।
তার তরে ত্যজি আমি সব বেদের প্রমাণ ॥

শুন মুনি গুণধাম মোর চরিত বিশেষ।
তোমারে কহিব সত্য মতিধীর তুমি অনিমেশ ॥
সদগুরু সন্ত বিরক্ত শুচি ভাবুক ভজনানন্দ।
বহু ভাগে যে লভে সে হয় রসরাজ কন্দ ॥
রসিক শ্রীগুরুর দানে শিষ্য লভি নিত্য আত্মনাম।
সেই রূপে মগ্ন থাকি রটে মোর মধুময় নাম সিয়ারাম ॥

আত্মজ্ঞানে করি প্রীতি আর প্রেম ও বিশ্বাস।
আমার ভজন বিনা ত্যজে অন্য সব আশ॥
আমার নির্ভরা সুখে হইয়া নির্দ্বন্দ্ব।
শ্রীযুগল বিহার রসে লভে পরমানন্দ॥

সখী ভাবে মোর সাথে করে অদ্ভুত বিনোদ।
বিনোদ বিজ্ঞানময় ত্রিগুণাতীত হয় পূর্ণ মোদ॥
সকল ভাবের রসিক শুন প্রিয় মোর।
সব হতে প্রিয় মোর সখী সচেত সুন্দর॥
আত্ম সমর্পণ করি মম রতি রাসে।
সুদীনা কিঙ্করী ভাসে অখণ্ড সুখের বিলাসে॥
মহলী সুখের জ্ঞাতা সদগুরু প্রেমিক সুজান।
তাহার চরিত কিছু বর্ণিলাম হইয়া অমান॥
শ্রীগুরুমুখী বিদ্যা ইহা অকারণ করুণাগার।
অনন্য ভকত জনের সদা দিব্য অধিকার॥
ভকত শিরোমণি নারদ তুমি নির্মল হৃদয় উদার।
পরম প্রসন্ন চিতে কহিনু তোমায় শ্রীযুগল
রসের বিহার॥

অতি গোপ্য রস ইহা পরম অকাম বিমল।
অধিকারী জানি কহিনু তোমায় মম প্রেম সুনির্মল॥
সকল রসের সার শুন মতিধীর শ্রীযুগল নাম সিয়ারাম।
শ্রীযুগল বিহার স্থল শ্রীযুগল নাম মোর একরস
পূর্ণ পরধাম॥

শুনি সে প্রভুর বাণী পরানন্দময় ।
গোপ্য হ'তে গোপ্য সে যে সদা রসময় ॥
ভাসিল নারদ সুখে শ্রীযুগল প্রেমের ধারায় ।
দেহ মন লুপ্ত হোল অহেতুক করুণা কণায় ॥
বার বার বন্দি প্রভুর শ্রীযুগল চরণ শতদল ।
কহিল দেবর্ষি নারদ মধুময় বাণী সুবিমল ॥

সুখদ স্মরণ প্রভু তোমার কৃপায় ।
জানিনু সু গোপ্য রস অতি সুখাশয় ॥
করুণার পুঞ্জ তুমি সুখরূপ সুন্দর সুজান ।
তোমা সম দীনবন্ধু নাহি জানি আছে কোনখান ?
দাসেরে দিওগো ঠাঁই তব পদতলে ।
এ দীন মিনতি প্রভু রাখি অশ্রু জলে ॥

এত বলি মুনি ধীর চলে ব্রহ্মধাম ।
মধুময় বীণা সহ কণ্ঠে গাহে প্রভুর সুনাম ॥
সুখদ সুন্দর প্রভু সুখময় করুণার ধাম ।
জয় অখিল অমিয় কুঞ্জ জয় সিয়া হৃদি কৈরব রাম ॥

অখণ্ড নির্ভরা সুখে শুনি প্রভুমুখ বাণী ।
লভিল দাসের চিত্ত পরানন্দ খনি ।
শ্রবণ সুখদ কথা চির মংগল ভুবন ।
বিমল বিজ্ঞান ধাম পরিপূর্ণ প্রেম নিকেতন ॥
অবিরল সুধা পানে তৃপ্তি না হয় ।
বার বার প্রভু কথা শুনিবারে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় ॥

কহিনু স্বামীরে তবে মিনতি করিয়া।
আর এক দিব্য কথা প্রভু মোরে দেহ বুঝাইয়া॥

দাসের বিনয় শুনি প্রভু অমিত কৃপাল।
কহিলেন সুধাস্নিগ্ধ বাণী সু রসাল॥
কি আছে জিজ্ঞাস্য তব কহ প্রিয় মোর ?
তোমার মধুর প্রশ্ন অতি সুখ কর॥
ভজন রসিক জনের একান্ত আশ্রয়।
অনন্ত সুখের ধাম ভাঙ্গে ভয় অযুত সংশয়॥

দশম প্রশ্ন

শুনি সে প্রভুর বাণী অতি হরষিত মন।
কহিল সুদীন দাস করি প্রভুর চরণ বন্দন॥
কী সাধনের কহ প্রভু সীতারাম সদা রহে বশ ?
পরাৎপর পরব্রহ্ম জ্ঞানময় সদা একরস॥
যে ভজন করিলে হয় শ্রীযুগল সতত দ্রবিত।
ভজন উঁপায় তাহার কহ প্রভু প্রেম সরসিত॥

দাসের সু প্রশ্ন শুনি শ্রীগুরু করুণা নিধান।
অজস্র ভজন সুখে হোল রসবান॥
লীলা ধ্যান মনন সুখে থাকি ক্ষণকাল।
তৎপরে কহে স্বামী বচন রসাল

ধন্য ভাগ শিষ্য বর সুখময় জিজ্ঞাস্য তোমার ।
কহিব পরম সুখে মোর মতি অনুসার ॥
একদা এই প্রশ্ন করে সুমিত্রা নন্দনে ।
তাহারে বলেন সুখে রাম নবঘন ॥
সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সংবাদ কহি শুন দিয়া মন ।
যাহার প্রসাদে পাবে প্রেম পরাধন ॥
জ্ঞান ভক্তি পরা যুত যুগল সংবাদ শ্রীকর ।
যথাশ্রুত শ্রীগুরু মুখে করি কীর্ত্তন শুন হে ভৃত্যবর ॥

একদা বিমল সুখে শ্রীরাম জানকী সমেত ।
রাস নিকুঞ্জ মাঝে সুখাসীন শ্রীযুগল করুণা নিকেত ॥
নিত্যরূপে সেবা সাথে আসি অনুজ লক্ষ্মণ ।
শ্রীযুগল চরণারবিন্দ করিল বন্দন ॥
দাসীর সেবায় তুষ্ট কহেন শ্রীরঘুনন্দনে ।
বিমল ভকতি মোর লহ বরদান সুচারু লক্ষ্মণ ॥

স্বামীরে প্রসন্ন জানি কহে তবে সুমিত্রা নন্দন ।
কহ স্বামী প্রাণনাথ কিবা তব হয় উত্তম ভজন ॥

লক্ষ্মণে কহেন তবে শ্রীরাম করুণানিধান ।
সুমিত্রা নন্দন শুন মোর রসময় সুদিব্য কীর্ত্তন ॥
যদ্যপি সাধন অপার যোগ যাগ ধ্যান নৃত্য গান ।
জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি তীর্থ ব্রত যজ্ঞ শুভ দান ॥
এ সকল ভজন মোর যদ্যপি উদার ।
শাস্ত্র সুসম্মত পুনঃ শুভ গুণাগার ॥

তথাপি শুন হে সখা কহি আমি বিনা মদ মান ।
পুরুষ স্বভাব যুক্ত ভজনে মোর মজে না পরাণ ॥
বিবিধ ভজন মোর নর নারী করি সু আধার
শ্রম সাধন আয়াস করে নাহি জানে ভজন আমার ॥
আমার প্রসন্ন হেতু সুখ সাধন অতীব সরল ।
পরম সন্তোষ ধাম বিধিহীন সুখ অনাবিল ॥
সুগম সুলভ সাধন বহু কাল গুপ্ত রাখি হৃদে ।
কহিব তোমারে আজি অপার আমোদে ॥

মোর কাছে শুন ভ্রাতঃ মোর নাম পবিত্র উদার ।
সর্ব্ব রস খনি নাম সর্ব্ব সাধন সার ॥
যোগ যাগ তপ ব্রত হউক যতই মহান ।
নাম বিনা সে সকলি হয় শুধু উপাধি প্রধান ॥
শ্রীনাম উদার মোর সর্ব্ব ধর্ম্ম সার ।
নাম বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রপঞ্চ আধার ॥

জয় সিয়ারাম নাম শুভ প্রেম পরধাম ।
মধুময় সেই নাম মোরা রটি অবিরাম ॥
একান্ত বিশ্বাস করি যে রটে যুগল সু নাম ।
সে হয় সবার প্রিয় সন্ত সুখধাম ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তি ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পদ সকল ।
সেবিছে সতত সবে মোর শ্রীযুগ নাম সুমংগল ॥

সাধন সাধক সাধ্য শুন যদ্যপি অপার ।
শ্রীযুগল নাম সম কেহ নহে সুপ্রিয় আমার ॥

সুখময় সিয়ারাম নামের সুকীর্ত্তন।
অবিরল রসাধার সদা প্রেম বরিষণ॥
অখণ্ড নির্দ্বন্দ্ব মজি নামে অবিরল।
হৃদয় উদার হয় প্রেমেতে সরল॥

শুন ভ্রাতঃ প্রিয় মোর সুমিত্রা নন্দন।
সরল হৃদয় বিনা না হয় শ্রীনাম ভজন॥
কাম ক্রোধ লোভ মদ পাষণ্ড কঠিন।
তাদের প্রতাপে হৃদয় হয় অতীব মলিন॥
রটিতে রটিতে মুখে নাম সিয়ারাম।
হৃদয় সরস হয় অকাম ললাম॥

শ্রীনাম উদার জাপক পরা নাম অনুরাগী।
ধরণীর শোভাসার অমিত সুভাগী॥
নাচি গাহি রটি নাম পুলকিত তনে।
ভাসায় নামের তরী সদা নাম সংকীর্ত্তনে॥
শ্রীনাম প্রতাপে কাটে মোহ দুখমূল।
সরস আনন্দময় হয় জীবন মৃদুল॥

জয় সিয়ারাম নাম মম পরানন্দময়।
গতি মতি কীর্ত্তি শ্রী দেয় সুবিনয়॥
শ্রীযুগল নাম উদার যেথায় হয় সংকীর্ত্তন।
জানকী সমেত আমি করি সেথা সদা বিনোদন॥
শংকর কৈলাসপতি আর সু পবন কুমার।
শ্রীনাম জাপক সাথে করে সদা সুগোপ্য বিহার॥

শ্রীনাম জাপক সাধু মোর জীবন আধার ।
জনকনন্দিনী সম মোর পূজ্য শতবার ॥
শ্রীনাম জাপক স্বামী আর মধুময় নাম সিয়ারাম
এই দুই তত্ত্ব এক শুন মোর সিদ্ধান্ত ললাম ॥

প্রভুর শ্রীমুখ বাণী পরা সুখময় ।
বেদ শ্রুতি ধর্ম্ম নীতি পূর্ণ সাতিশয় ॥
শ্রীনাম চরিত কথা প্রেম সরসিত ।
অনন্ত কল্যাণ ধাম অনন্ত পুনীত ॥
পরা সুখে ভাসি গেল লক্ষ্মণ হৃদয় ।
সজল প্রেমের চক্ষে কহে বাণী মধুময় ॥

পতিত পাবন স্বামী সুদীন দয়াল ।
তোমার নামের সম হয় তুমি যে রসাল ॥
তোমার করুণা কণায় বুদ্ধি শুদ্ধ হোল ।
নাম-নামী একরস সদা করে ঝলমল ॥
না জানি তোমার সেবা না জানি ভজন ।
সিয়ারাম দেহ ভরি চিত্ত মন ॥
তোমার কৃপায় স্বামী যেন গাহিবারে পারি ।
জয় সিয়ারাম নাম সদা উঁচারি উঁচারি ॥
এত কহি নিজ ধামে চলিল লক্ষ্মণ ।
জয় সিয়ারাম নাম ধ্বনি করি সুরটন ॥

পরম কৃপাল স্বামী কহে অতঃপর ।
মধুময় বাক্য মৃদু প্রেম-রতি জরজর ॥

তোমার সকল সংশয় মোর মতি অনুসার।
যথাশ্রুত করিনু তার বিশেষ বিচার॥
ভাগ্যবান তুমি বড় শুন প্রিয় দাস।
ভজন প্রসঙ্গ উদার অকুণ্ঠ প্রেমের বিলাস॥
তোমার সকল প্রশ্ন স্নিগ্ধ রসাধার।
শ্রবণ মংগল মুদ সু দিব্য অপার॥

শুন প্রিয় দাস মোর অতি সত্য কথা।
শ্রীগুরু করুণা বিনা কে বুঝে মর্ম্ম গভীরতা॥
সৎসঙ্গ সম সুখ আর নাহি হয়।
সৎসঙ্গ সংসারেতে দুর্লভ সাতিশয়॥
ক্ষণ কালের সৎসঙ্গ দেয় গতি সুমহান।
বেদ বাণী পার সে যে অন্তহীন সুখে দীপ্যমান॥

তব সাথে লভিলাম সুখ অবিরল।
সকল প্রসঙ্গ তব সাতিশয় রসেতে উজ্জ্বল॥

শুনি সে শ্রীমুখ বাণী মঞ্জু মোহন উদার।
প্রেম ভক্তি সরসিত মোদময় সুদিব্য অপার॥
পুলকিত হোল তনু দাসের হৃদয়।
সজল নয়নে তবে কহে দীন অতিশয়॥
তোমার সমান দয়াল নাহিক ভুবনে।
দাসেরে সাজালে তুমি সু দিব্য ভূষণে॥
না জানি ভজন পূজা নাহি ভকতি সু জ্ঞান।
দুষ্ট অবোধ বালক রত সদা মদমান॥

পতিত পবন স্বামী করুণা নিধান।
দুস্তর সু মায়া জয়ী হয় তব তুচ্ছ দান॥
শ্রীনাম জাপক উদার রস নিকেতন।
জ্ঞান বৈরাগ্য মণি অনন্য ভজন সদন॥
পরমহংস শিরোমণি সন্ত সু উদার।
তোমার করুণা অশেষ নাহি পারাপার॥
শিখাও গাহিতে স্বামী তব জয় সু মঙ্গল।
পদ রজের শুভ স্পর্শে কর প্রভু চিত্ত সু সরল।
দলিত গলিত করো সব কাম ক্রোধ মান॥
তোমার স্মরণ সুখে পূর্ণ হোক দাসীর পরাণ

শুভশীলা দুষ্টা দাসী কপট জঞ্জাল।
পদতলে রেখো স্বামী হে দীন দয়াল॥
সিয়ারাম নাম সাথে তব সংকীর্ত্তন।
দাসীর সর্ব্বস্ব হউক জীবন মরণ॥

জয় জয় জয় জয় হে দীন দয়াল।
কারণ রহিত প্রেমে সতত রসাল॥
মংগল ভবন প্রভু সুখদ স্মরণ।
শ্রীজানকীবল্লভ প্রিয় সাধু অকিঞ্চন॥
শ্রীপ্রেমলতা পদাশ্রিতা দাসী অষ্টযাম।
অনন্য মঞ্জরী প্রেমে সদা ভজে সিয়ারাম॥
জয় জয় জয় স্বামী মোর প্রাণনাথ।
অনন্ত সুখের কুঞ্জ শ্রীসিয়ারঘুনাথ॥

অষ্টবিংশতি উৎস

শ্রীসদ্‌গুরু উপদেশ রত্নাবলী

(১) প্রাণী মাত্র শ্রীযুগল চিৎশক্তি জানি ।
সবারে করিবে প্রণাম জুড়ি যুগ পাণি ॥

(২) সদৈব প্রসন্ন চিত্তে একান্ত নিবাস ।
শ্রীনাম ভজন রত এই সাধু আশ ॥

(৩) ঈশ্বরের গুণগ্রাম সদা করি সু-চিন্তন ।
তদাধীন তল্লীন থাকা সাধু বিবেচন ॥

(৪) ভরণ পোষণ জানি সদা ঈশ্বর অধীন ।
তাহা লাগি বৃথা মন করো না মলিন ॥

(৫) প্রভুর একান্ত ভরোস সাধুর জীবন ।
অন্যের উপর আশ না করে কখন ॥
সকল জীবের মালিক শ্রীসীতারাম ।
এই জ্ঞান দৃঢ় করো নিত্য অবিরাম ॥

(৬) কৃপাল প্রভুরে ত্যজি অন্য উপায় গ্রহণ ।
কভু নাহি জেনো হয় সাধু আচরণ ॥

(৭) সঙ্কল্প বিকল্প দুই মনের সু ধর্ম্ম ।
আত্ম বিশ্বাস নাশি দেয় দুঃখ ভরম (ভ্রম) ॥
সঙ্কল্প বিকল্প দুই করিয়া সু ত্যাগ।
শ্রীনাম ভজনে কর প্রেম অনুরাগ ॥

(৮) স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের হয় অবসান ।
ইহা জানি করিও না দেহে অভিমান ॥
এ তিন নশ্বর হ'তে নিত্যরূপ ভিন্ন ।
তাহার স্বরূপ চিন্তায় হ'ও অনন্য ॥

(৯) সন্ত রসিক সনে প্রীতির সু সঙ্গ ।
ইহারে জানিও সদা প্রেম ভজন সু অঙ্গ ॥
ক্ষণিক হ'লেও সদা কর সৎসঙ্গ ।
সৎসঙ্গে ধায় সুখে শ্রীযুগলে কৃপার তরঙ্গ ॥

(১০) কিশোর কিশোরী নিত্য শ্রীযুগল সরকার ।
গৌর শ্যামল তনু হয় শোভা সিন্ধু সার ॥
চিত্ত বৃত্তি যোগ করি শ্রীযুগল কর সুমনন ।
পরম সুখের খনি হয় অনুক্ষণ ।
ছয় রস নর রস করিয়া সু ত্যাগ ।
শ্রীযুগল একরসে করো প্রীতি অনুরাগ ॥

(১১) মন বুদ্ধি চিত্ত আর মিথ্যা অহংকার ।
বিমল বিশুদ্ধ রাখি ভজ শ্রীযুগল সরকার ॥
মন চতুষ্টয় যদি না হয় নির্ম্মল ।
কদাপি না হইবে জেনো ভজন বিমল ॥

(১২) অর্থানুসন্ধান সাথে কর সু মন্ত্রের সাধন।
সবিধি যাহার জপে চিত্তে হয় নিত্য জ্ঞান প্রকাশন ॥

(১৩) জীবাত্মা বিমল শুচি নিত্য সিয়া সহচরী।
নখ-শিখ শৃঙ্গারিত শ্রীযুগল রসিকা কিঙ্করী ॥
আত্ম স্বরূপ ধ্যানে হইয়া নিরত।
পরমানন্দ সুখ ভুঞ্জ সরস সতত ॥

(১৪) ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য ও মমুক্ষত্ব।
বিমল ভজন হেতু এ চার প্রবৃত্তি কর সুদৃঢ় সু নিত্য ॥
এ চার ধর্ম্মের যবে হইবে প্রৌঢ়ত্ব।
তখন বুঝিবে হৃদে পরমার্থ তত্ত্ব ॥

(১৫) শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।
এ ছয় গুণের তরে কর সতত প্রয়াস ॥
এ ষট সম্পত্তি সাধুর সহায় সম্বল।
যাহার প্রসাদে মিলে শ্রীযুগল ভজন সমুজ্জ্বল ॥

(১৬) অনুকূলের সংগ্রহ আর প্রতিকূলের ত্যাগ।
গোপত্রত্ব ও কার্পণ্যতা ধর্ম্মে কর নিত্য অনুরাগ ॥
প্রভুর রক্ষায় বিশ্বাস আর আত্ম সমর্পণ।
এ ছয় গুণার্জ্জনে করো সদা সাধন যতন ॥
এই ছয় শরণাগতি হয় সাধুর জীবন।
যাহার সঞ্চয়ে হয় অনন্ত শ্রীযুগল ভজন ॥

(১৭) এ দ্বাদশ গুণের ভেদ অমিত রসাল।
সুগম সুলভ হয় সেবি সন্ত কৃপাল॥

(১৮) অর্থ পঞ্চকের ভেদ ভাব সদা করিবে বিচার।
প্রভু প্রাপ্তির উপায়, উপেতা সু আর॥
প্রাপ্তির সুফল কিবা পুনঃ বিরোধী কিবা হয়।
ইঁহাদের চিন্ত্য ধ্যান সদা করিবে নিশ্চয়॥
অর্থ পঞ্চকের যথাযথ করিয়া সু জ্ঞান।
হইয়া অনন্য বৃত্তি কর সদা প্রভু গুণ গান॥

(১৯) নিজাত্মা ও প্রভু সাথে কর সদা পতি-পত্নী জ্ঞান।
ত্যজিয়া সকল প্রকার দেহ অভিমান॥

(২০) জীবে দয়া পরো ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।
প্রভু কৃপা হেতু সকল জীবের প্রতি হইবে সদয়॥

(২১) কায়-মন-বাক্যে করি হিংসা সু ত্যাগ।
পরিপূর্ণ অহিংসকী হ'তে কর দৃঢ় অনুরাগ॥

(২২) রাগ দ্বেষ কারো পরে কভু না করিবে।
রাগ দ্বেষ দুঃখময় সতত জানিবে॥
জীবের সংস্কার কঠিন মন বাণী পার।
যাহার সু বসে থাকি জীব করে মন্দ ব্যবহার॥
এই জ্ঞান দৃঢ় ধরি কর সাধু আচরণ।
অন্য পরে রাগ দ্বেষ করে ভজন নিধন॥

(২৩) সুখ দুখে মানাপমানে সম জ্ঞান করি ।
সহনশীলতা অর্জ্জণ করো সদা ভজি হরি ॥

(২৪-২৫) সত্য প্রিয় মৃদু বাক কহ হিতকারী ।
কায়-মন-বাক্যে হও পর উপকারী ॥

(২৬) কখন করো না দুষ্ট-খল-দম্ভের প্রকাশ ।
দম্ভের প্রচণ্ড তাপে হয় ভজন বিনাশ ॥

(২৭) ইচ্ছা রহিত চরিত সদা সুখময় ।
প্রপঞ্চ-সদৈব মিথ্যা নিত্য দুখময় ॥
ইচ্ছা—কামের বল বেদ শ্রুতি কয় ।
কাম রোগে ভ্রষ্ট হয় সাধন নিচয় ॥

(২৮) শান্ত রস মধুময় ভজন উপায় ।
সদৈব রহিবে শান্ত চিৎ মনে কায় ॥

(২৯) স্বল্প সু শুদ্ধ ভোজনে রহি সদা সন্তুষ্ট ।
শান্তি সদনে রহি ভজ নিজ ইষ্ট ॥

(৩০) সংগ্রহশীল নাহি জানে প্রভুর করুণা ।
বিষয়ী সদাই করে সংগ্রহ বাসনা ॥
প্রভুর করুণা ধারায় করি দৃঢ় চিত্ত ।
শ্রীযুগল ভজন গানে হও অনুরক্ত ॥

(৩১) ভোজন বিলাসী বা বাচাল যে জন।
না জানে কদাপি তারা প্রভুর করুণা কেমন।
অতি বাক হোয়ো নাক না হইও ভোজন বিলাসী।
স্বল্পে সন্তুষ্ট রহি লভ সুখ রাশি॥

(৩২) ভজন রহস্য সকল সদা গোপনে রাখিবে।
নিজাত্ম ভেদ-ভাব কাহারে না কহিবে॥

(৩৩) দেহ মন বস্ত্র পাত্র ও বাসস্থান।
এ পাঁচ ব্যবহার্য্য নিত্য উপাদান॥
সতত রাখিবে শুদ্ধ পবিত্র কল্যাণ।
যাহার প্রসাদে মিলে ভজন অমান॥

(৩৪) মিত বাক মিতাহার ও স্বল্প শয়ন।
ইহাদের লাভ তরে হও যত্ন পরায়ণ॥
শ্রীনাম ভজন জীবন করিয়া আধার।
অন্য সব প্রবৃত্তির কর স্বল্প ব্যবহার॥

(৩৫) একান্তে নিবাস করি ধৈর্য্যবান চিতে।
নিরালস হও সদা সর্ব্বত্র মৈত্রীতে॥

(৩৬) শ্রীযুগল সরকারের নাম-রূপ-লীলা আর ধামে।
অনন্য পরায়ন বৃত্তি লভ ত্যজি মদ কামে॥

(৩৭-৩৮) না বলিও গ্রাম্যবার্ত্তা ব্যর্থ সময় নষ্ট কভু না করিও।
প্রতি শ্বাসে শ্বাসে মধুময় সিয়ারাম নাম সু রটিও॥

(৩৯) স্বজাতীয় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার সংগ্রহ।
সর্বদা করিও জানি সম যুগল বিগ্রহ॥

(৪০-৪১) বিজাতীয় গ্রন্থ পাঠ বা সংগ সম্ভাষণ।
নিজ রস আস্বাদনে করে বিঘ্ন অগণন॥
সেই হেতু বিজাতীয় স্পর্শ আচরণ।
সুদূরে রাখিবে সদা করি সু যতন॥

(৪২) ভিতর বাহিরে সদা সচেত বিশুদ্ধ।
থাকিবার তরে কর আয়াস সতত॥
মনে মুখে দুই ভাব কপট জঞ্জাল।
থাকিতে মিলে না কভু শ্রীযুগল রসাল॥

(৪৩) স্থূল দেহের ভোগ হয় সদা ক্ষণস্থায়ী।
তাহার যতনে থাকে কুমার্গী বিষয়ী॥
জড় ভোগ মোহময় কভু নহে সুখ।
এ ভোগ ত্যজিবে সদা জানি দুখ কূপ॥

(৪৪) শ্রীযুগল নাম মন্ত্র ধাম সু ধ্যান।
সুসিদ্ধ যুগল রসে রাখিও পরাণ॥

(৪৫) শ্রীযুগল প্রসাদে দিব্য সদা করুণা নিধান।
তাহাতে করিও সদা ইষ্ট সম জ্ঞান॥

(৪৬) শ্রীসদ্‌গুরুর আজ্ঞা পালন বিনা মদ মান।
পরম ধর্মের জেনো লক্ষণ প্রধান॥

(৪৭) ইষ্ট ধামে মুখ্য বাস সাধুর কামনা।
শ্রীধামে নিবাস করি—কর ভজন ভাবনা॥

(৪৮) জড় চেতন নর নারী ও বিশ্ব বিলাস।
সবার মাঝারে হয় নিত্য শ্রীযুগল নিবাস॥
ইহা জানি নিন্দা স্তুতি কাহারো না করিবে।
অপরের নিন্দা কভু কর্ণে না শুনিবে॥
শ্রীসীতারাম যুগ রসে সিক্ত করি মন।
সবারে করিবে স্নেহ মানি সুযতন॥

(৪৯) নিত্য নব উৎকণ্ঠা শ্রীযুগল কিশোর মিলনে।
করিবে সদৈব চিতে ভজনানন্দী মনে॥

(৫০) ত্যজি বিষয় বাসনা আর লোক ব্যবহার।
শ্রীনাম ভজন কর জীবন আধার॥

(৫১) আত্ম স্বরূপ চিন্তা ও পরতত্ত্ব জ্ঞান।
প্রতি পলে কর সদা হইয়া অমান॥

(৫২) ত্যজি কৃপণ চরিত বিষয়েতে রত।
উদার চরিত সরে মন ভাসাও সতত॥

(৫৩) বিনা ছাঁকা জল ও দুগ্ধ করো না গ্রহণ।
প্রসাদ সু চাখি তবে প্রভুরে করিবে অর্পণ॥

(৫৪) অভক্ষ্য পদার্থ যথা মুসুরীর দাল।
বাঁধাকপি বেগুণ পিঁয়াজ সালগম রসাল॥
রসুন গাজর আর মাছ মাংস ডিম।
বিড়ি সিগারেট তামাকাদি গাঁজা ভাং ও আফিম॥
মদিরাদি তাঁড়ি পান কভু না করিবে।
প্রাণান্ত হ'লেও তবু এ পণে সুদৃঢ় রহিবে॥

(৫৫) তিলকাদি সংস্কার পরা প্রেম পরধাম।
অনুরাগে সেব তাহা নিত্য বসুযাম॥
তিলকাদির সেবা শুন কভু না ত্যজিবে।
অশুচি অসুস্থাবস্থায় অপি গ্রহণ করিবে॥

(৫৬) আপন ইষ্টের ভজন সদা দিয়া মন।
ইহাই হউক তব জীবন ও যতন॥
একাধিক ইষ্ট সেবা কভু না করিবে।
আপন ইষ্টের অংশ অন্য সব দেবতা জানিবে॥

(৫৭) তিলকাদি সেবা করি শ্রীগুরু ভজন ও পূজন।
প্রভুর আরতি পরে অন্য কার্য্যে দিবে সু মন॥
নিত্য নিয়ম পালন বিনা অন্ন জল গ্রহণ না করিবে।
মালাতে তর্জ্জণী স্পর্শ কভু না করিবে॥

(৫৮) সুবিচারী শ্রীবৈষ্ণব অবৈষ্ণবের সেবা কভু করে না গ্রহণ।
অবৈষ্ণব জনের সেবায় দুষ্ট হয় দেহ চিত্ত মন॥

(৫৯) প্রতি শ্বাসে নাম রটি করি সু বিচার।
এই রূপে প্রতি দিনের ঋণ হয় পঁচিশ হাজার॥
পঁচিশ হাজার হ'তে নিত্য রটি এক লক্ষ নাম।
এই রূপে দ্বাদশ বর্ষ রট সদা সুখে সিয়ারাম॥
দ্বাদশ বরষ করি সু নিয়ম পালন।
শ্রীযুগল রসরাজের লভ দিব্য দরশন॥

(৬০) প্রতিদিনের নাম ঋণ নিজে যদি না পার করিতে পালন।
কোন সাধুর সহায়ে কর তার উদ্‌যাপন॥

(৬১) শাস্ত্র গ্রন্থ ভক্তি গ্রন্থ আর গ্রন্থ বিবেক আধার।
ইহাদের স্বাধ্যায় সহ কর মনন বিচার॥

(৬২) শ্রীধাম মিথিলা অযোধ্যা কাশী বা চিত্রকূটে বাস।
ইহাই সাধুর হয় মনবাঞ্ছা সু আশ॥

(৬৩) নরতনুর দিব্য লাভ ভজন আধার।
ইহাই সু দিব্য জ্ঞান করিবে বিচার॥
ভজন সবার শ্রেষ্ঠ হয় নাম সিয়ারাম।
নরতনুর মুখ্য লাভ পরা সুখধাম॥

(৬৪) শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম আর যুগ নাম সুখ সার।
সদৈব করিবে ইহার সরস প্রচার॥

(৬৫) জাতি-যৌবন-রূপ-ধন আর বিদ্যা অভিমান।
সদৈব জানিবে পাঁচ ভক্তি পথে কণ্টক প্রধান॥

(৬৬) ভগবৎ উৎসবাদি লীলা রসময় ।
জন্ম-বিবাহ-দোল-ঝুলন সমুদয় ॥
সপরিকর মহানন্দে কর সুপালন ।
ভজন ভাবের হয় ইহাতে বর্দ্ধন ॥

(৬৭) কভু না কহিবে মুখে আপন সুকৃত ।
বিনা ছলে সদা কহ নিজ সকল দুষ্কৃত ॥

(৬৮) পর নারী মাঝে কর মাতা-ভগ্নী জ্ঞান ।
পুরুষ সকলে দেখ নিজ ভ্রাতার সমান ॥

(৬৯) গুরু ইষ্টে সাধকে সন্তে কর প্রেম শ্রদ্ধা রতি ।
সদৈব তাদের সেবা কর যথামতি ॥
ধনাঢ্য বিষয়ী আর যারা রত মদমান ।
তাহাদের সঙ্গ ত্যজ জানি সবে দুঃখের নিধান ॥

(৭০) পতিব্রতা নারী সম কর ইষ্টে আত্ম-সমর্পণ ।
ইষ্টের ভরোস সুখে বিতাও জীবন ॥

(৭১) যথাশক্তি একাদশী ব্রত পালন করিবে ।
না পারিলে কভু তুমি তাহার নিন্দা না করিবে ॥

(৭২) ইষ্ট ও সন্ত প্রসাদ ও চরণামৃত বারি ।
কৃতার্থ সুচিত্তে করিবে গ্রহণ সদা মোদ ভরি ॥

(৭৩) তিলকাদি ও নাম দ্বারা বাসস্থান সুশোভিত কর ।
পীত বস্ত্র ও তুলসী কাষ্ঠ ভূষণ অঙ্গ তব ধর ॥

(৭৪) সর্ব্ব যোনী দুঃখময় এই স্থির জানি ।
গর্ভের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর নিত্য নিয়ম সু মানি ॥

(৭৫) ব্রহ্মের মায়ার আর নিজাত্মা স্ব... .
এ তিন তত্ত্বের জ্ঞান কর দৃঢ় হৃদয়ে অনুপ ॥

(৭৬) নিজ জীবন ধারণ হেতু ভোজন বস্ত্র ও অর্থ এ তিন ।
মৃত্যু হ'তে অধিক বুঝ যদি হয় অন্যের অধীন ॥

(৭৭) পঞ্চ রসের ভেদ জানি রসরাজ শৃঙ্গারে করি সু মজ্জন ।
উপাসনা দৃঢ় করি সদা কর শ্রীযুগল ভজন ॥

(৭৮) ভ্রাতা বন্ধু পরিবার ও আত্মীয় স্বজনে ।
সদৈব আনিবে সুখে শ্রীবৈষ্ণব চরণে ॥

(৭৯) দেশ কাল সু বিচারি সপ্ত বা অষ্ট অঙ্গে প্রভুরে
করিবে প্রণাম ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম হয় সাধুর সুশিক্ষা ললাম ॥

(৮০) শ্রীবৈষ্ণবী নবধা ভক্তির করি সদা আচরণ ।
ইহ জন্মে কর সিদ্ধ দশধা প্রেম পরার সাধন ॥

(৮১) যত্র তত্র ভ্রমণ অটন লালস লোভ সমেত ।
পরিহরি একান্তে বসি শাসন কর মন সু অচেত ॥

(৮২) অতুল বিভব যদ্যাপ থাকে তবু করো নাক বৃথা
অভিমান ।
ভোগ বিলাসে মমত্ব মান নাশে প্রভু পদে প্রীতি মহান ॥

(৮৩) শরণাগত কভু ত্যজ্য নহে হ'লেও দ্রোহী কুজন।
পরহিতে রত চরিত সদা অনন্ত-ধাম কল্যাণ ॥

(৮৪) গৌর শ্যাম অভিরাম তন সদ,চিৎ মোদ নিকেত।
নখ-শিখ একরস মনন কর প্রীতি প্রতীতি সমেত ॥

(৮৫) লোক সুমংগল কাজ শুভ পুনঃ পুনঃ করি সুবিচার।
হরষ সমেত করিবে সদা ত্যজি সু মদমান বিকার ॥

(৮৬) মন-বচ-বপু--দৃগ-অংগ মাঝে শান্তি কান্তি সুকোমল।
ভজন ভাবের দিব্য রসে দ্রবিত রহে শ্রীযুগল ॥
অংগে অংগে শান্ত রস সাধুর-ভজন আধার।
মন-চিৎ-অংগে সু শান্তি বিনা-ভজন সু মিথ্যাচার ॥

(৮৭) আলস প্রমাদ দুষ্ট অতি ভজন করে সু নাশ।
দিবা নিদ্রা কভু নাহি হয় সাধু বৈষ্ণব আশ ॥

(৮৮) অসৎ সংগ পরিহরি সদা কর সজ্জন সাথে বাস।
অসৎ সংগ দুঃখপ্রদ সৎ সংগে ভজন বিলাস ॥

(৮৯) বিচার বিনা সু তুচ্ছও অতি কভু না করে সুজান।
বিবেক বিচার ভজন প্রাণ বিরহিত মদ অভিমান ॥

(৯০) সবা হ'তে লঘু নিজেরে জানি দুষ্ট কপট জঞ্জাল।
মান পরিহরি সু দীন চিত্তে ভজ রসিক লাল ॥

(৯১) দশাপরাধ সু ত্যজি কর সদা শ্রীনাম রটন ।
সিয়ারাম নামে সব প্রকার দোষ হয় বিভঞ্জন ॥

(৯২) শ্রীনাম মাঝারে যে হয় নব ভেদ ।
অষ্ট বিধান ছয় প্রকার ও ষোড়শ রীতি সু অখেদ ॥
আচার্য্য সমীপে ইহার করি বিবেচন ।
হিয়ে ধরি দৃঢ় করি সিদ্ধ কর শ্রীনাম ভজন ॥

(৯৩) প্রভুর সেবায় দোষ যে বত্রিশ প্রকার ।
তাহারে বর্জিয়া কর পূজা উপাচার ॥
সৎসঙ্গে বিরাশী দোষ জনি যথাযথ ।
সরস সু মতি সহ হও সৎসঙ্গে রত ॥

(৯৪) শ্রীগুরুতে মনুষ্য জ্ঞান অজ্ঞান প্রধান ।
ইষ্টাধিক যে গুরু জ্ঞান সব সুখের নিধান ॥

(৯৫) বাসনা ঈষণা ত্রয়ের করিয়া সু ত্যাগ ।
ষড়োর্ম্মি ও ছয় বিকার কর পরিত্যাগ ॥

(৯৬) ভজন সম্বন্ধ স্বপ্ন বা নিজানুভব অন্যে কভু না কহিবে ।
প্রয়োজন বোধে তাহা শ্রীগুরু চরণে বলিবে ॥

(৯৭) ইষ্টের সু নাম রটন ও বেশের বিলাস ।
শ্রীগুরুর দিব্য ধ্যান করে বিজ্ঞান প্রকাশ ॥

(৯৮) অষ্টযাম সেবা বিধির ভেদ ভাব জ্ঞান ।
ইহার রসিক জ্ঞাতা সন্ত সুজান ॥
তাঁহার চরণ সেবি দিয়া কায় মন ।
অষ্টযাম রসে কর চিত্ত বিনোদন ॥
রাত্রের শেষের যামে শয্যা করিয়া সু ত্যাগ ।
শ্রীযুগল ভজনে কর রতি অনুরাগ ॥

(৯৯) রসিক অসঙ্গ থাকি কর রসের চিন্তন ।
সর্ব্ব বিষয় হ'তে মন তুলি শ্রীযুগলে কর সমর্পণ ॥
এই ভাবে শ্রীযুগালের হয়ে কৃপা পাত্র ।
একরস এক জ্ঞান সমদৃষ্টি হইবে সর্ব্বত্র ॥

(১০০) জ্ঞান ভক্তি মুক্তি সেবা পূজা তীর্থ বাস ।
সমাধি ধারণা যোগ প্রেম রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ॥
এ সকল জানি সদা শ্রীযুগল নামে অন্তর্গত ।
পরম সরস চিত্ত শ্রীনাম ভজনে হও রত ॥

(১০১) যে ছয় পদার্থে হয় জীব সদা দুখী ।
তাহাদের করিয়া ত্যাগ শ্রীনাম ভজনে হও সুখী ॥
মায়ার বিলাস নারী আর রজোগুণী সুস্বাদু ভোজন ।
সুন্দর সুবস্ত্র রূপ আর প্রতিষ্ঠা ইন্ধন ॥
এ ছয় দুর্নির্ব্বার মিথ্যা প্রবঞ্চনা ।
ইহাদের ত্যজি কর শ্রীনাম রটনা ॥

(১০২) দেব মন্দির সৎসঙ্গ হাঁসপাতাল ও শ্মশান ।
এই চারি স্থানে করো নিত্য সু গমন ॥

এই সব স্থানে নিত্য করিলে গমন ।
দেহেতে মমত্ব বোধ আর মৃত্যু ভয় কমে বিলক্ষণ ॥
দেহেতে মমতা মিথ্যা আর মরণেতে ভয় ।
ভজন ভাবনা মাঝে রচে বিঘ্ন প্রত্যবায় ॥

(১০৩) মলিন মনের শুন পাঁচ সু লক্ষণ ।
যাহাদের সঙ্গ সাথে নাহি হয় বিমল ভজন ॥
ভজনে নীরস জ্ঞান বিনা আস্বাদন ।
মলিন মনের হয় প্রথম লক্ষণ ॥
সেবাতে নির্ভয় জ্ঞান মলিন মনের পরিচয় ।
মায়ার পদার্থে সত্য জ্ঞান সদা দুঃখময় ॥
প্রভুর লীলা গান পান করি বিনা সু মনন ।
মলিন মনের হয় চতুর্থ কারণ ॥
সংসারী বিষয়ী সাথে প্রেম সম্ভাষণ ।
মলিন মনের হয় পঞ্চম কারণ ॥
এ সকল ভেদাভেদ বুঝি সু যতনে ।
সদৈব প্রবৃত্ত রহ শ্রীযুগল ভজনে ॥

(১০৪) জীব আর ঈশ্বরে পৃথক যে করে ।
তাহাদের সংখ্যা পাঁচ বুধগণ ধরে ॥
আলস্য কুটুম্ব-মোহ বিষয়ে সু প্রীতি ।
অভিমান প্রতিষ্ঠা আর এই পঞ্চ নীতি ॥
ইহাদের করি সদা ত্যাগ সু বর্জ্জন ।
শ্রীযুগল প্রেমের নদে কর সু মজ্জন ॥

(১০৫) জিজ্ঞাসু লক্ষণ দশ শুন দিয়া মন।
যাহার জ্ঞানেতে খুলে দিব্য সু নয়ন ॥
দয়া স্নেহ নম্রতা আর উদারতা।
অকামনা বিষয় বৈরাগ্য আর প্রসন্নতা ॥
শান্তি অদম্ভতা আর একান্ত নিবাস।
ইহাদের সঙ্গ করি লভ শ্রীযুগল বিলাস ॥

(১০৬) কর্ম্ম জ্ঞানে ভেদ করে সদা অবিচারী।
জ্ঞানের প্রকাশ কর্ম্মে কহে বুধ অবিকারী ॥
কর্ম্ম মাঝে জ্ঞান লয় নিত্য অনির্ব্বাণ।
জ্ঞানের সগুণ প্রকাশ কর্ম্ম সু মহান ॥

(১০৭) ভেদাভেদ শূন্য সদা জ্ঞান ও ভকতি।
বিমল বিজ্ঞানী লভে পরাভক্তি গতি ॥
পরাভক্তি লাভে হয় নব জ্ঞানের উন্মেষ।
তাহা হ'তে পুনঃ হয় নব রতি রাগ বিশেষ ॥
এইরূপে জ্ঞান হ'তে ভক্তি তাহা হ তে জাগে নব জ্ঞান।
জ্ঞান ভক্তি অন্তহীন কেহ নাহি জানে তার আদি
কোন খান ॥

০৮) কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান লাভ জ্ঞানেতে ভকতি।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিনের সদা এক গতি ॥

জ্ঞান বিনা ভক্তি নাই পুনঃ কর্ম্ম বিনে জ্ঞান ।
কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি হয় ভজনের বিমল সুদান ॥

(১০৯) জ্ঞান পরা ভক্তি পরা সুখ পরা নিত্য আপ্তকাম ।
ভজন সুখদ সরস মহামন্ত্র নাম সিয়ারাম ॥

(১১০) সদ্‌গুরু আচার্য্য আর শ্রীজনকনন্দিনী ।
ভেদাভেদ শূন্য সদা দিব্য প্রেম ভক্তি খনি ॥
সদ গুরু স্বামী মাঝে শ্রীযুগল ভজন ।
সদাই প্রমোদ নৃত্যের হয় প্রস্রবন ॥
সদগুরু স্বামী শুন, রসরাজ পরা ।
যাহা হইতে মিলে ভক্তি প্রেম সুখপারা'
সদগুরু সম স্বামী নাহি ত্রিভুবনে ।
এই জ্ঞান দৃঢ় কর চিত্ত কায় মনে ॥

সদগুরুর ধ্যান ধরি রটি নাম সিয়ারাম ।
সকল সুখের হয় সুদিব্য আরাম ॥
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ।
তুলনা রহিত রস প্রেম পরধাম ॥
নাচি গাহি সুখে সদা রটি সিয়ারাম ।
ভজনানন্দে সুখে লভ মনের বিশ্রাম ॥
সিয়ারাম নাম মন্ত্র সিয়ারাম রূপ ।
সিয়ারাম স্বামী সখা বিভব অনুপ ॥
সিয়ারাম নাম সত্য বাকী সব প্রপঞ্চ মহান ।
ইহাই সুখের সার দিব্য পরা জ্ঞান ॥

ঊনত্রিশ উৎস

শ্রীগুরু ভজন পদাবলী

(১)

জয় জয় জয় ভঞ্জন ভয়
ভক্ত হৃদয় রঞ্জন।
জয় বন্ধন ক্ষয় মুক্তি সাধন
কলি মল দল গঞ্জন॥

জয় মণ্ডন প্রেম মরকত হেম
নিত্য প্রাণের নন্দন।
জয় শঙ্কা হরণ বিঘ্ন বারণ
পূর্ণ রতির বন্দন॥

জয় মংগলময় প্রেম আলয়
শ্রীগুরু অভয় রাজ।
জয় নির্ভর সুখ নন্দ পুনীত
মঞ্জুল বীণ বাজ॥

জয় সুন্দর প্রাণ করুণা নিধান
গুরুদেব জয় বন্দ্যে ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
অসীম সুখের কন্দ ॥

জয় জয় জয় পরম অভয়
নবীন রসের কান্ত ।
দাসী শুভ্রা কহে পরাণ বধূ হে
তুমি অন্ত বিহীন সান্ত ॥

(২)

(আমি) মোহ নিশায় সুপ্ত ছিলেম
নাম গেয়ে কে ঘুম ভাঙালো ।
সে দিব্য সুরের মোহন বাঁকে
দর্পণে কে রূপ দেখালো ॥

সে আকুল করা প্রাণের খেলায়
ইন্দ্র জালে মন মাতালো ।
আঁধার ঘেরা শূন্য ঘরে
পূর্ণমাসির দীপ জ্বালালো ॥

সে যে বাঁধন হারা তৃপ্তি ধারা
আনন্দেরি হাট বসালো ।
বিধি নিষেধ ভুলে গিয়ে
পথের ধুলায় গা ভাসালো ॥

এ যে শুধু সুখের পরশ
দুঃখ শোক সব ভুলালো।
বদনে ভরি প্রেমের ডোরে
নামের বানে মন ভরালো॥

দাসীর প্রাণে দাসীর গানে
মোহন সুরের বীণ বাজিল।
সেই সুধার স্রোতে ভাসিল তরী
আনন্দেরি জয় গাহিল॥

(৩)

তোমার সাথে আমার পরিচয়।
প্রাণে প্রাণে নিত্য কালের
গোপন কথা কয়॥

আমরা দুটি যুগে যুগে
সুখের খেলায় গেছি ভেসে।
সেই প্রেমের বাদল নানা রূপে
হিয়ায় হোল লয়॥

আলোর পিছে ছায়ার মত
তরুর গায়ে লতার মত.
তোমার আমার দীর্ঘ প্রণয়
সকল করলো জয়॥

তুমি প্রাণনাথ চির দাসী আমি
দুষ্ট কপট রিক্ত কামী।
এখন কৃপা করি প্রভু হে দয়াল স্বামী
দেহ ভজন সুখময়॥

তোমার চরিত অকাম ভজনে
নিত্য যে লীলাময়।
দাসী শুভাশীলা এই আশে প্রভু
অকথ সুখেতে রয়॥

(৪)

আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া
লগন মধুর এলো।
আমার দুখের রাতি অবসান করি
সুখের সায়র এলো॥

অঙ্গে অঙ্গে শৃঙ্গার শোভা
বসন ভূষণ অতি মনলোভা
নয়নে সঘন কৃপার বাদল
উজল বরণ এলো॥

ঈষদ স্ফুরিত যুগল অধর
জন শোক তাপ আরতি হর
কর কমলে অভয় বিলায়ে
বিপ্র উদাস এলো॥

চরণ যুগল সব সুখ মূল
কারণ বিহীন সু রহিত তুল
বদনে গাঁহিয়া শ্রীনাম উদার
প্রাণনাথ মোর এলো ॥

মোর জীবন যতন ধন্য হইল
কপট মলিন জঞ্জাল গেল
সনাথ করিয়া রিক্তা শুভারে
জীবন দেবতা এলো ॥

(৫)

মংগলময় মংগলকর
মংগলাশীষ বিতর হে ।
মংগল পূত দরশন শুভ
দেহ প্রাণনাথ নিত্য হে ॥

মংগলদাতা মংগলগাতা
মংগল গুণধাম হে ।
পীত বসনে মংগল সাজ
মংগল রসে বিরাজ হে ॥

মংগল নাম মংগল রূপ
মংগল লীলা মোহন হে ।
মংগল দীন চরিত রসাল
মংগল সুখ সঙ্গ হে ॥

মংগল জ্ঞান মংগল ধ্যান
মংগলময় ভজন হে।
চির মংগলময় শ্রীগুরু শরণ
বৈষ্ণব শিরতাজ হে॥

মংগল মৃদ উদার নাম
অখিল লোক পাবন হে।
মংগল জন মংগল পণ
মংগল অধিরাজ হে॥

কুঞ্জ মালিনী শুভা একাকিনী
কান্ত বিরহে কাতর হে।
এসো হে নাথ প্রণতপাল
মংগল দীপ উজ্জ্বল হে॥

(৬)

মন মন্দির এসো হে নাথ
অরুণ কমল চরণে।
মংগল সাজ অঙ্গে অঙ্গে
পীত বসনে পরণে॥

কণ্ঠে তুলসী তিলক ভালে
করুণা পীযূষ নয়নে।
মুখারবিন্দ অমিয় চন্দ
গাহিয়া শ্রীনাম বদনে॥

অমিতানন্দে রসরাজ সাথে
নিত্য কুঞ্জ কাননে।
ভাসিবে জগৎ সুখের সায়রে
হেরিয়া যুগল মিলনে॥

কপট হৃদয় মন্দ মলিন
তোমার সংগ বিহনে।
এসো প্রাণপতি অগতির গতি
ধন্য কর গো শরণে॥

দাসী শুভা রত কাঞ্চন কামে
ভজিব তোমারে কেমনে?
ওহে দীননাথ বধু প্রাণনাথ
রাখিও রাজিব চরণে॥

(৭)

রিক্ত আমায় পূর্ণ কর
তুমি হে পূর্ণতম।
অভয় কর তিমির হর
হে বিজয় অনুপম॥

দীন অমান চিত্ত কর
সব হ'তে দীনতম।
শৃঙ্গার রসে ভরিও হৃদয়
তুমি যে রসিকতম॥

জ্ঞান প্রদীপ উজল করো
সংহর আঁধার তম।
তোমার শরণ তোমার ভজন
কর গো জীবন মম ॥

স্বামী প্রাণনাথ কান্ত উদার
কে আছে তোমার সম ?
তোমার যুগল চরণ তলে
রাখিনু এ দীনতা নম ॥

দাসী শুভা সদা রিক্ত ভজন
অবলা অধমাধম।
করুণা সাগর হে রস নাগর
ক্ষম হে তাহারে ক্ষম ॥

(৮)

সুখতারা তুমি সুনীল গগনে
কুঞ্জ কেলির স্বামিনী।
নব রস রাগে বিভব বিলাসে
সাঙ্গ করিনু যামিনী ॥

গাঁথি ফুলহার দোলাইনু গলে
কী কব তোমার লাবণি।
নটবর শ্যাম পরা সুখধাম
নবীন প্রেমের রাগিনী ॥

গমন ললিত রমন ললিত
ললিত রসিক চাহনী।
ললিত অঙ্গ ললিত রঙ্গ
ললিত রভস পাবনী॥

রঞ্জন সুখে মগন হইনু
পীরিতি পরম হ্লাদিনী।
যুগল প্রেমের ভজন কারায়
শুভা চির অনুগামিনী॥

(৯)

আনন্দেরি বিজয় গাহি
পীত বসন গায়।
কে আসিল গৌর বরণ
অরুণ রাঙা পায়॥

শ্রীনাম মধুর কণ্ঠে উঁদার
নুপুর বাজে তায়।
কে আসিল ত্রিতাপ আরাম
এ প্রেমের বরষায়॥

কৃপার মলয় সরস চোখে
মঞ্জু মৃদু কায়।
কে আসিল দীপ্ত নবীন
তৃপ্তি ঝরা হায়॥

বনমালা দুলিয়ে গলে
রসিক শ্যামরায়।
কে দিল রে প্রীতির পরশ
কী তার পরিচয়॥

অন্তর মোর পূর্ণ করি
ব্যাকুল সুষমায়।
কে আসিল এ পূর্ণিমাতে
শুভার আঙ্গিনায়॥

(১০)

তোমার স্মরণ সুখে পূর্ণ কর
হে দীন চিত্ত মম।
মোর সকল কলুষ সকল রিক্ত
ক্ষম হে প্রিয় ক্ষম॥

সারা দিনের সঙ্গ সুধার
সারা দিনের খেলা।
কেমনে তার কইব কথা
গাইব তাহার পালা

সকল সুখের মিলন সে যে
তোমার ভজন অনুপম।
সেই পরশে পূর্ণ কর
এ দীন চিত্ত মম॥

জীবন নদের ভাঙ্গা গড়া প্রভু
নাইক তাহার শেষ।
রিক্ত কলুষ শূন্য মাঝে
পাইনা সুখের লেশ॥

দিব্য গানে উজল মুখর
ও চিত্ত দীনতম।
সেই আলোকে পূর্ণ কর
এ বিজন কুঞ্জ মম॥

(১১)

শ্রীগুরু মূরতি ধ্যান সরস
সুধার বাদল ধারা।
সিয়ারাম নাম মুদিত হিয়ায়
ভজন সুখের পারা॥

নয়ন বরষে অশ্রু সঘন
টুটিল বন্দী কারা।
আত্ম রমন সুখেতে মগন
পরাণ হইল হারা॥

অন্তবিহীন ভজন সুখের
নাহি কভু সুরু-সারা।
দাসী শুভ্রা মাগে তৃষিত পিয়াসে
বিমল ভজন ধারা॥

ত্রিশ উৎস

ক্ষমা ষোড়শী

হে প্রণতপাল দীনবন্ধু প্রভু অশরণ শরণ নিকেত।
অকারণে নিজ জন করি দেহি করুণা সচেত॥
হে করুণেশ উদার পণ শমন সকল সন্তাপ।
কৃপা কটাক্ষে সু হেরি প্রভু নাশ মোর মোহ মদ তাপ॥
মুই অধমাধম মন্দ মতি বিনা প্রেম প্রীতি রসাল।
অতি দুষ্ট দাস তব রক্ষ রক্ষ হে দীনদয়াল॥

সংসার মোহে মদ মান রত ভ্রমি সু জন্ম অনেক।
ভুলিনু আত্মজ্ঞান প্রভু সহিত বিচার বিবেক॥
অতি কঠিন সু মন মোর বিমুখীন দুষ্ট ভয়াল।
ভজন ভাবনা সুবিনাশ করি হাসে কাল করাল॥

রোমে রোমে মোর কলঙ্ক শত নিন্দিত অতি ভয়ঙ্কর।
চিত্ত মলিন মন সুখ ভুলি হোল দুখদ্বন্দ্ব জরজর॥
মুই পাপী প্রবল, রত প্রপঞ্চ পথ, ভজল ভাবনাবিহীন।
অবগুণ ভবন অপার অতি দেহ সুখে সদা লয়লীন॥

এ হীন মতি পাষণ্ড নিঠুর অতি মলভাণ্ড মল কোষ।
প্রভু বিনা কে করিবে ক্ষমা অন্তহীন সব দোষ?
হে দীনবন্ধু দীনার্ত্তিহর দীননাথ দয়াল।
অপরাধ নিধি তব দাস জানি ক্ষমা কুরু তারে তৎকাল॥

ক্ষমা মন্দিরে শুভগ অতি প্রভু মোর উদার অকাম।
প্রভু ক্ষমা বিনা নাহি মোর সন্তোষ সুখ ও বিরাম॥
এরূপ কৃপা সুমহান কুরু হে বাৎসল্য রস সুধাম।
বিশ্ববিলাস জগ মোহ ত্যজি ভজি যেন সদা সিয়ারাম॥
যদ্যপি বিশ্বে বিখ্যাত বহু অবতারী অবতার।
শ্রীগুরু চরণ শরণ বিনা নাহি মোর অপর আধার॥
ভজন ভাব বৈরাগ্যবর বুধি মতি সরস উদার।
শরণ শরণ ভব ভয় হরণ দেহি সিদ্ধ কৃপাগার॥

ক্ষমা শান্তি ক্লান্তি-বিহীন ভাব ভজন সুধাম।
করুণাকুঞ্জ শ্রীগুরু কৃপাল সুন্দর শিব ললাম॥
দীনতা অবিরল সরস অতি বিনা প্রভু ক্ষমা মহান।
কভু নাহি হয় সু প্রকাশ হিয়ায় বিদিত রসিক সুজান॥
কৃপা রূপী প্রভু ক্ষমা সুন্দর বিহ্বল পরমানন্দ।
যুগল সুমনোহর রামজানকীবর প্রকাশত সদা সুখকন্দ॥

ক্ষমা অমিত অশেষ বিনা প্রভু সেবা সাধন নয়।
প্রীতি প্রতীতি সুশ্রদ্ধা বিনা ক্ষমা গতি বুঝা নাহি যায়॥
ক্ষমা অনুপম নিত্য অনেক কুরু প্রভু কল্যাণ ধাম।
তব ক্ষমা সুসিক্ত ভজন বিমল শোভন অতি প্রাণারাম॥

তন মন চিৎ বচনে কহি হে গুরু দীন দয়াল।
অনন্ত সচেত সু ক্ষমা করি দুষ্টে করৌ দীন রসাল॥
ক্ষমা অকারণ সতত অনুক্ষণ শ্রীগুরু দান মহান।
দাসী শুভশীলা সেই সুখে সদা করে সু প্রভু গুণগান॥

একত্রিশ উৎস

বিনয় পঞ্চবিংশতি

হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু
আশ্রয় মতি দাও হে নাথ।
হে করুণা অনাময় বন্ধন ক্ষয়
বিষয় মুক্ত কর হে নাথ॥

হে সিদ্ধ সুজ্ঞান রসিক পরাণ
শ্রীযুগল ভজন দাও হে নাথ।
হে শান্ত সুধীর পরম গভীর
যোগ যুক্ত কর হে নাথ॥

হে সুখের নাগর বিবেক সাগর
অঞ্জন জ্ঞান দাও হে নাথ।
হে সুন্দর ক্ষম প্রেম অনুপম
অন্তর দীন কর হে নাথ॥

হে বন্ধু অকাম মংগল ধাম
বন্দনা গীতি দাও হে নাথ।
হে চেতন অমল মুক্তি বিমল
দ্বন্দ্ববিহীন কর হে নাথ॥

হে উদার মহান দীনতা নিধান
কঞ্জ চরণ দাও হে নাথ।
হে দর্পহরণ পীযূষ প্লাবন
শুচি সুন্দর কর হে নাথ ॥

হে সাধন নিকেত রূপ সচেত
বিবেক বিমল দাও হে নাথ।
হে ভঞ্জন ভয় নির্ম্মল জয়
হিংসা রহিত কর হে নাথ ॥

হে পরমহংস দীন রসাল
সন্তোষ সুধা দাও হে নাথ।
হে কবি উদার স্নিগ্ধ আগার
কান্ত-বিরহী কর হে নাথ ॥

হে বিমল রূপ দিব্য অনুপ
লীলা গুণগান দাও হে নাথ।
হে কাণ্ডারী ভব পরিচয় নব
স্বজন যুক্ত কর হে নাথ ॥

হে শোভনানন্দ সুখের কন্দ
সঘন পীরিতি দাও হে নাথ।
হে বর চিন্তামণি দানী শিরোমণি
দাসীরে পূর্ণ কর হে নাথ ॥

হে জ্ঞানানন্দঘন বিমল তনু মন
ভজন সিদ্ধ দাও হে নাথ।
হে তত্ত্ব পরম সুনিপুণ ধর্ম্ম
জীব জড়তা দূর কর হে নাথ॥

হে লীলা নিকেতন শক্তি সনাতন
মরম রহস তব দাও হে নাথ।
হে বধূ প্রাণনাথ সিয়াজু রঘুনাথ
চির শরণাগত মোরে কর হে নাথ॥

হে সাধু রসরাজ দিব্য বরসাজ
নিত্য ভরোস তব দাও হে নাথ।
হে ইষ্ট অধিক ঈশ স্বামী করুণেশ
শ্রীযুগ চরণ রত কর হে নাথ॥

হে গুরু দেবতা সংসৃতি ত্রাতা
কিঙ্করী ব্রত দাও হে নাথ॥
হে রিক্ত অমল রূপা ঝলমল
শান্ত সুধীর কর হে নাথ॥

হে দীনতারণ শরণ সুপালন
শ্রীযুগল ভজন দাও হে নাথ।
হে কান্ত নিরুপম অমিয় সুষম
শুভারে অমান কর হে নাথ॥

বত্রিশ উৎস

শ্রীগুরু আরতি

জয় প্রেম মুরতিঘন রতিরাস বর্দ্ধন
শ্রীগুরু জনার্দ্দন দেহি পদম্ ।
জয় নিত্যসনাতন অনাদি অকারণ
বিনোদ সুমংগল দেহি পদম্ ॥

জয় দিব্য সু মনোহর রসিক নটবর
রূপ অমিয়সর দেহি পদম্ ।
জয় কল্মষ নাশন অমোঘ দরশন
কান্তি বিমোহন দেহি পদম্ ॥

জয় জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময় বিরাগ সুচিন্ময়
ভজন নিকেতন দেহি পদম্ ।
জয় নির্ম্মল অনুপম সদা সরস সম
বিপতি বিভঞ্জন দেহি পদম্ ॥

জয় প্রেম মহাধন করুণা অকারণ
অভাজন ভাজন দেহি পদম্,
জয় উদার রসরাজ বৈষ্ণব সুসাজ
শ্রীতিলক সু ভাল দেহি পদম্ ॥

জয় অকম সুদাতা পরা শান্তি মুদিতা
শ্রীনাম সুগাতা দেহি পদম্ ।
জয় ধরম সুধাম ভজন অবিরাম
প্রভু প্রাণারাম দেহি পদম্ ॥

জয় খলদল পাবন অধম সুতারণ
সুখদ সুশরণ দেহি পদম্ ।
জয় গত মদমান শুচি সত্য নিধান
অমিত সুদান দেহি পরম্ ॥

জয় পরম সু ভাগবৎ বিদ্যা পারংগত
দিব্য রসিকবর দেহি পদম্ ।
জয় লীলা সুখসার মন বাণী পার
মোদ সরসঘন দেহি পদম্ ॥

জয় সন্ত পরধাম অবতারী রাম
শুভগ সুধাম দেহি পদম্ ।
জয় মঞ্জুরী প্রেম মরকত হেম
স্বামী প্রাণনাথ দেহি পদম্ ॥

জয় অকথ অদ্ভুত ভেদ সু অমৃত
আদি অন্তহীন দেহি পদম্ ।
জয় গতি-মতি-দায়ক সুকবি সুনায়ক
শুভা অবলা দীনা দেহি পদম্ ॥

তেত্রিশ উৎস

শ্রীগুরু প্রনাম

ক্ষমা সুন্দর সত্য সুজান ধর্ম্ম কেশরী রসিকবর।
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় হে করণাকর
ত্যাগ পুনীত সুদীন নম্র প্রেম পাবন শুভগময়।
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় এ দীন কয়॥

প্রণাম তোমার পদ রজে প্রভু বিজয় নিকেত মুক্তি ধাম।
প্রণাম তোমার চরণ প্রান্তে কিংশুকহারী লোকাভিরাম॥
লীলা অঙ্গন তব অঙ্গে অঙ্গে মদনমোহন শ্রীজানকীরাম।
মুগ্ধ আবেশে রাখিনু সেথায় হরষ চিতের সুদীন প্রণাম॥

মঞ্জু মধুর মুরতি শোভন অনঘ কান্তি দীপ্তিমান।
সুষমা সিন্ধু রূপ ললিত জ্ঞান ভক্তির সরস প্রাণ॥
সতত প্রণাম সেথায় রাখিনু অমিত সুখে হইয়া দীন।
প্রণাম তোমার বসন ভূষণে শ্রীযুগল রসেতে সতত লীন॥

প্রেম সদন ও মুখচন্দ্র স্মিত কেশ রাশি কুটিল শ্বেত।
নয়ন যুগল কৃপা শতদলে স্ফুরিত অধর লীলা নিকেত॥
দলিত গলিত কাঞ্চন কাম দীন চিত্ত সুনির্ম্মল।
সকল অঙ্গে অযুত প্রণাম এ দীন জানায় বিহীন ছল॥

ভাবদীপ্ত লাবণি ললিত অমিত সিন্ধু সুষমাময়।
কাঞ্চন তনু জড়তা বিহীন সরস প্রেমের বারতা কয়॥
নখ-শিখ প্রভু শোভা শৃঙ্গার উজল সতত অনির্ব্বাণ।
সতত প্রণাম এ দীন রাখিল রসের অবেশে গাহিয়া গান॥

শ্রীতিলক কণ্ঠী যুগলমন্ত্র প্রেম মঞ্জরী আত্মনাম।
সবারে জানায় এ দীন প্রণাম মুদিত হিয়ার অষ্টযাম॥
প্রণাম তোমার দশ দিকে প্রভু কল্যাণময় সুরভি তব।
ভিতর বাহিরে নিত্য প্রণাম এ দুষ্ট পরাণে কেমনে কব?

ভজন রসিক চিত্ত চকোর চন্দ্রমা সুধা জানকীরাম।
কিঙ্করী রসের উদার নায়িকা বয়ানে মধুর যুগল নাম॥
কিশোরী রূপেতে মুগ্ধ আবেশে মহলে নিত্য কুঞ্জ গান।
চরিত সিন্ধুর বিন্দু বিন্দু অমিত সুখে মজ্জমান॥

প্রণাম জানাই পুলকানন্দে নিত্য রসের উজান স্রোতে।
প্রণাম জানাই শাশ্বত সুখে তোমার চরণ চলে যে পথে॥
সে পথ রজকণা দিব্য কত না বিহ্বল সুখে নিত্য লীন।
তোমার চরণ পরশ লভি প্রেমের দশায় হইল দীন॥
ধূলি কণা হ'য়ে সুখে রয় পথে লভিতে তোমার চরণ যুগল।
প্রণাম প্রণাম প্রণাম লহ রজকণা দীন অমিয় দল"

শ্রবণ সুখদ মংগলময় মঞ্জু মধুর অধর বাণী।
তাহারে জানাই অযুত প্রণাম করিয়া যুক্ত যুগ্ম পাণি॥
প্রণাম করি যে সতত সুখে তব ভজনানন্দ মগ্ন চিতে।
উঠিতে বসিতে প্রণাম করি তব স্বপন সুখের আঙ্গিনাতে॥

প্রেম সরসিত বিজ্ঞান কেতু মধুর ভজন বার্ত্তালাপ।
মন-মল হর সঙ্গ সুধা আর্ত্ত জনের সংহরে তাপ॥
ভজন সিক্ত ও সরস চরিতে প্রণাম করি যে মুগ্ধ মনে।
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমার বিরদ গুণে॥

শম দম আদি তিতিক্ষা বিশ্বাস শ্রদ্ধা দীনতা সাধন শত।
শ্রীবৈষ্ণব আচরণে প্রকাশ সতত ভাব সুসিদ্ধ শরণাগত॥
সুখমূল তব সুসঙ্গ লভি জড় রিপু হোল চেতন ঘন।
আনন্দময় পুলকে ভাসি ভজন করিল সু চিত মন॥

ত্রিগুণাতীত সু ভজন তব আনন্দ রসে নিত্য নব।
এ দীন জানায় মিনতি প্রণাম বিহ্বলা প্রেমে কেমনে কব ?
মন বুধি আর সু চিৎ তব চেতন অমল নন্দময়।
সবার তরে রাখিল প্রণাম এ দীনা দাসী সরসে হায়॥

অন্তর তব সদা জাগরিত বুদ্ধ মুক্ত সুনির্মল।
ভজন ভাবের কুঞ্জ স্বামিনী রঞ্জিত রাগে অচঞ্চল॥
তাহারে জানাই সুদীন প্রণাম কায় মন বাকে অহর্নিশ।
শ্রীযুগল ভজন মঞ্জু মোহন স্বামী স্বামিনীর সতত ঈশ॥

তব চিত্ত সায়রে খেলিতেছে সুখে পরম হংস মরাল মণি।
শ্রীপ্রেমলতিকা সরস কবিতা প্রেমা ভক্তির শীতল খনি॥
গুঞ্জিত সেথা মধুময় বাণী জয় সিয়ারাম পুলকময়।
সু পান করিয়া সে অমিয় সিন্ধু প্রেম মঞ্জরী গাহে যে জয়॥

প্রেমলতা হৃদে মঞ্জরী প্রেম স্নিগ্ধ সতত শুদ্ধময়।
মঞ্জরী প্রেমে লতা সুপ্রেম নীল কমল জ্যোতির্ময়॥
প্রেম প্রেমাধার রসেতে মগন অন্তর তব সত্য লোক।
তাহারে জানাই সতত প্রণাম ভুলিয়া সকল দুঃখ শোক॥

সন্ত অমান শ্রীযুগলানন্য রসরাজ সাধু জানকীবর ।
শ্রীরামবল্লভা শ্রীনাম মগন জানকী বল্লভ অমিয় সর ॥
দীন উপাসক অনন্য প্রেমিক সন্ত উদার সত্য-ধাম ।
চরিত সরে ফুল্ল কমল দীপ্ত শোভায় আপ্তকাম ॥
সন্ত সবারে জানাই প্রণাম দীন মধুর বারংবার ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভজন বিহীন এ পাষাণ হৃদয় দুষ্টাগার ॥

আত্ম রমণ সুখেতে মগন বিদেহী দশায় অষ্টযাম ।
কমল বিনিন্দিত মুখারবিন্দ রটে সদা সুখে সিয়াজুরাম ॥
জানকী কিশোরী মিথিলেশ ললী সিয়াজু দিব্য মধুর রস ।
কিঙ্করী ব্রতে সুমগন থাকি শ্রীসিয়ারঘুনাথ ভক্ত বশ ॥

স্বভাব শীতল রসে দলদলে অমিত সুখের ঝর্ণা ধারা ।
সে স্বভাব শীলে রাখিনু প্রণাম বাক্য বিহীন অশ্রুভরা ॥
অকথ সুখের চরিত তব মনবাণী পার সত্যধাম ।
কায় মন বাকে রাখিনু সেথা স্নিগ্ধ মৃদুল সুদীন প্রণাম ॥

অসীম মাঝারে সসীম আধারে লীলা নিকেতন সুমংগল ।
এ দীন জানায় সতত প্রণাম ফেলিয়া তপ্ত অশ্রু জল ॥
আচার্য্য-গুরু-পিতা মাতা-প্রভু স্বামী প্রাণনাথ যুগল রস ।
ভজন বিভব সুদীন সাধন সত্য সারের পুনীত যশ ॥

গুপ্ত প্রকট দ্বিবিধ স্বরূপপরা প্রেমে সদা নন্দময় ।
এ সুখ ধারায় জানাই প্রণাম দীন বচনে গাহিয়া জয় ॥
অমিত প্রেমে লীলায়িত স্বামী আদি অন্তহীন ভজন ময় ।
না জানি কেমনে জানাব প্রণাম কহ নাথ স্বামী করুণাময় ॥

জড় প্রাণ মোর জড় দেহ মোর মলিন বুদ্ধি হৃদয় হীন।
মদ মান রত এ জড় সতত আত্ম সুখেতে সদাই লীন॥
কপট কলেবর মিথ্যা অশুচি না জানি সরস ভজন গান।
স্বামী প্রাণনাথ শরণ সুখদ তুমি বিনা নাহি জানি যে আন॥

কেমনে করিব তোমারে প্রণাম তুমি বিশ্বময় ব্যাপিত প্রভু।
অতি হীন হীন দাসী যে তব মহিমা তোমার না জানে কভু॥
কেমনে করিব কোথায় প্রণাম উষা-প্রাতে-দিনে-সন্ধ্যাকালে।
দিবসে রাতে অষ্টযামে কহ নাথ স্বামী এ দীনা অবলে॥
ভরোস আমার করুণা তোমার বিহীন শক্তি ভক্তি বল।
মনে প্রাণে প্রভু প্রণাম চরণে কহে দীনা দাসী ত্যজিয়া ছল॥

দাসীর হৃদয় গগন মাঝারে তুমি চন্দ্রমা সুষমা ঝর।
প্লাবিত করিয়া পীযূষ ধারায় দশদিশি কর অমিয় সর॥
প্রেম সরস ফুল্ল বদনে অধর যুগলে মধুর হাস।
নয়নে দিব্য করুণা রাশি বিহ্বলা প্রেমের নিত্য রাস॥
শ্রীযুগল কান্তি মোহন নবীন অঙ্গে অঙ্গে পুলকময়।
দর্শন সুখ মনবাণী পার অমিত লীলায় উজল ময়॥
নির্ভরা সুখে বিনোদন করি রাসমঞ্চে সুনির্মল।
ভজন ভাবের ঝর্ণা ধারা উৎসব সুখে সু বিহ্বল॥

সেই সুধা পান চকোর হইয়া দাসী বিগলিত মুগ্ধ পরা।
প্রেম সিক্ত দুই আঁখি মিলে তব চরণতলে রচিবে কারা॥
সেবা সুখে প্রভু পূর্ণ রসেতে পড়ে রব দ্বারে অনির্বাণ।
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহিব তব অমিত সুখের সরস গান॥

অষ্টযাম সুখে রহিব দুজনে গাঁথি ফুল হার পরাব গলে।
দাসীরে ধন্য করিও প্রভু রাখিয়া সদা চরণ তলে॥

আঁখি করি স্থির শ্রীচরণ রজে ভুঞ্জিব সুখ অন্তহীন।
অঙ্গে অঙ্গে পরশি চরণ মাগিব সেবা হইয়া দীন॥
গাহিয়া মধুর সংগীত পরা দিব প্রাণনাথ প্রেমোপহার।
কান্ত প্রিয়া তুমি যে আমার অমিত দানের দিব্যাগার॥
যুগে যুগে প্রভু জনমে জনমে দাসীরে কর গো সনাথ হায়।
বিহ্বলা প্রেমে অধীর হইয়া দাসী প্রণাম করিবে মুগ্ধ কায়॥
বদনে প্রণাম হৃদয়ে প্রণাম নয়নে প্রণাম শতেক বার।
অঙ্গে অঙ্গে ভূয়সী প্রণাম মথিত হিয়ার প্রীতির সার॥

প্রণাম তোমার জীবন মরণ অশন শয়ন অষ্টযাম।
প্রণাম তোমার নিত্য ভজন অমিত সুখের সিয়াজুরাম॥
প্রণাম প্রণাম প্রণাম তোমায় সিয়ারঘুনাথ শর্ণ হায়।
তব চরিত সায়রে এ দীন তরণী সতত প্রেমের প্রণতি গায়॥

সিদ্ধ প্রণাম শিখায়েছ স্বামী শ্রীযুগল নামের সরস গান।
মঞ্জু মধুর সিয়ারাম নামে প্রণাম জানানু অনির্ব্বাণ।
সরস চিতে দাসীর প্রণাম লহ নাথ প্রভু আধেকবার।
সেই সুখে শুভা গাহিল প্রণাম অযুত প্রেমে বারংবার॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম।
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম॥

প্রার্থনা

হে করুণেশ ! দীনবন্ধো ! জগদীশ ! পাহি মাম্ ।
হে জীবন দীপ ! প্রণতপাল ! ভূয়োভূয়ো নমামি ত্বাম্ ॥

জাড্যং চ হৃদয়তমঃ দূরীকৃত্বা দেহি বিমল-জ্ঞানঘনম্ ।
প্রপন্নদীনার্তচিত্ত-শ্রীযুগল-সেব্যমান-জীবনম্ ॥

ত্বং হি সমর্থ স্বতন্ত্রঃ স্বামী সর্বান্তর্যামী অখিলান্তরাত্মা ।
দেহি ভক্ত্যনপায়িনীং ভবতঃ পদারবিন্দে রতিং নির্ভরাঞ্চ ॥

নমামি পুনরপি নমামি কেশব ! হে করুণাময় সাধো ।
ক্ষমস্ব ! অশেষপাতকদুষ্টোঽহং শরণং ত্বাং ব্রজামি ॥

মধুরেণ

মধুর মধুর মধুর মোহন
শ্রীগুরু মধুর ব্যাস।
মধুর মূরতি মধুর পীরিতি
মধুর কুঞ্জ বাস॥

মধুর লগন মধুর গমন
মধুর নৃত্য গান।
মধুর কলিত মধুর ললিত
মধুর অমিয় পান॥

মধুর সঙ্গ মধুর রঙ্গ
মধুর ভজন প্রাণ।
মধুর মিলন মধুর রমণ
মধুর প্রেম দান॥

অশন বসন ভূষণ মোহন
মধুর তিলক ভাল।
শ্রীযুগল নাম মধুর ধাম
মধুর তুলসী মাল॥

মধুর মধুর সকলি মধুর
বধু মধুর পীযূষাধার।
সে মধুর উজানে দাসী মনে প্রাণে
গাহিল ভজন সার॥